শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীনের প্রথম শাহাদাত

বার্ষিকী

স্মারক

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন ফাউন্ডেশন

রায়েরমহল, খুলনা।

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীনের প্রথম শাহাদাত

বার্ষিকী

স্মারক

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন ফাউন্ডেশন

রায়েরমহল, খুলনা।

www.pathagar.com

স্মারক

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীনের ১ম
শাহাদাত বার্ষিকী

স্মারক'০৬

প্রকাশনায় ঃ
শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন ফাউন্ডেশন
রায়েরমহল,খুলনা।
ফোন ঃ ০৪১-৭৬০১৭০

প্রকাশকাল ঃ
২৪মে, বুধবার, ২০০৬ ইং

প্রচ্ছদ ঃ
শামসুদ্দীন দোহা
০১৭১১-৩৮৯০৮০

গ্রাফিক্স ও কম্পোজ ঃ
কৃষ্টি প্রোডাক্ট এন্ড পাবলিকেশন
৩০৮, খানজাহান আলী রোড
তারেরপুকুর, খুলনা। ০১৭১১৩৮৯০৮০

মুদ্রণে ঃ
আজিজ প্রেস
হোটেল আরাফাত গলি
খুলনা।

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ বিশ টাকা

www.pathagar.com

সম্পাদনা পরিষদ

জি,এম ইলিয়াস হোসাইন

মনিরুল ইসলাম সেলিম

শামসুদ্দীন দোহা

মাহফুজুল হক

মফিজুল ইসলাম

www.pathagar.com

পৃথিবীতে এমন কিছু লোকের আগমন ঘটে যারা নিরন্তর ও বিরতিহীনভাবে সংগ্রাম করে যান এবং প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগান। নির্মোহ, নিরহংকার, সরল ও সাদাসিদে জীবন যাপন করেন। শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন ছিলেন এমনই একজন মানুষ।

কর্মচাঞ্চল্য, সৎসাহস, পরিশ্রমপ্রিয়তা, সাধনা এবং ইসলামী সমাজ বিনির্মানে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ছিল শেখ বেলালের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাহ্যত শেখ বেলালের স্পষ্টভাষীর কারনে অনেকে তাকে সমালোচনা করতেন। কিন্তু তার শাহাদাতের পর যত লোককে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে দেখা গেছে, তা বিস্মিত হবার মত ! শেখ বেলালের জন্য এত লোকের কান্না, চোখের পানি এবং দলমত নির্বিশেষে সকলের দোয়া এটাই প্রমান করে-তার মধ্যে একটা দারুন দরদী মন ছিল। অন্যের সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে নিজে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন এমন ঘটনা অনেকেরই জানা আছে। মেধাবী ছাত্র, তুখোড় বক্তা, ক্রীড়া সংগঠক, শিশু সংগঠক, সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব, লেখক ও সাংবাদিক সর্বপোরি ইসলামী আন্দোলনের প্রথম কাতারের একজন সৈনিক হিসেবে তার জীবন থেকে বর্তমান প্রজন্মের অনেক কিছু শিক্ষনীয় আছে।

ক্ষনস্থায়ী এ দুনিয়ার জীবন শেষে সবাই চলে যায়। কিন্তু থেকে যায় তার কর্ম। কর্মের মধ্যে বেঁচে থাকে মানুষটি। শহীদ শেখ বেলালের কর্মময় স্মৃতি ধরে রাখার জন্যই "শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন ফাউন্ডেশন" তার প্রথম শাহাদাত বার্ষিকীতে স্মারক'০৬ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে।

এ উদ্যোগে যারা বিভিন্নভাবে সময়, শ্রম, পরামর্শ, সহায়তা ও উৎসাহ দিয়েছেন তাদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি কর্মব্যস্ত অনেকের নিকট থেকে লেখা পেতে এবং বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহে বিলম্ব ঘটায় যথাসময়ে আমরা হয়তো লেখা সংগ্রহের জন্য পৌছতে পারিনি।

সর্বোপরি স্মারক'০৬ প্রকাশে যাদের কাছে বিজ্ঞাপন চাওয়া হয়েছে তাদের কেউই আমাদের হতাশ করেননি বরং প্রত্যাশার চেয়ে বেশী সহযোগিতা করেছেন। আমরা তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

সবশেষে আমাদের অজান্তেই হয়তোবা স্মারকে ত্রুটি ও অপূর্নতা রয়ে গেছে। শুভানুধ্যায়ী পাঠক-পাঠিকা তা নিজগুনে ক্ষমা করবেন এই প্রত্যাশা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ ফাউন্ডেশনকে কবুল করুন এবং শহীদ বেলালের রেখে যাওয়া কাজকে সমাপ্ত করার তৌফিক দিন। আমীন।

(শেখ শামসুদ্দীন দোহা)
সাধারন সম্পাদক
শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন ফাউন্ডেশন
রায়েরমহল, খুলনা।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

শূন্যতার কষ্ট ঃ তবুও জেগে উঠি ঃ অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার
বেলাল ভাইকে যেমন দেখেছি ঃ ডাঃ মোঃ ওমর ফারুক
বেলাল আমার বন্ধু ঃ এ, এস, এম সাইফুল্লাহ
শহীদ বেলাল ভাই অম্লান স্মৃতিগুলো ঃ মিলন ইসলাম
যে কষ্ট অনুপ্রেরণা ঃ মুহাম্মদ আব্দুল বাতেন
প্রত্যয়দীপ্ত শেখ বেলাল ঃ প্রফেসর শেখ মুহাম্মদ আশরাফ
আমার ছাত্র বেলাল ঃ প্রফেসর সাধন রঞ্জন ঘোষ
যাকে ভোল যায় না ঃ ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল হান্নান
এক প্রশান্ত আত্মা ঃ ডাঃ মুহাম্মদ কাশেম আলী
শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন স্মরণে ঃ মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ
হাসিখুশী বেলাল ঃ এ, এম কামরুল ইসলাম
ব্যাথার স্মৃতি ঃ কাজী ফারুক হোসেন
শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন স্মরণে ঃ খোন্দকার আব্দুল খালেক
শেখ বেলালের শেষ স্মৃতিকথা ঃ মুহাম্মদ ফরিদ হোসাইন
দ্বিতীয় বেলাল ঃ জুলফিকার আলী
আমার চোখে দেখা এক আদর্শ নেতা ঃ সাহারা পারভীন (তারু)
আমার প্রিয় বড় মামা ঃ ফারহানা সিদ্দিকাহ (মিমমা)
জামাই আমার বেলাল ঃ খোন্দকার আনোয়ার উদ্দীন
যে স্মৃতি আজও কাঁদায় ঃ লায়লা আরজুমান্দ (মনজিলা)
ফুপা আমার শিক্ষক ঃ খোন্দকার শাহরিয়ার শাকির
মায়ের দোয়া ঃ তাহিরা সাঈদ
চিরচেনা শহীদ বেলাল ঃ সাইফুল্লাহ খালিদ মাহমুদ
অপূরনীয় শুন্যতা ঃ এহতেশামুল হক শাওন
শেখ বেলাল উদ্দীন ঃ কিছু স্মৃতি ঃ আবু তাহির মোস্তাকিম
আমার স্মৃতিতে সাংবাদিক বেলাল ঃ সৈয়দ জাহিদুজ্জামান
শহীদ বেলাল আমার প্রেরণার উৎস ঃ এম,এ জাফর লিটন
আমার দেখা শেখ বেলাল ভাই ঃ অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ
প্রেরণার উৎস বেলাল ভাই ঃ এ্যাডঃ শেখ জাকিরুল ইসলাম
স্মৃতির পটে জীবন্ত কিছু চিত্র ঃ মনিরুল ইসলাম সেলিম
কাছে থেকে দেখা ঃ শেখ মাহফুজুল হক
কাফেলায় নতুন মুখ ঃ মোনিরুজ্জামান মুনির
শেখ বেলাল এক অনন্য প্রতিভা ঃ সেখ মনিরুল ইসলাম
সাংবাদিক বেলাল স্মরণে দুটি কথা ঃ কাজী শহিদুল্লাহ রাজু
বেলাল ভাইয়ের সাথে শেষ কথা ঃ মোঃ মফিজুল ইসলাম

কবিতা

একজন বেলাল ও
ভয়ার্ত বাদুরের কান্না
কবি আসাদ বিন হাফিজ
অনুভবে মামা
হোমায়রা হোসাইন (শাম্মা)
একজন বেলাল
অধ্যাপিকা আয়নুন নাহার আনজু
স্মৃতির বিলাপ
মোঃ লুৎফর রহমান
সূর্যসেনা
প্রমথ চন্দ্র বিশ্বাস
কবি এবং কবিতা
শেখ বেলাল
স্নেহাস্পদেষু
সিদ্দিকা বেগম

www.pathagar.com

শূণ্যতার কষ্ট ঃ তবুও জেগে উঠি

——অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

শহীদ বেলাল আমাদের প্রেরণা। প্রেরণার উৎস। সর্বনাশা ঘুম ভাঙ্গানোর প্রচন্ড নিনাদ। নিবেদিত প্রাণের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। যার কাছে হার মেনেছে দুনিয়ার বিত্ত বৈভব। মূলহীন যার কাছে রঙ্গীন রঙ্গীন শত স্বপ্ন। বেলাল ভাইকে হারিয়ে হৃদয়ে অনুভব করি এক দারুন শূণ্যতার কষ্ট। তবুও সঞ্চয় করি সামনে চলার অদম্য শক্তি। আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয় শহীদ বেলালের জীবন ছিল পাক কোরআনের আলোয় আলোকিত। একজন মুজাহিদের জীবনকে যে সব গুন তাকে মহিমান্বিত করে, তার সকল বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ছিলেন শহীদ বেলাল। সেই আলোক থেকে এ নিবন্ধে দু'কথা বলার প্রয়াস পাবো।

লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সাফল্যের অনন্য ও অনিবার্য গুন হলো দ্বীনকে জীবনদ্দেশ্য পরিনত করা। তাকে ঘোষনা দিতে হয় "ইন্না ছলাতি ওয়া নুছুকি ওয়ামাহ ইয়া ইয়া ওয়ামা মাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" অর্থাৎ জীবনের সকল কাজের মূল উদ্দ্যেশ্য হবে দ্বীনের জন্য সংগ্রাম সাধনা। শহীদ বেলাল ভাইকে আল্লাহ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী করেছিলেন। তিনি এমন নিবেদিত হয়ে সব কাজ করতেন যে, তার জীবন ধারাই প্রমান করতো "দ্বীনের জন্য সবকিছু করতে তিনি প্রস্তুত"। দ্বীনি কাজের প্রশ্নে নিজের মত ও স্বার্থ ত্যাগ করা বড়ই কঠিন। সেটা তিনি করতেন। বিরোধীদের হামলা, সন্ত্রাস ও সংকটে নিজেকে ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দিতেন। আপন তৃপ্তিতে নিজের বাড়ীতে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, আশ্রয়, খানাপিনা ও মেহমানদারী চালিয়ে যেতেন। নিজের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনকে তৈরী করেছিলেন দ্বীনের ভিত্তিতে। তিনি সব কিছুর প্রাধান্য নির্ধারণ করতেন দ্বীনের ভিত্তিতে। কোন কাজ দিলে রাত-দিন, সময়-অসময়, কষ্ট-ত্যাগ, সম্ভব-অসম্ভব, ঝড়-বৃষ্টি, কি আছে-কি নেই, এসব না ভেবে মরনপণ ঝাঁপিয়ে পড়াই ছিল বেলাল ভাইয়ের জীবনে সৌন্দর্য। মোট কথা মুখলিসিনেদ্বীন-দ্বীনের জন্য খালিস ব্যক্তিত্ব। বেলাল ভাইকে হারাবার পর এখন নিষ্ঠাপন্ন কাজ ও ব্যক্তির কথা ভাবতেই দেখি দ্রুত ছুটছে দুরন্ত বেলাল। মুখে প্রাণখোলা হাসি সকল কাজের কেন্দ্রই যেন দ্বীন। এখানেই পাওয়া যায় খুলুসিয়াতের চেতনা।

রুহামা-উ-বাইনাহুম

শহীদ বেলাল ভাইয়ের হৃদয়ের কোমলতা ছিল অনন্য। ছোট্ট শিশু থেকে বয়োবৃদ্ধ। সকলকে আকর্ষন করবার, কাছে টানবার দুর্নিবার ও মোহনীয় এক চরিত্র শহীদ বেলাল। সঙ্গী-সাথীদের দুঃখ-কষ্ট, সমস্যা, বেকারত্ব, বিপদে-আপদে, অভাব-অনটনে-তা হোক ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক সব ব্যাপারেই তিনি ছিলেন "রহম দিল"। দিনরাত একাকার করে অপরের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত রাখতেন। এমনকি ছোট-খাটো কেনাকাটা, বিয়ে-সাদী, চিকিৎসা সেবা, জীবনের কোন কঠিন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে, সাথে থেকে আনন্দ পেতেন। এভাবেই সকলকে মায়ার জালে আবদ্ধ করে গেছেন শহীদ বেলাল। অপরদিকে যতই আপন হোক আদর্শ ও নীতি নৈতিকতার প্রশ্নে ছিলেন আপোষহীন। কঠোর নৈতিকতা, আদর্শের প্রশ্নে ছাড় না দেয়া ইত্যাদি প্রশ্নে কেউ কেউ বেলাল ভাইকে কড়া, ঠোঁটকাটা ইত্যাদি কথা বলতেন।

সামিই'না ওয়াতা'না

শুনলাম এবং মেনে নিলাম। এক অসাধারণ গুন। যত চিন্তা, যত কাজ, যত মতই থাকুক সংগঠনের কোন নির্দেশ দিলেই বেলাল ভাই পানির মত তরল হয়ে যেতেন। সংগঠনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য জীবন বাজি রেখে ময়দানে নেমে পড়তেন। জীবনের ঝুকি? আর্থিক ঝুকি ? মর্যাদার ঝুকি ? তার চেয়ে বেলাল ভাইয়ের কাছে বড় ছিল "সংগঠন ও সিদ্ধান্ত"। সংগঠনের পক্ষ থেকে ছোট বড় যে কোন কাজ দেয়া হলে তিনি অকপটে মেনে নিতেন। আনুগত্যের নজীর সৃষ্টি করতেন। দায়িত্বশীল হিসেবে অনেক জুনিয়ার ভাইয়েরা যখন তার নেতৃত্ব দিয়েছেন দৃশ্যতঃ বৈষয়িক দৃষ্টিতে ছোট মনে হলেও বেলাল ভাই যেন তার কাছে শিশুর মতো। বেলাল ভাইয়ের ছাত্র জীবন যখন শেষ, পরিবারে তখন দারুন আর্থিক সংকট। বড় সন্তান হিসেবে আয় রোজগার না করলে তার সংসারে বড় কষ্ট। এমন সময় বিদেশে চাকুরী সহ কয়েকটা বড় বড় আয় রোজগারের সুযোগ সংগঠনের সিদ্ধান্তেই তিনি ছেড়ে দিলেন। লেখাপড়া শেষ করার পর অতিরিক্ত প্রায় ৭/৮ বছর সংগঠনের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে তিনি শিবিরের কাজে

www.pathagar.com

সময় দিয়েছেন। সংসারে তখন আয়ের কোন লোক নেই। আনুগত্যের এসব মডেল তিনি রেখে গেছেন। যা আজকের দিনে সংগঠনে বিরল। চাকুরী জীবনে দৈনিক সংগ্রামের স্বল্প বেতন, দারুন আর্থিক সংকটে বেতন প্রায় ১ বছর বন্ধ। উচ্চ বেতনে অন্য পত্রিকায় চাকুরীর সুযোগ এলো। তিনি এই বলে ছেড়ে দিলেন, "দৈনিক সংগ্রামকে আমি ইসলামী আন্দোলনেরই অংশ মনে করি। যত কষ্ট হোক এখানেই থাকবো"।

দায়ী-ই-ইলাল্লাহ

বেলাল ভাই ছিলেন সার্বক্ষনিক দাওয়াতী চরিত্রের মানুষ। কি স্কুল ছাত্র, কি কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গ। সকলের কাছে যেন বেলাল ভাই ছিলেন সহপাঠী বন্ধুর মত। কোমল ও মধুর মিশুক স্বভাবের। বেলাল ভাইয়ের ব্যাগে থাকতো ভিউকার্ড, চকলেট, ক্লাস রুটিন, ডাইরী, ক্যালেন্ডার, স্টীকার, গিফট আইটেম ও আতরের শিশি। যার কাছে যা প্রিয় সেই উপহার তার জন্য। ঈদের সময় বাড়ী বাড়ী কুরবানীর গোশত পৌছানো, পাঞ্জাবী দেওয়া, অন্তর ফোলা হাসি মুখে ছালাম, দু'হাত বাড়িয়ে মুসাফা। কুশল বিনিময়। এসব বেলাল ভাইকে সকলের প্রিয়ভাজন করে তুলেছিল। সুন্দর গান গাওয়া, পোষ্টার লেখা, কবিতা আবৃত্তি, শৈল্পিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকতা অনেক কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিয়ে সব শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকবার যেন এক নিবিড় জাল বিস্তার করেছিল তার জীবন ব্যাপী। বেলাল ভাইয়ের দাওয়াতের ক্ষেত্রে অসীম ধৈর্য্য, নিরবিচ্ছিন্ন সাধনা ও হিকমতের ফলে অনেক যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠেছিল আন্দোলনে। যারা আজ দেশে বিদেশে বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত। আতহ হওয়া ও শাহাদাতের পর দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে বেলাল ভাইয়ের খবর জানতে, সহানুভূতি জানাতে তার ভক্তদের বহু চিঠি ও টেলিফোন তার সাক্ষ্য বহন করে।

কু-আনফুসিকুম

"দোজখের আগুন থেকে আগে নিজেকে বাঁচাও, পরে নিজের পরিবার পরিজনকে"। আল্লাহর এই নির্দেশের প্রতি সদা সতর্ক ছিলেন বেলাল ভাই। নিজেকে আল্লাহর পথে নিবেদিত করেই তিনি ক্ষ্যান্ত ছিলেন না। নিজের পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও নিকটাত্মীয়দেরকে এ পথে আনতে তিনি একদিকে ছিলেন ব্যাকুল। অন্যদিকে কঠোর ও আপোষহীন। শরীয়তের বিধি বিধান মানার কঠোরতায় তার কোন আত্মীয় মাঝে মাঝে বলতেন, " বেলাল খুব কড়া ইসলাম করে"। এই অসাধারণ যোগ্যতার বলে তার প্রায় সব নিকটাত্মীয় ইসলামী আন্দোলনের সাথেই আছেন। সকলকে তিনি নিজের মত গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। তাই অনেকেই বলতেন আজও বলেন, "খুলনাতে আদর্শ পরিবার খুঁজতে গেলে বেলাল ভাইয়ের পরিবারকেই দেখতে হয়"।

ওয়াবিল-ওয়ালিদাইনি ইহসানা

পিতা-মাতার প্রতি এহসান কর। আল্লাহ পাকের সরাসরি নির্দেশ। এ আদেশ পালনে বেলাল ভাই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও যত্নবান ছিলেন। আব্বা-আম্মার শারীরিক সুস্থ্যতা; চিকিৎসা, ঔষধপত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ , খানা-পিনা ইত্যাদি ব্যাপারে সার্বক্ষনিক দেখাশুনা করতেন। সকল বিষয়ে আব্বা-আম্মার পরামর্শ মতামত নিতেন। তাদের সুখ ও স্বস্তি ছিল বেলাল ভাইয়ের শান্তি। আব্বা-আম্মাও প্রথম সন্তান বেলালের জন্য সদা ব্যাকুল থাকতেন। জীবনের বড় ইচ্ছা হিসেবে খানিকটা আর্থিক টানাপোড়েনের মধ্যেও ধার দেনা করে ২০০৫ সালে আব্বা-আম্মাকে হজ্বে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। ঢাকা এয়ারপোর্টে হজ্ব ফ্লাইটে বিদায় দেবার সময় আব্বা-আম্মার সাথে শেষ সাক্ষাৎ ও দোয়া নেবার সৌভাগ্য হয় শেখ বেলাল ভাইয়ের। আমারও ঐ সময় হাজির থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। হজ্ব শেষে যেদিন আব্বা-আম্মা ঢাকা নামলেন সেদিন বেলাল ভাইকে আহত অবস্থায় সিএমএইচে নেওয়া হল। তখনও পিতা-মাতাকে এখবর দেয়া হয়নি। তারা সহ্য করতে পারবেন না এই ভয়ে। অবশেষে শহীদ বেলালের আলোক উজ্জ্বল জান্নাতি চেহারা দেখলেন হজ্ব থেকে ফেরা পিতা-মাতা। সে দৃশ্য, সে আকুতি, পিতা-মাতার সেই হৃদয়ভেদী আহাজারী পৃথিবীর আর কেউ অনুভব করতে পারবে না।

জীবন্ত বেলাল যেমন পিতা-মাতার প্রতি এহসান করতেন তেমনি মহব্বতের আব্বা-আম্মাকে শহীদের গর্বিত পিতা-মাতার মর্যাদায় অভিসিক্ত করে তাদের প্রতি শ্রেষ্ঠ এহসান করে গেছেন।

আত্তায়্যিবুনা-আল-হামিদুন

বেলাল ভাইকে ব্যক্তিগতভাবে কোন ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিলে অথবা কোন বৈঠকী মুহাছাবার প্রাক্কালে বেলাল ভাইকে দেখা যেত বিনয়ের সাথে নিজের ভূলের স্বীকৃতি দিতে, ইস্তেগফার এবং কান্নাকাটি করতে। ভূলের অকপট স্বীকৃতি মুমিনের অনন্য গুন। এসব গুন বেলাল ভাইয়ের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে তার সাথীদের কাছে আরও আকর্ষনীয় করে তুলতো। কোনদিন দেখা যায়নি যে, ভূল ধরিয়ে দিলে তা অগ্রাহ্য করার জন্য যুক্তি দিয়েছেন। বরং স্বীকৃতি, তওবা ও দোয়া কামনার অভ্যাস বেলাল ভাইকে একজন ভালবাসার মানুষে পরিনত করেছিল। সকল সাফল্য ও কৃতিত্বে আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া ছিল তার অভ্যাস। নিরংহকার বেলাল ভাইয়ের "আলহামদুলিল্লাহ" উচ্চারণে দারুণ আবেগ ও প্রাণভরা তৃপ্তি প্রকাশিত হতো।

ইরজি'ই ইলা রাব্বিক ঃ

"হে প্রশান্ত আত্মা ! চল তোমার রবের দিকে, এমন অবস্থায় যে, তুমি নিজের শুভ পরিনতিতে সন্তুষ্ট এবং তোমার রবের প্রিয়পাত্র। শামিল হয়ে যাও আমার নেক বান্দাদের মধ্যে এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে"।

সুরা আল-ফজর (২৭-৩০)

আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয় শহীদ বেলাল। অনন্য সাধারণ তার বিদায়ের ঘটনা গুলো। আল্লাহর রাহে নিবেদিত, মা'বুদের সকল ফয়সালায় সন্তুষ্ট যে হৃদয়, যে আত্মা, সে আত্মা প্রশান্ত থাকে। তার স্থির চিত্ত কেবল রহমানুর রহিমের করুনায় সিক্ত থাকে। আল্লাহপাক তার উপর সন্তুষ্ট সেও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। সে আমাদের প্রিয়

www.pathagar.com

প্রিয় বেলাল ভাই।

সারা শরীরে দাউ দাউ করা আগুনের তীব্র দহনে দগ্নিভুত শহীদ বেলালের কফিনের পাশে দাড়িয়ে তার চেহারায় আল্লাহর নুরের আলোকজ্জল জ্যোতি যারা দেখেছেন, তারাই অনুভব করেছেন প্রশান্ত আত্মার প্রতিচ্ছবি। ৬ ফেব্রুয়ারী সকালে ঢাকাস্থ সিএমএইচে নিতে খুলনা মেডিকেল থেকে যখন হেলিকপ্টারে তোলার জন্য নেওয়া হচ্ছিল তখন আমি আহত বেলাল ভাইয়ের পাশে গিয়ে সান্তনা দিয়ে বলেছিলাম, "ভাইজান আপনাকে সিএমএইচে নেওয়া হচ্ছে আপনি ইনশাআল্লাহ ভালো হয়ে যাবেন"। বেলাল ভাই দৃঢ়তা ভরা কণ্ঠে বলেছিলেন, "ফয়সালা তো আসমানেই হবে"।

সাধারনভাবে কথাটি বিস্ময়কর ও দারুনভাবে বিশ্লেষন যোগ্য এজন্য যে, সারা দেহে যার আগুনের দাহ, বোমায় বিচ্ছিন্ন হাত ও আগুনে ঝলসানো চোখের অসহ্য যন্ত্রনায় মৃত্যুর মুখোমুখি, সেই মানুষের মুখে বাঁচবার জন্য নেই অস্থিরতা, নেই কোন আকুতি। একবারও কাউকে বলেননি, "আমার চিকিৎসার কি হচ্ছে ? ভালো চিকিৎসা করেন। আমাকে বাঁচান।"বরং তিনি বলেছেন, "আমি কি শহীদ হতে পারবো না ? স্ত্রীকে ডেকে বলছেন, "তুমি মুজাহিদের স্ত্রী হবে "। এইতো সে প্রশান্ত আত্মা। এই তো মুমিনের তৃপ্তি ভরা কথা। আল্লাহ ও বান্দা উভয়ে রাজী থাকলে বান্দার আত্মা এমন প্রশান্ত থাকে। নিশ্চিত ও স্থির হৃদয়ে যে কেবল আল্লাহ ও জান্নাতের অপেক্ষা করে। তার মাঝেই কেবল এমন প্রশান্তি বিরাজ করে। এমন বান্দার উদ্দেশ্যেই আল্লাহর ঘোষনা- "ফাদখুলি ফি ইবাদি ওয়াদ খুলি জান্নাতি"- অর্থাৎ শামিল হয়ে যাও আমার নেক বান্দাদের মধ্যে এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে ।"

বিকট শব্দে বিস্ফোরিত বোমায় হু হু করা আগুনে পুড়তে পুড়তে উচ্চ কণ্ঠে কলেমা তৈয়্যেবার উচ্চারণ। জুম্মার দিনে শাহাদাত। বায়তুল মোকাররমে অধ্যাপক গোলাম আযমের ইমামতিতে প্রথম জানাজা। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ইমামতিতে খুলনার সার্কিট হাউজে দ্বিতীয় জানাজা। বেলাল ভাইয়ের বাড়ীর সামনে ছবেদা তলায় শহীদের কফিনের পাশে দাড়িয়ে শহীদের চেহারা দেখে আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর চোখের পানি ছেড়ে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে মোনাজাত "হে আল্লাহ আমি স্বাক্ষী দিচ্ছি, তোমার এ বান্দা ইসলামী আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ। শাহাদাতের প্রথম শর্ত ঈমান, দ্বিতীয় ইখলাছ, তৃতীয় আল্লাহর পথে জানমালের কুরবাণীর শর্ত তিনি পূরণ করেছেন, তাকে তুমি শহীদ হিসেবে কবুল কর। তার কবরকে জান্নাতের নুর দিয়ে ভরে দাও।" শহীদের পিতার চোখে সন্তানের শাহাদাতের সন্তুষ্টি উজ্জ্বলতা। এসবই আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয় আলামত। শহীদ বেলালের এ মধুময় পরপারের যাত্রা দেখে মল্লিক ভাইয়ের গানের ভাষায় বলতে ইচ্ছা হয়---

"আল্লাহকে যারা বেসেছে ভালো
দুঃখ কি আর তাদের থাকতে পারে...
জীবনের সব পিছু টান তাই
হেরে যায় বারে বারে....."।

আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয় শহীদ বেলালকে হারাবার শুন্যতায় কষ্ট বোধ করি। তবুও জেগে উঠি কুরআনের আলোয় আলোকিত মানুষ শহীদ বেলালের জীবনব্যাপী প্রেরণায়। মৃত্যুভয়হীন চেতনায় শানিত, দুরন্ত, অদম্য ও অপ্রতিরোধ্য যাত্রায় আরও শক্তি সঞ্চয় করি । আল্লাহ রহমানুর রহীম শহীদ বেলালকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমীন

বেলাল ভাইকে যেমন দেখেছি

ডাঃ মোহাম্মদ ওমর ফারুক

বেলাল ভাই এর সাথে প্রথম পরিচয় ১৯৮১ সালে শিবিরের সদস্য সম্মেলনে। সম্মেলনটি হয়েছিল ঢাকা জেলা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে। সম্মেলনের কর্মসূচীর মাঝখানে ঘোষণা দেয়া হলো এবারে সংগীত পরিবেশন করা হবে। করবেন খুলনা মহানগরী সদস্য শেখ বেলাল উদ্দীন। সদস্যদের মাঝ থেকে উঠে এলেন এক তাগড়া যুবক, গায়ের রং খানিকটা কালো। মঞ্চে এসে তিনি শুর করলেন- "ঝড় যদি উঠে মাঝ দরিয়ায়, ভয় করিনা তাতে নবী মোর, আছেন তরীতে কান্ডারী হয়ে, রক্তে মশাল জ্বেলে।" অত্যন্ত দরাজ কণ্ঠ আর আবেগ ভরা প্রকাশ ভঙ্গী। গানটিতে প্রথমযুগের বেশ কিছু শহীদের নামের পাশাপাশি নিকট অতীতের কিছু শহীদের নাম উল্লেখ ছিল। নিস্তব্ধ শ্রোতাদের অনেকের চোখের কোণে পানি এসে গেল। বেলাল ভাই গেয়ে চললেন সমস্ত হৃদয় মনকে উজাড় করে। সেকি সুললিত কণ্ঠ! এ যেন ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন, নবী করিম (সাঃ) এর স্নেহধন্য আরেক বেলাল। ইতিহাসে পড়েছি, নবী (সাঃ) এর ওফাতের পর বেলাল আজান দেয়া বন্ধ করে দেন। তাঁকে অনেক অনুরোধ করে আরেকবার আজান দিতে রাজী করানো হয়। বেলাল আজান শুরু করলেন। স্তব্দ মদীনাবাসী। অনেকদিন পর বেলালের কণ্ঠে আল্লাহু আকবার ধ্বনি। কিন্তু না, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ বলতে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন বেলাল। আজান আর শেষ করা হলো না। নবী প্রেমিক সেই প্রথম বেলালের মত খুলনার বেলাল গেয়ে গেল, শাহাদাতের ব্যাপারে তারও কোন ভয় নেই, কারণ "নবী মোর আছেন তরীতে কান্ডারী হয়ে, রক্তে মশাল জ্বেলে।" শ্রোতাদের সুর সাগরে ভাসিয়ে বেলাল ভাই মঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন। আমি মূহুর্তেই বেলাল ভাই এবং তার গানের

www.pathagar.com

ভক্ত হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম, সম্মেলনের এক ফাঁকে বেলাল ভাইয়ের সাথে পরিচিত হব এবং আমার তৎকালীন কর্মস্থল ময়মনসিংহে আসার দাওয়াত দিব তাকে।

সম্মেলন আবার তার কর্মসূচীতে ফিরে গেল। আমরা ফিরে গেলাম অন্য এজেন্ডায়, ভুলে গেলাম গানের কথা। সম্মেলনের শেষ দিকে আরেক ফাঁকে আবার ডাক পড়ল বেলাল ভাইয়ের। পিনপতন নীরবতার মাঝে এবার বেলাল ভাই গাইলেন- "যদি সাগরের জলকে কালি করি, আর গাছের পাতাকে করি খাতা, আর একে একে লিখে যাই মহিমা তোমার, তবু রইবে না একটিও পাতা। যেমন দিয়েছো আলো, তেমনি বাতাস, অন্তরে দিলে জ্ঞান, আকাশ আকাশ।"

বেলাল ভাইয়ের কণ্ঠে গানটি শুনে আমি সত্যিই অভিভূত হলাম। পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতের উপর ভিত্তি করে গানটি লেখা। যেমন তার শব্দ গাথুনী তেমনি তার সুর। বেলাল ভাই গানটি গাইলেন একেবারে ওস্তাদের মত। জড়তা মুক্ত সু-উচ্চ কণ্ঠে, বিভিন্ন তাল-লয়ে গাওয়া গানটি মনে হচ্ছিল যেন তিনি একটির পর একটি ভাঁজ খুলে ধীরে ধীরে গানটি মেলে ধরছেন শ্রোতাদের সামনে। আমি ভাবলাম গানটি হয় নজরুলের অথবা ফররুখের। আর ভাবলাম বেলাল ভাই নিশ্চয়ই পেশাদার শিল্পী এবং এটা অবশ্যই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গলা, তা না হলে গলার এত কারুকাজ সম্ভব নয়। পরে অবশ্য আমার বিস্ময়ের আর অবধি রইল না, যখন জানলাম সঙ্গীতে বেলাল ভাইয়ের কোন প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেই এবং গানটি লিখেছেন খুলনার এক তরুন গীতিকার। অতপরঃ বেলাল ভাই নজরুলের জনপ্রিয় গান- "ঝিনুকের বুকে লুকিয়ে থাকে যেমন মতি ----------" --------- শুনালেন।

সম্মেলন তার স্বাভাবিক গতিতে শেষ হল, কিন্তু বেলাল ভাইয়ের সাথে আমার আর পরিচয় আলাপচারিতার কোন সুযোগ ঘটলনা। যাইহোক, সম্মেলন শেষ করে উঠলাম গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহাম্মাদ মুহসীন হলে, আব্দুল মোমেন নাসিম ভাইয়ের রুমে। উদ্দেশ্য ঢাকায় আরো কিছু কাজ রয়েছে শেষ করে ফেরা। পরদিন সকালে পাশের রুমে হাফেজ সুলতান ভাইয়ের কাছে খুলনার সিরাজ ভাই আর বেলাল ভাই এলেন। সিরাজ ভাইয়ের সাথে আমার আগে থেকেই ভাল জানাশুনা ছিল। তিনি সহাস্যে করমর্দন করলেন আমার সঙ্গে। সেই সাথে উচ্ছসিতভাবে আমার পরিচয় দিলেন বেলাল ভাইকে। আমার কাছে বেলাল ভাইয়ের পরিচয় দিতে উদ্যত হতেই আমি বাধা দিয়ে বললাম, আমি উনাকে চিনি। সাথে সাথে এও বলতে ভুললাম না যে, বেলাল ভাইয়ের গান শুনে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি। জবাবে বেলাল ভাই শুধু মিষ্টি হাসলেন।

এই আমাদের প্রথম পরিচয়। এরপর বেশ খানিকক্ষণ আমরা আড্ডায় মেতে রইলাম, একে অপরকে জানলাম এবং নিজেদের এলাকার শিবিরের কাজের ব্যাপারে অনেক তথ্যের আদান প্রদান করলাম। মূহুর্তের মধ্যেই আমরা খুব ভাল বন্ধুতে পরিণত হলাম। এর পর বেলাল ভাইয়ের সাথে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে বা সম্মেলনে প্রায় নিয়মিতই দেখা হত। দেখা হলেই বেলাল ভাই হাসি মুখে স্বভাবসুলভ উচ্চ কণ্ঠে ডাকতেন, কি খবর ডাক্তার? কেমন আছেন? (যদিও তখন আমি ছাত্র) তার পর যথারীতি কোলাকুলি। এক নিঃশ্বাসে আমার ব্যক্তিগত খবরের পাশাপাশি সংগঠনের খবরাখবর জেনে নিতেন। সাথে সাথে থাকত বেলাল ভাইয়ের কিছু টিপস। প্রাক্তন বি.এল. কলেজের কিছু ছাত্র বা খুলনার বাসিন্দা বেশ কিছু ছাত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বা ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে পড়ত। তিনি কখনই তাদের খোঁজ নিতে ভুলতেন না। এদের অনেকেই শিবিরের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না, তবে তারা সাধারণ ভাবে ছিল বেলাল ভক্ত।

১৯৮৫ সালে আমি শিবিরের কার্যকরী পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হই। সে বছরই আমি জীবনের প্রথম খুলনা যাই একটা শিক্ষা শিবিরে। বেলাল ভাই সম্ভবত তখন মহানগরী সভাপতি। নাইট কোচে এসে নামলাম খুব সকালে। অনুষ্ঠান স্থলে একপাশে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। হঠাৎ শুনি 'ঝড় যদি উঠে মাঝ দরিয়ার' বেলাল ভাইয়ের কণ্ঠ-আরে ডাক্তার! এক ঝটকায় বিছানা থেকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কুশলাদি বিনিময়ের পর এক নিঃশ্বাসে শুনিয়ে দিলেন আমার কর্মসূচীর কথা। সাথে সাথে জানিয়ে দিলেন, আজ দুপুরে আমার বাড়ীতে আপনার দাওয়াত। বাড়ীতে আমড়ার টক সহ ডিমের কোরমার ব্যবস্থা করতে বলেছি। আপনি প্রথম এসেছেন খুলনায় এখানকার একটা স্পেশাল আইটেম না খাওয়ালে ভুলে যাবেন খুলনার কথা। আমাকে কোন প্রতিবাদের সুযোগ না দিয়েই বললেন, যতটা সম্ভব শহর ঘুরিয়ে আমিই আপনাকে দেখাব। আনন্দের সাথে দুটো অফারই গ্রহন করলাম। বেলাল ভাইয়ের বাড়ী গিয়ে মনে হল যেন ঘনিষ্ঠ কোন নিকটাত্মীয়ের বাড়ী অনেকদিন পর এসেছি। যেন এখানকার সব কিছুই আমার পরিচিত এবং সব কিছুই আমার নিজের। বেলাল ভাইয়ের ছোট ভাইগুলো খাবার পরিবেশন করল। এক ফাঁকে দেখা করে গেলেন চাচাজান, খোঁজ খবর নিলেন আমার। আমি অনুভব করলাম, ইসলামের শিক্ষা এই পরিবারে কত গভীর। আমি সত্যিই সেইদিন থেকে কেবল বেলাল ভাইয়ের বন্ধু নই, বেলাল পরিবারের একজন ঘনিষ্ঠ নিকটাত্মীয়।

বেলাল ভাইয়ের সাথে আরো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ এসে গেল ১৯৮৬ সালে। দায়িত্বের পরিবর্তন হয়ে আমি চলে এলাম ঢাকায় কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক হিসেবে। বেলাল ভাই তখন কাজ করতেন কেন্দ্রীয় অফিস বিভাগে। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় বায়তুল মালের দায়িত্ব পান তিনি। সেই তারুন্য আর উচ্ছ্বাসের সময় গুলো সব সময়ই আলোড়িত করে আমাকে। তখন শিবিরের জন্য সময়টা ছিল খুবই ঝঞ্জা বিক্ষুব্ধ ও সংগ্রাম মুখর। বেলাল ভাইয়ের সাথে একত্রে আমরা একই মেসে বসবাস করতাম ৮৬ থেকে ৯০ পর্যন্ত। তখন দেখেছি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে গিয়ে পড়া বেলাল ভাইয়ের মজ্জাগত অভ্যাস ছিল। ফজরের নামাজের পর খুব কমদিনই ঘুমাতে দেখেছি তাকে। সদা কর্মতৎপর, ক্লান্তিহীন হাসি-খুশি বেলাল ভাই। কোন অবস্থায় তাকে নার্ভাস হতে বা ভেঙ্গে পড়তে দেখিনি। বরং সর্বাবস্থায় হাসি-খুশি থাকাটাই ছিল তার বৈশিষ্ট্য। তার সেই প্রাণখোলা হাসির খিল খিল ধ্বনি অজান্তে কানের কাছে বাজে আজো। বেশ কিছু সময় আমরা রুমমেট ছিলাম

www.pathagar.com

এক মেসে।রুমে দুটো বিছানার উত্তমটি তিনি আমার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন, যদিও বয়সে তিনি আমার থেকে ছিলেন খানিকটা বড়। বাইরে থেকে কোন মেহমানের আগমন ঘটলে বিনা বাক্য ব্যয়ে তিনি তার বিছানা ছেড়ে মাটিতে শুয়ে যেতেন। খাওয়া-দাওয়া এবং শোবার ব্যাপারে তার কোন অভিযোগ শুনিনি আমি। মুখে এক কথা আর মনে অন্য কথা, এমন কখনো দেখিনি বেলাল ভাইয়ের ক্ষেত্রে। বরং যে কোন বিষয় যে কোন ব্যক্তিকে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে বলতে পারতেন তিনি, চাই সেটা অপ্রিয় হোক। এসব বিষয় খুবই ভালো লাগত আমার। এমনকি অপ্রিয় সত্যটি আমাকে বললেও আনন্দ পেতাম। এর কারণ, বেলাল ভাইকে বুঝতে আমি কখনো ভুল করতাম না। তাছাড়া, তাকেও আমি কখনো কোন সমালোচনা করলে তিনি খুব সহজে গ্রহন করতেন। সেই সময়টিতে আমাদের কাজের ভীষণ চাপ থাকত। মাঝে মাঝে বেলাল ভাইয়ের নির্দোষ রসিকতা খুব আনন্দ দিত আমাদের। সঙ্গে সঙ্গে সেই খিল খিল ধ্বনি। কখনোবা আমরা একটি ছোট্ট টিপ্পনী কাটতাম বেলাল ভাইকে। উদ্দেশ্য তার জবাবটা শোনা। তিনি খুব সরল একটা জবাব ফিরিয়ে দিতেন আমাদের। আমি খুব এনজয় করতাম বিষয়টা। একদিন বেলাল ভাই খুলনা মহানগরীর ব্যাপারে কি যেন বলতে উদ্যত হলেন। আমি থামিয়ে দিয়ে বললাম, খুলনা কি করে মহানগরী হয়, এটাতো মহাগ্রাম। জবাবে বেলাল ভাই বললেন, দাঁড়ান এই গ্রামেই আপনাকে আমি বার বার যেতে বাধ্য করব। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে আমি চেপে গেলাম, অন্যেরা হো হো করে হেসে উঠল। এখানে এসে আমার একটা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ না বললেই নয়।

এঘটনাটি আমি ভুলে গিয়েছিলাম, তিনিও আর তুলেননি কখনো। পরবর্তী বিষয়টি হয়তো কাকতালীয়, হয়তোবা নয়। তার অনেকদিন পর আমি যখন ইন্টার্নী শেষ করে ঢাকায় ফিরে এলাম, আবার বেলাল ভাইয়ের সাথে দেখা। তিনি অনেকটা শাসনের সুরে বললেন, ডাক্তার, যেখানে সেখানে বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হয়ে যাবেন না কিন্তু। আপনার বিয়ে আমি দিব, আপনার জন্য খুব ভাল মেয়ে দরকার। একদম বড় ভাইয়ের মত ঘোষণা। আমি অনুভব করলাম তিনি আমাকে কতটা ভালবাসেন এবং আমাকে নিয়ে কতটা ভাবেন। আমি এও জানতাম, আমার সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অনেক উঁচু, আমি যতটা নই। আমার তুলনায় তাঁর নৈতিক ও আদর্শিক মান ছিল অনেক উঁচুতে। হয়ত তিনি তাঁর মত করেই অন্যদেরকেও ভাবতেন। বিয়ের ব্যাপারে পারিবারিক ও মানসিক ভাবে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না আমি। এদিকে বেলাল ভাই ভীষণ সিরিয়াস। আমার নিজের ভবিষ্যত নিয়ে তিনি এতটাই যত্নশীল যে, অগত্যা বেলাল ভাইয়ের কাছে সারেন্ডার করা ছাড়া আমার আর কোন গত্যন্তর ছিলনা। অবশেষে বেলাল ভাই সফল হলেন। অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে সম্বন্ধ স্থির করলেন তার পাশের মহল্লায়, খুলনা মহানগরীতে। বিয়ের বরযাত্রীদের সহ সারা রাত ভ্রমন করে ঢাকা থেকে সরাসরি বেলাল ভাইয়ের বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। সেখানে নাশতা সহ বিশ্রামের ব্যবস্থা হল। বেলাল ভাই মহাব্যস্ত, এমনকি তার পরিবারকেও ব্যস্ত রেখেছেন আমাদের সেবায়। বেলাল ভাইয়ের বাড়ীটি যেন আমার নিজেরই বাড়ী-সেকেন্ড হোম, এখান থেকেই আমার বরযাত্রা। বাড়ীটির সাথে আজও আমার সম্পর্ক পূর্বের মতই। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে আমি একজন সুখী মানুষ। আল্লাহ আমাকে সুন্দর একটি পরিবার দিয়েছেন। আমার এবং আমাদের হৃদয় উজাড় করা দোয়া শহীদ বেলালের জন্য। তাঁর শাহাদাতের পর খুব কম দিন আছে যে দিন আমরা তাঁর কথা স্মরণ করিনা। 'বেলাল ভাই' কথাটি বলার সাথে সাথেই আমার স্ত্রীর চোখ ভিজে যায়। বেলাল ভাইয়ের শাহাদাতে আমরা আমাদের আপন বড় ভাইকে হারিয়েছি। আল্লাহ তাঁর শাহাদাত কবুল করুন, তাঁর মাতা-পিতা, স্ত্রী ও ভাইবোনদের দুনিয়া-আখেরাতে পুরস্কৃত করুন।

একটি কথা বলে শেষ করতে চাই। বেলাল ভাইয়ের প্রথম শাহাদাত বার্ষিকীতে আমি ইচ্ছে করেই কান্নাকে ভুলে থাকতে চেয়েছি। বরং এই শোককে আবেগমুক্ত একটি শক্তিতে পরিণত করতে চাই। বেলাল ভাইয়ের আত্মার জন্য যেন দীর্ঘদিন দোয়া জারী থাকে সে জন্য কি আমরা খুলনায় একটি "শহীদ বেলাল প্রাথমিক বিদ্যালয়" জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানের কথা ভাবতে পারি? খুব উচ্চ মানের একটি স্কুলের পরিকল্পনা নেয়া যায় কি? যাতে ৫০ বছর পরেও কোন তরুন সগৌরবে ঘোষণা করতে পারে যে, আমি শহীদ বেলাল স্কুলের ছাত্র।

বেলাল আমার বন্ধু

——— এ,এস,এম সাইফুল্লাহ

সবে স্কুল ফাইনাল পাশ করেছি। তারুন্যের কাছে সব কিছু উজ্জ্বল, উচ্ছল। ভাঙ্গাপুকুর ঘাট, মরা নদী, খেলার মাঠ, ঝরা পাতা, কলেজের আঙ্গিনা সর্বত্রই বর্ণিল স্বপ্নের হাতছানী। দেশ সবে মাত্র স্বাধীন। ফলে সবার জীবনে শুধু রূপ-রস-গন্ধই ছিলনা কিছু কিছু আগুনে পোড়া কষ্ট

www.pathagar.com

ছিল। আজ মনে হচ্ছে তারুন্য এমন একটা অনুভূতি যা সব কিছু ছাপিয়ে যায়। রহস্যের ভাঁজে, বাঁকে পা ফেলে ঘুরে বেড়ায় সৃষ্টির আনন্দে। আর এই অনুভূতির তাড়না থেকেই আমি শেখ বেলাল উদ্দিনকে আবিস্কার করি। সে কত কাল আগের কথা। ১৯৭৪ সালে বেলালের সঙ্গে আমার পত্রালাপের সূচনা হয়। আরো অনেকের সঙ্গেই আমার পত্র বন্ধুত্ব ছিল তাদের নামও আজ কাল মনে পড়েনা কিন্তু গত বছর বেলালের শাহাদাৎ বরণের সাত দিন আগেও বেলালের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অটুট ছিল।

বেলালের চিঠিগুলি অনেকের ভীড়ে ছিল অনন্য সাধারণ পরিচ্ছন্ন কাগজ, সুন্দর হস্তাক্ষর, সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ ভাষা, বক্তব্য, ক্ষীক্ষ যুক্তি, সুক্ষ রসবোধ এবং সাবলিল উপস্থাপনার সরলতা।

প্রথম দিককার আমাদের চিঠিতে ছিল পরস্পরের জানা জানি, আবেগ, ভ্রমন কাহিনী নানা ঐতিহাসিক বিষয় বর্ণনা। বাড়তি হিসাবে বেলালের চিঠিতে থাকতো ইসলাম, ইসলামের নানা আকর্ষণীয় ও সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ। সপ্তাহের শেষে যখন বিষয় বৈচিত্রে ভরা পত্র পেতাম বড় ভাল লাগতো। বার বার পড়তাম। এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাল লাগা থেকে আমরা পরস্পর সাক্ষাৎ-এর জন্য ব্যকুল হয়ে উঠলাম। সে সময় গাজীপুর থেকে খুলনা অনেক দূর। শুধু দূরত্ব নয় আর্থিক একটা বিষয় আমার সামনে বাঁধা হয়েছিল। সব বাঁধা তুচ্ছ করে এক হেমন্তে অজানা অচেনা এক শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। রায়েরমহল তখন গ্রাম। সবটাই পায়ে চলা পথ, বিদ্যুৎ নেই, ছিমছাম শান্ত চারিদিক। বয়রা থেকে হাটতে হাটতে রায়েরমহলের কাছাকাছি পৌঁছে যে কিশোরকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি শেখ বেলালকে চেনেন? তার বাড়ীর নাম আল্লাহর দান মঞ্জিল। তরুন হাসলো জানতে চাইলো কোত্থেকে এসছি। তারপর বললো আসুন আমার সঙ্গে। হাটতে হাটতে আমরা নানা কথা বললাম। অবশেষে যখন আল্লাহর দান মঞ্জিলে পৌঁছলাম তখন বুঝতে বাকী রইলো না এই তরুনই হচ্ছে বেলাল।

সেবার বেশ কিছু দিন খুলনায় ছিলাম। চষে বেড়িয়েছি খুলনা শহর। রায়েরমহল বিলে লাফিয়ে পড়েছি, প্রত্যেকটা বাড়ীতে আড্ডা দিয়েছি, গেছি দৌলতপুরে তার মামার বাড়ী। সমগ্র রায়েরমহল আমরা হাসি আনন্দে মাতিয়ে তুলেছিলাম। তার বন্ধু হায়দার গলা ছেড়ে গান গেয়ে ছিল "আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ অথবা হৃদঢ আমার চায় যে দিতে কেবল নিতে নয়"। আমার কখনো মনে হয়নি সেই শহরে আমি প্রথম এসেছি। এতো আনন্দ আমার জীবনে আর হয়নি।

গাজীপুর ফিরে আমাদের শুরু হয় নতুন ধরণের আলাপচারীতা। তার প্রধান মিশন হয়ে উঠে ইসলামের দাওয়াত। ইসলামের সেবায় জীবন নিবেদনের নানা ভাবনা। ছাত্রশিবিরে আনুষ্ঠানিক ভাবে তার সংযুক্তি ঘটে। মন, মনন এবং যাত্রা পথ এক হলেও জীবনের নানা টানা পোড়েনে আমার জীবনে আনুষ্ঠানিকতার কোন সুযোগ থাকে না। তবু আমরা কখনো বিচ্ছিন্ন হয়নি। যখনই সুযোগ পেয়েছি বছরে একবার হলেও আমি তার রায়েরমহলের বাড়ীতে গেছি, বাড়ীর সামনে সবেদা, কামিনি ছোট থেকে আজ অনেক বড়। বেলাল ও এসছে আমাদের গাজীপুরে। ভাওয়াল, রাজবাড়ী, পরিত্যক্ত পুকুর ঘাট, লাল মাটির উঁচু নিচু টিলা, শাপলা ফুটা বিল, গজারী বন, আমরা কোথায় ঘুরে বেড়াইনি? আমাদের জীবনে অবাক একটা বিষয় ছিল আমরা যে যতই ব্যস্ত থাকতামনা কেন যখনই একত্র হতাম গাজীপুর, ঢাকা বা খুলনায় আমরা সবার থেকে আলাদা হয়ে পড়তাম।

যৌবনে আমি যোগদান করলাম সরকারী চাকুরীতে বেলাল লেগে রইল রাজনীতি আর সাংবাদিকতায়। একসময় খুলনায় আমার পোষ্টিং হলো। বেলাল তখন খুব ব্যস্ত। এ সময় ফলিত বিজ্ঞানের উপর বিষয় ভিত্তিক বই-এর একটা পান্ডুলিপি তৈরী করলাম। বেলাল নিজে কম্পোজ করার ব্যবস্থা করলো, স্বয়ং প্রুফ দেখলো এবং বইটির প্রকাশক হিসাবে বেলাল আত্মপ্রকাশ করলো।

আমি এবং বেলাল মূলতঃ দুই দিগন্তের লোক। তবে আমরা যেখানেই গেছি আমাদের উপস্তিতিতে সকল পক্ষ নিস্প্রভ হয়ে গেছে। এ সবের ব্যাখ্যা দেয়ার অবকাশ আজ আর নেই। শুধু এটুকুই বলতে পারি বেলালের মতো সাহসী এবং বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ সচরাচর হয়না। বেলালের সঙ্গে আমার সর্বশেষ সাক্ষাৎ হয় ১৯৯৫ সালের প্রথম দিকে গাজীপুর রেল ষ্টেশনে। প্লাটফরমে নানা গন্তব্যের যাত্রী এর মধ্যে ভোরের ম্লান আলোয় বেলাল আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সত্যিকার অর্থে সেদিন মনে হয়েছিল বেলাল একজন পরিনত মানুষ। ট্রেন ছাড়লে একা দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। সামনে রেললাইন। সমান্তরাল রেল কখনো এক বিন্দুতে আসেনা কিন্তু দৃষ্টি যতদূরে যায় মনে হয় সমান্তরাল রেল যেন এক বিন্দুতে স্থীর হয়ে আছে।

শহীদ হওয়ার কিছুদিন আগে বেলাল ঢাকা আসছিল। ফেরী থেকে ফোন করে বললো আমি যেন সাক্ষাৎ করি মানিকগঞ্জে। অথবা ঢাকায় এম.পি হোষ্টেলে। কিন্তু নানা সীমাবদ্ধতায় তা হয়ে উঠেনি। সে সময় তাকে বলেছিলাম আর একটা পান্ডুলিপি তৈরী করেছি। বেলাল বলেছিল পাঠিয়ে দাও বই পেয়ে যাবে।

জীবনের অনেকটা পথ অতিক্রম করেছি। কত মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, ঘনিষ্ঠতা হয়েছে কিন্তু বেলালের মতো কেউ এমন কাছের মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি। না কর্মে, না ভালবাসায় না নির্ভরতায়। বেলাল আমার আত্মীয় নয়, প্রতিবেশী নয়, সহকর্মীও নয় এমনকি সহপাঠিও নয়। এমনকি তার পথ আমার পথও এক নয়। আমি দেশের একপ্রান্তে বেলাল অন্যপ্রান্তে তবুও আমরা কত কাছের মানুষ ছিলাম। এটা কেমন করে হয় তা বুদ্ধিতে আসেনা।

আমার ব্যক্তিগত কষ্ট দূর করতে বেলাল শত শত কিলোমিটার অতিক্রম করেছে। রমজানের সেহেরিতে ভোররাতে ডাক দিয়েছে। আমার বন্ধুদের বিয়ে বন্ধন ঘটিয়েছে।

আসলে জাগতিক চাওয়া পাওয়ার বাইরে আমার এবং বেলালের জীবন ব্যাপী একটা নিভৃত জগৎ ছিল তার খবর কেউ রাখেনা। আমরাই বলিনি, দরকারও নেই। তাই আজকে বেলালের অনুপস্থিতিতে আমি বড় একা, একলা আমার পরিত্যাক্ত পান্ডুলিপির মতোই। আমি তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

www.pathagar.com

শহীদ বেলাল ভাই ঃ অম্লান স্মৃতিগুলো

মিলন ইসলাম, সিডনী, অষ্ট্রেলিয়া

বেলাল ভাই আজ আমাদের মাঝে নেই- এ কথা ভাবতেই পারি না। মাঝে মাঝে অবিশ্বাস্য মনে হয়। বেলাল ভাইকে নিয়ে লিখতে বসে আজ অনেক কথা, অনেক স্মৃতি মনে পড়ছে। সব হয়তো গুছিয়ে লেখা সম্ভব হবে না।

আজ অনেক বছর পর কবে কিভাবে বেলাল ভাইয়ের সাথে পরিচয় হয়েছিল তার নির্দিষ্ট দিন তারিখ আমার মনে নেই। তবে আমার খুব ভাল করে মনে আছে আমি ১৯৮৪ সালে ঢাকা থেকে এস.এস.সি পাশের পর খুলনাতে আসি বি.এল কলেজে ভর্তি হবার জন্য। ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করার জন্য শিবির তখন কলেজে কাজ করছে। এ সুবাদে শিবিরের দায়িত্বশীলদের সাথে আমার পরিচয়। ভর্তির পাশাপাশি আমি তখন আমার থাকার জায়গাও খুঁজছি। খুঁজতে খুঁজতে হোটেল বোরাকে থাকার সুযোগ হয়।

একদিন হোটেল বোরাকের ছাদে বসে আমি হঠাৎ করে এক কালো ভদ্রলোক প্যান্ট-শার্ট পরা কাঁধে একটা পাটের ব্যাগ ঝুলানো, আসলেন আমরা যেখানে থাকি বোরাকের ৬ষ্ঠ তলায়। অন্যদের সাথে কথা বলার পর উনি আসলেন আমার কাছে। সালাম বিনিময়ের পর সরাসরি জানতে চাইলেন আমি বি.এল. কলেজের সাবেক ভিপি-এর ছেলে কিনা? আমি তো উনার কথা বলার ও প্রশ্ন করার ধরনে অবাকই হলাম। যার সাথে আমার আগে কখনও কোন কথা হয়নি, দেখা হয়নি, কোন প্রকার জড়তা ছাড়াই, ভূমিকা ছাড়াই আমার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে উনি আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন। বেলাল ভাই তখন শিবিরের কেন্দ্রীয় অফিসে কাজ করতেন ঢাকা থেকে খুলনায় এসেছিলেন। এরপর থেকে উনি যখনই খুলনা আসতেন আমার সাথে দেখা করতেন। ঢাকা থেকে নিয়মিত প্রায় প্রতি সপ্তাহে আমাকে একটা চিঠি লিখতেন। প্রতিটি চিঠি ছিল দাওয়াতী, ইসলামের দাওয়াত, সংগঠনের দাওয়াত। উনার মত ব্যস্ত মানুষ কেমন করে সময় বের করতেন আমি অবাক হই ভেবে। দীর্ঘ চিঠি ছিল সেসব সুন্দর হাতের লেখা। যারা বেলাল ভাইয়ের হাতের লেখার সাথে পরিচিত তাদেরকে নিশ্চয়ই বলতে হবেনা শহীদ বেলালের হাতের লেখা কত সুন্দর ছিল।

আমি তখন নিয়মিত নামাজ পড়তে শুরু করলেও শিবিরের সমর্থক এর বেশি সংগঠনে জড়াতে অনিচ্ছুক ছিলাম। নানাবিধ কারণে বিশেষ করে পড়াশুনার অজুহাতে। বেলাল ভাই নাছোড়বান্দা আজ বুঝি কেন উনি এত নাছোড় ছিলেন। উনার কাজই ছিল এটা। তাছাড়া আল্লাহ উনাকে শহীদ হিসাবে কবুল করার পূর্বে নিশ্চয়ই একটা কোটা- "দাওয়াতী কোটা" পূরণ করাতে চেয়েছিলেন উনাকে দিয়ে। উনার লেগে থাকার কারণে আমি আস্তে আস্তে সংগঠনের সাথে আরও সম্পৃক্ত হতে থাকি।

বেলাল ভাই একবার ঢাকা থেকে খুলনা এলেন একদিন বোরাকে এসে আমাকে বললেন আজ উনাদের বাড়ি রায়েরমহল নিয়ে যাবেন। আমি মনে হয় সেদিন কোন আপত্তি করিনি। উনার মটরসাইকেলে করে সেদিন প্রথম আমার রায়েরমহলের বিখ্যাত "আল্লাহর দান মঞ্জিল"-এ। বাড়িতে এসে বেলাল ভাই উনার আম্মাকে বললেন- "আম্মা মিলন এসেছে, আপনার আর একটা ছেলে"। এরপর উনার সাথে যেখানে যাই পরিচয় করিয়ে দেন আমার ছোট ভাই। আমাকে বললেন তুমি আমার অন্য ভাই বোনদের মত একজন। আমরা এখন থেকে দশ ভাই বোন। উল্লেখ্য বেলাল ভাইয়ের ৪ ভাই ও ৫ বোন মোট ৯ ভাই বোনের সংসার। আস্তে আস্তে আমি বেলাল ভাইকে অন্যদের মত "ভাইজান" বলে ডাকতে শুরু করি।

ভাইজান ডাকতে শুরু করার আগ থেকেই উনি আমার অভিভাবক হিসেবে কাজ করতেন। আমার ভাল মন্দের দায়িত্ব নিজেই কাঁধে নিয়েছিলেন। আমিও পরোক্ষভাবে বেলাল ভাইয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ি। কোন বিষয়ে উনার সাথে পরামর্শ না করে সিদ্ধান্ত নিতাম না। আর্থিক কোন সহায়তা আমার নিতে হয়নি কিন্তু বাবা প্রবাসী হবার কারণে আমার একজন স্থানীয় অভিভাবক এর বড় প্রয়োজন ছিল। যেমন ঐ বয়সের সবার প্রয়োজন হয় ভাল Guidance-এর। বেলাল ভাই আমার সে দায়িত্ব পালন করেছিলেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাসি মুখে। বেলাল ভাই যেহেতু আমাকে উনার ছোটভাই মনে করতেন। আমার উনার বাড়িতে যাওয়া আসা বাড়তে লাগলো। ধীরে ধীরে উনার অন্য আত্মীয় স্বজনদের সাথেও পরিচয় হলো। একবার উনি উনার মামার বাড়ীও আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। বেশ কয়েকবার উনি আমার গ্রামের বাড়িতেও গিয়েছিলেন। আমার আত্মীয় স্বজনদের সাথেও উনার পরিচয় হলো। রক্তের সম্পর্কহীন একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হলো যা অনেক রক্তের সম্পর্কের চেয়ে দৃঢ়, মজবুত। একসময় আমরা একই পরিবারের সদস্যের মতো হয়ে গেলাম। আজও আমি সে টান অনুভব করি।

আমি এইচ.এস.সি পাশ করলাম। আবার ঢাকায় ফিরে যাবার সময় এলো। ঢাকা থেকে দু'বছর আগে খুলনায় আসার কারণে আমার বন্ধু বান্ধবের সাথে যোগাযোগ ছিলনা বললেই চলে। বেলাল ভাইকে আমার সিদ্ধান্তের

www.pathagar.com

কথা বলতেই আমাকে কোন চিন্তা না করার কথা বলে একটা নির্দিষ্ট দিন তারিখ ঠিক করা হলো যেদিন আমি ঢাকায় যাবো। ভাইজান বললেন উনি গাবতলী বাস স্ট্যান্ডে থাকবেন আমার কোন সমস্যা হবে না, আমার থাকার জায়গাও ঠিক থাকবে।

বেলাল ভাই যেহেতু দায়িত্ব নিয়েছিলেন আমার আর কোন দুশ্চিন্তা ছিলনা। যারা বেলাল ভাইকে জানতেন ও চিনতেন তারা নিশ্চয়ই ভাল করে জানেন বেলাল ভাই যদি কোন বিষয়ে দায়িত্ব নিতেন সে বিষয়ে দুশ্চিন্তা করার কোন কারণ থাকতো না। শত সমস্যার মাঝেও বেলাল ভাই উনার কথা রাখতেন, দায়িত্ব পালন করতেন।

নির্দিষ্ট দিনে আমি ঢাকায় পৌঁছে গাবতলী বাস স্ট্যান্ডে নেমে অবাক হই বেলাল ভাইকে না দেখে। আমি ঠিক হিসেব মিলাতে পারছিলাম না। কেন বেলাল ভাই কথা রাখলেন না, কেন গাবতলী থাকলেন না? আমার একটু রাগও হলো সেদিন রাগ ঠিক বলা যাবে না একটু অভিমান হলো। ঠিক করলাম ভাইজানের সাথে দেখা হলে কথা বলবো না।

আমি জানতাম ভাইজান কলাবাগানে শিবিরের কেন্দ্রীয় মেসে থাকতেন। আমি কলাবাগান পৌঁছে উনাকে খোঁজ করতেই জানতে পারলাম সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভাইজান আগের রাতে খুলনায় রওনা হয়েছেন। আমার রাগ একটু কমলো। বেলাল ভাই বাসস্ট্যান্ডে না আসার কারণ জানার পর। ঐ বৎসর বেলাল ভাই খুলনা মহানগরীর সভাপতির দায়িত্ব পান।

কলাবাগান মেসের মাহবুব ভাই শিবিরের তৎকালীন সদস্য কেন্দ্রীয় অফিসে কাজ করতেন। নড়াইলে বাড়ী বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী (আমার সাথে এখনও যোগাযোগ আছে) উনি এসে বললেন বেলাল ভাইকে সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খুলনায় যেতে হয়েছে। আমার থাকার জায়গাসহ সবকিছুর দায়িত্ব বেলাল ভাই উনাকে দিয়ে এসেছিলেন। মাহবুব ভাই থাকার ব্যবস্থা করলেন, কাঁঠাল বাগানে ফুলকুড়ি আসরের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের পাশের বিল্ডিং-এ। ভাইজান ঐবার কার্যকরী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হলেন এবং পরিষদের প্রথম মিটিং এ এসেই আমার বিস্তারিত খোঁজ খবর নিলেন।

ওবায়েদ ভাই (শিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি), মাসুম ভাই (দৈনিক নয়াদিগন্তের প্রধান প্রতিবেদক)সহ সংগঠনের অনেকের কাছে আমার সংগঠনিক পরিচয়ের চেয়ে বড় পরিচয় ছিল আমি বেলাল ভাইয়ের ছোট ভাই। বেলাল ভাই এরপর খুলনা মহানগরী ছেড়ে আবার কেন্দ্রীয় অফিসে এলেন কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল সম্পাদকের দায়িত্ব পেলেন। ব্যস্ততা বেড়েছিল উনার আমারও বাড়লো। অনেক ব্যস্ততার মাঝে ভাইজান আমার প্রয়োজনে সময় করে আমাকে পরামর্শ দিতেন। কখনও কোন বিষয়ে পরামর্শ চাইলে উনাকে বিরক্ত হতে দেখিনি, হাসিমুখে সাহায্য করার চেষ্টা করেছেন।

আমি যাদের সাথে বা যাদের কাছাকাছি থাকতাম বিশেষ করে ওবায়েদ ভাই, মাসুম ভাই, মাহবুব ভাই তাদের উপর বেলাল ভাইয়ের ভরসা ছিল অনেক। এ কারণে ছোট খাট বিষয়ে আমার আর ভাইজানকে জ্বালাতন করতে হতো না। আমাদের দু'জনের ব্যস্ততা বাড়লেও দূরত্ব হয়নি তখন।

আমি বিয়ে করার কথা ভাবতে শুরু করলাম মাসুম ভাই দায়িত্ব নিলেন বিয়ের সবকিছু ব্যবস্থা করার সাথে ভাইজানকে বলার। বড়ভাই হিসেবে উনি উনার আশংকার কথা বললেন যেহেতু আমি তখনও ছাত্র জীবন শেষ করিনি Full time চাকুরি করি না। আমার বিয়ের দিন ঠিক হলো বরযাত্রী এলেন অনেকে বেলাল ভাইও উনার পরিবারের অনেকেই এসেছিলেন সেদিন। বিয়ের অনুষ্ঠানে বড় ভাই হিসেবে সেদিন উনি আমার পাশেই বসে খেয়েছিলেন, বরকে দেয়া বিশাল প্লেটের খাবার উনি খেয়েছিলেন আমাকেও তুলে দিয়েছিলেন। বেলাল ভাই শাহাদাত হবার খবর পাওয়ার পর এ্যালবাম খুলে বিয়ের দিন আমার পাশে বসা ঐ ছবিটা দেখে আমি ও আমার স্ত্রী কান্না থামাতে পারিনি।

বিয়ের পর আমি অনেক বৎসর ঢাকার মীরবাগে থেকেছি ভাইজান একা অথবা ভাবী সহ ঢাকায় এলেই আমাদের বাসায় থেকেছেন বহুবার ঢাকায় উনার অন্য থাকার জায়গা সত্ত্বেও এমনকি উনার সেজো বোন ও ভগ্নিপতির বাসা শান্তিনগরে থাকা সত্ত্বেও। আর কোনবার যদি উনি না থাকতেন তাহলে একবার বেড়াতে ভুলতেন না আমার বাসায়। বেলাল ভাইয়ের মধ্যে কোন জড়তা ছিল না। একজন সহজ সরল মানুষ ছিলেন কখনও খাওয়া দাওয়া বা অন্য কোন বিষয়ে কোন অভিযোগ করেননি।

আমার স্ত্রী নাহিদ ইসলাম আমাকে প্রায় ভাইজানের সম্পর্কে একটা বিষয় বলে। যারা আজ এ লেখা পড়ছেন তারা অনেকেই এটা জানেন যেমন আমিও জানি। আমাদের বিয়ের পর আমার স্ত্রীর প্রায় খুলনাতে আসা যাওয়া করতে হতো কারণ তখনও বি.এল কলেজে অনার্স পড়তো অনার্স শেষ করার আগে আমাদের বিয়ে হয়। খুলনাতে ওর প্রায়ই যাতায়াত করতে হতো। কার সাথে ওকে পাঠানো যাবে অথবা খুলনা থেকে আসতে পারবে এটা ছিল চিন্তার বিষয়। ভাইজান যদি এই আসা যাওয়ার দিনে খুলনা বা ঢাকায় যেতেন আমার স্ত্রী উনার সাথে যেতেন। যেতেন তার ভাসুরের সাথে। এই আসা যাওয়ায় বেলাল ভাই যা করতেন তা হলো লঞ্চে উঠে দিব্যি লঞ্চের খাওয়ার জায়গায় যেয়ে কোন ধরণের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই এক প্লেট ভাত ও ইলিশ মাছ খেতেন। ইলিশের মাথা থাকলে তো কথাই ছিলনা, মাছের মাথা অবশ্যই তা খাওয়া চাই। কোন বাদ বিচার ছিলনা। ছোট মানুষের মত খেতেন। ইলিশ মাছ বিশেষ করে ইলিশের মাথা ভাইজানের খুব প্রিয় ছিল। এ ধরণের আরও অনেক ঘটনা আরও আছে যা প্রমান করে বেলাল ভাই সহজ সরল প্রকৃতির ছিল যে কোন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারতেন। আগেই লিখেছি বেলাল ভাই ঢাকায় এলে আমার বাসায় আসতেন। মাঝে মধ্যে তার ব্যতিক্রমও হতো ঢাকায় এসেও আমার বাসায় যাননি অথবা আমার সাথে দেখা হয়নি তার উদাহরণও আছে। তবে ঢাকায় এলে বা "দৈনিক সংগ্রাম" এ এলে আমার খোঁজ নেননি মাসুম ভাইয়ের কাছে এটা কখনও হয়নি।

আমার ব্যস্ততা বেড়েছিল চাকুরী নিলাম Full time তার উপর পড়াশুনা ছিল বেলাল ভাইয়ের ব্যস্ততাও বাড়তে থাকে দু'জনের কর্মজীবনের ব্যস্ততার কারণে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু বেলাল ভাইয়ের শুভ

www.pathagar.com

যে কষ্ট অনুপ্রেরণা

মুহাঃ আব্দুল বাতেন

জীবনের এক কঠিন বিপদে সুপ্রিয় রাশেদুজ্জামান ভাইয়ের মাধ্যমে পরিচয় পরম প্রিয় শহীদ শেখ বেলাল ভাইয়ের সাথে। বেলাল ভাইয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই অবশেষে আল্লাহ আমাকে উদ্ধার করেন সেই অর্থনৈতিক বিপদ থেকে। যে বিপদে আমাকে ফেলেছিলেন আমার এক দ্বীনিভাই। পরোপকারী বেলাল ভাইয়ের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক পরিচয়ের পর থেকেই আমাকে আকৃষ্ট করতে শুরু করে। জামায়াতে নামাজ, সদা হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, দ্বীনের ব্যাপারে আপোষহীনতা তার মাঝে যা দেখেছি তা খুবই কমই দেখা যায়। আলোচনা বা মিটিং এর কোন পর্যায়ে যখনই সবাই কিছুটা একঘেয়েমি অনুভব করতাম তখনই বেলাল ভাই নিয়ে আসতেন প্রাণবন্ত হাসির কৌতুক। উনার সাথে প্রতিটি মুহূর্ত কাটতো প্রাণবন্তভাবে।

তার এলাকায় বেড়াতে গিয়ে দেখেছি তার নিজের এলাকার জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার কাহিনী। সমাজকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য তার সাহসী পদক্ষেপগুলো সাহাবাদের কথা স্মরণ করে দেয়। দলমত নির্বিশেষে বেলাল ছিলেন এক উদ্ধারকারীর মত সব দ্বীনি ভাইদের নিকট তিনি ছিলেন সবার বেলাল ভাই। বেলাল ভাইকে প্রত্যেক দ্বীনি ভাইয়েরা মনে করত বেলাল ভাই বুঝি আমাকেই বেশী ভালবাসে। যাদের উপর অধিকার খাটাতে পারতেন তাদের থেকে সাহায্য সংগ্রহ করে সাহায্য করতেন সাহায্য প্রার্থীকে। তার চরিত্রের বিভিন্ন দিকের উপর আরো অনেক লেখা লিখেও শেষ করা যাবে না।

সফরে দেশের বাইরে থাকা অবস্থায় তার হাসপাতালের জীবনের শেষ দিনগুলো ইন্টারনেটে দেশের পত্রিকা পড়ে জানতাম, কাঁদতাম আর দোয়া করতাম। যে দিন আল্লাহ তাকে শহীদ হিসাবে মর্যাদা দিয়ে তার নিকট নিয়ে গেলেন সেদিন কম্পিউটারের সামনে আমার কান্নার রোল দেখে আমার কচি ছেলেরা বলল আব্বু তুমি এমন করে কাঁদছ কার জন্য? আত্মীয়তার কোন বন্ধন নেই। কিন্তু মনে হয়েছিল আপন ভাইয়ের চেয়ে কাছের কাউকে হারিয়েছি। বেলাল ভাইয়ের একথা মনে হলে এখনো কান্না আটকাতে কষ্ট হয়। খোদাদ্রোহী বাতিল শক্তি হয়ত বেলাল ভাইকে দুনিয়া থেকে মুছে দিয়েছে কিন্তু মুছে দিতে পারেনী তার আদর্শ। তার সেই রেখে যাওয়া আদর্শই আমাদের প্রেরণা। আল্লাহ তার শাহাদাৎ কবুল করুন। তার পরিবারকে আল্লাহ তার দ্বীনের জন্য কবুল করুন এই দোয়া এই প্রার্থনা।

কামনা আমার জন্য কমেনি বা সরে যায়নি।

১৯৯৯ সালে আমি অস্ট্রেলিয়া চলে আসি। নতুন দেশে এসে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে যেয়ে ব্যস্ততা আরও বেড়ে যায়। আমি আর কারও সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়নি। বেলাল ভাইয়ের সাথেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে পারিনি। সেই বেলাল ভাইয়ের সাথে আমার আর যোগাযোগ করা হলো না, আর দেখা হলো না। এ বেদনা আমার বাকী জীবনে বয়ে চলতে হবে।

২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারী ৬ তারিখ সকালে আমি অফিসে যেয়ে প্রতিদিনের মত দেশের পত্রিকা বিশেষ করে দৈনিক নয়া দিগন্ত ও দৈনিক সংগ্রাম পড়তে যেয়ে থমকে যাই। বেলাল ভাইয়ের উপর আক্রমন করা হয়েছে হাত মুখ ঝলসে গেছে। কান্না থামাতে পারিনি না আমি, না আমার স্ত্রী। আমাকে E-mail করেও খবরটা জানিয়েছিলেন মাসুম ভাই (দৈনিক নয়া দিগন্তের প্রধান প্রতিবেদক) ও শাহেদ ভাই (আমেরিকায় থাকেন)।

প্রতিদিন ফোন করেছি মাসুম ভাইকে বেলাল ভাইয়ের অবস্থার খোঁজ খবর নেয়ার জন্য। দোয়া করেছিলাম বেলাল ভাই যেন সস্থ হয়ে উনার পরিবারের মাঝে ফিরে যেতে পারেন। আল্লাহর ফয়সালার উপর আমাদের কারো কোন হাত নেই। আমার মত আরও হাজার মানুষের দোয়ার পরও বেলাল ভাই ফিরে আসেননি জীবিত অবস্থায় উনার পরিবারের মাঝে ফিরে এসেছিলেন শহীদ হয়ে। মেলবোর্ন বসে অনুতপ্ত হয়েছিলাম বেলাল ভাই বা তার পরিবারের সাথে দীর্ঘ দিন যোগাযোগ না রাখার কারণে।

দেশে এসেছিলাম সম্প্রতি কয়েকদিনের জন্য। ছুটে গেলাম রায়েরমহল "আল্লাহর দান মঞ্জিলে" যে মঞ্জিলে একদিন বেলাল ভাইয়ের সাথে এসেছিলাম বেলাল ভাই ও তার পরিবার আমাকে তাদের পরিবারের একজন করে নিয়েছিলেন এ ক'বৎসরে আল্লাহর দান মঞ্জিলে বেশ পরিবর্তন হয়েছে সব কিছু হয়েছে বেলাল ভাইয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী সেই আল্লাহর দান মঞ্জিল আজ বেলাল ভাই শুন্য। ছুটে গেলাম বেলাল ভাইয়ের কবর স্থানে বুক ফেটে আসছিল কান্না থামাতে পারিনি, দেখা হলো না এ মানুষটার সাথে যাঁর অনেক অবদান আমার আজকে ইসলামের পথে চলার, যে একদিন আমার শুভ কামনায় পেরেশান থাকতেন আর ফিরে আসবেন না, আর দেখা হবে না।

আমাদের সবাইকে চলে যেতে হবে এ দুনিয়া থেকে। বেলাল ভাইয়ের চলে যাওয়া মর্যাদার, সম্মানের, শহীদ হতে চাইলে তো সবাই হতে পারে না। আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ বেলাল ভাইয়ের শোক সন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য্য ধরার তৌফিক দান করুন ও বেলাল ভাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন।

আমিন।

www.pathagar.com

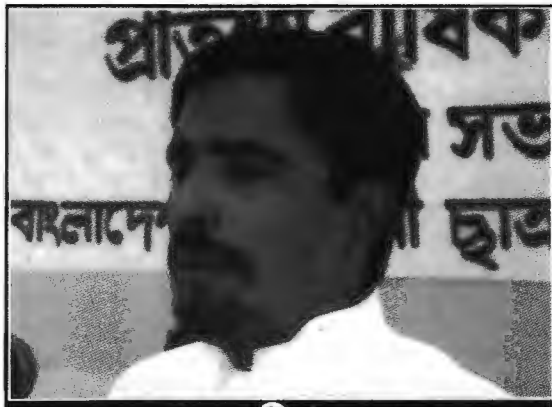

প্রত্যয়দীপ্ত শেখ বেলাল

প্রফেসর শেখ মুহাম্মদ আশরাফ

যে সত্যের সন্ধান ছাত্রজীবনের স্কুল পর্যায়েই শহীদ শেখ বেলাল উদ্দিন পেয়েছিলেন, সেই সত্যের তথা ইসলামের অনুসরণ, প্রচার প্রসার, এই প্রেরণা, এই প্রত্যয় লালনের মধ্য দিয়েই আবর্তিত হয়েছে তাঁর জীবন। জীবন তাঁর খুব দীর্ঘায়িত না হলেও চলার পথে প্রতি বাঁকে বাঁকেই তিনি তার ঈমানদীপ্ত মননের স্বাক্ষর সুস্পষ্টভাবেই রেখে গেছেন। আর তারই সাক্ষ্য আমরা প্রত্যক্ষ করেছি জীবনের শেষ মুহূর্তে বোমাহত অবস্থায় "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"- এর ধ্বনি বার বার তার কণ্ঠে উচ্চারিত হওয়ার মাধ্যমে।

আমি বি.এল. কলেজে অধ্যাপনার দায়িত্বে সেই ৬০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে। তখন পাকিস্তান আমল। বি.এল. কলেজে ছাত্র আন্দোলনে ইসলাম বিরোধীদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য। তদানিন্তন ইসলামী ছাত্র সংঘের সীমিত তৎপরতা আমার নজরে পড়ত। ইসলামী ছাত্র সংঘের তৎপরতার সাথে আমার কিছু পরিচয় ঘটে আযম খান কমার্স কলেজে ছাত্র থাকাকালিন সময়ে ৬০-এর দশকের শুরুতে। বি.এল. কলেজে ইসলামী ছাত্র সংঘের কার্যক্রম চলতো মতিউর রহমান খানের (পদার্থ বিদ্যা বিভাগের ছাত্র) উদ্যোগে। দীর্ঘ দিন থেকে জেদ্দায় প্রবাস জীবন যাপন করছেন। ১০ খন্ডে শব্দার্থে আল কুরআনুল মজীদ-এর অনুবাদক। প্রায়ই দেখতাম একটা হ্যান্ডমাইক নিয়ে মতিউর রহমান বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে ছাত্রদের মধ্যে সংঘের পরিচয় ঘটানোর প্রয়াস পাচ্ছে- অনুসারী মাত্র ৭/৮ জন।

সেই বি.এল. কলেজ মাঝে বছর দুইয়েকের বিরতি যখন আমি যশোর এম.এম. কলেজে ছিলাম। আমি অধ্যাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছি। ইসলামী ছাত্র আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেছে। ৭০-এর দশক পেরিয়ে যাবে যাবে অবস্থা। এ পর্যায়েই কলেজে শেখ বেলালের আর্বিভাব। সারা ক্যাম্পাস জুড়ে তার পদচারণা। শিবিরকে ভালবাসি, ইসলামী আন্দোলন ভালবাসি, ছাত্রদের মধ্যে কম বেশি একথার জানাজানি ছিল। এরই সূত্র ধরে শেখ বেলাল কাছে আসতো। কখনও নতুন ছাত্রের ভর্তির সমস্যা নিয়ে, কখনও বা কখনও বা শিবির করা ছাত্রকে পরিচয় করিয়ে দিতে বা কারও পাঠ্য বইয়ের সমস্যার কথা জানাতে। এভাবেই টগবগে যুবক বেলালকে দেখেছি কলেজের আঙ্গিনায় কখনও কাছ থেকে কখনও দূর থেকে। রংটা কালো কিন্তু সদা হাস্যোজ্জ্বল মুক্তার মত দাঁত গুলো বেরিয়ে।

এরই মধ্যে ইসলামী ছাত্র শিবির বি.এল. কলেজের ছাত্র রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবস্থান করে নিয়েছে। ছাত্র সংসদের নির্বাচনে পূর্ণ প্যানেলে অংশ নিয়েছে। শেখ বেলাল সংসদ নির্বাচনে সহ-সভাপতি তথা ভি.পি. পদে প্রার্থী। সম্ভবতঃ দুইবার সে প্রার্থী হয়েছিল। সামান্য ব্যবধানে পরাজিত হয়। যদিও শিবির প্যানেলে অন্যান্য পদে অনেকেই নির্বাচিত হয়েছিল। সংসদ নির্বাচনে পরাজয় তার সাংগঠনিক তৎপরতায় কোন বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারেনি। অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেলাল চলতে লাগল তার আন্দোলনী মিশনকে সামনে নিয়ে।

এরপর বিভিন্ন সময়ে শেখ বেলাল সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্মৃতি মনের মনি কোঠায় সঞ্চিত হয়ে আছে। আন্দোলনের ভবিষ্যৎ প্রশ্নে শেখ বেলাল ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। আন্দোলনের ভাই বোনদের পারস্পারিক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার গুরুত্ব তিনি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতেন। নিজের জীবনে যেমন এ উপলব্ধি বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন, তেমনি পরিবারের বাইরে পরিচিত পরিসরেও। বর্তমানে সরকারী কলেজে অধ্যাপনারত একজন শিক্ষক যিনি ছাত্রজীবনে শিবিরের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তার স্ত্রী বেগম শামসুন্নাহার, বর্তমানে মহানগরী দায়িত্বশীলা। এই দম্পতির বিয়েতে শহীদ বেলালের ছিল অত্যন্ত অগ্রনী ভূমিকা। এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় শেখপাড়া ওয়াপদা কলোনীতে। আমার বাসা টুটপাড়ায়। সন্ধ্যার পর কয়েকজন এসে শেখপাড়ার ঐ বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানালো। আমি অপারগতা প্রকাশ করে তাদেরকে ফেরত দিলাম। কিন্তু অনেক পরে গভীর রাতে- ১২টা/১টা শেখ বেলাল এসে হাজির হলো আমার বাসায়। ঘুম থেকে উঠতে হলো এবং শেষ পর্যন্ত বেলালের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না, যেতে হলো গভীর রাতে সেই শেখপাড়ায়। বেলালের যে কোন উদ্যোগে থাকতো গভীর আন্তরিকতা এবং আকর্ষনী শক্তি, যে কারণে আমি যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। সারারাত কাটাতে হলো। বিয়ে হলো। নব দম্পতি রয়ে গেল আন্দোলনের শক্ত ঘাটি হিসেবে, কিন্তু শেখ বেলাল আর রইল না, তার কীর্তি রয়ে গেল "সাদ্‌গায়ে জারিয়া" হিসেবে।

যে কোন ব্যক্তির- পরিচিত হোক বা অপরিচিত- সমস্যা দূর করার ব্যাপারে শেখ বেলাল ছিল যারপর নাই আন্তরিক। আমার পাড়ার ছেলে খলিলুর রহমান। চাকরী করে বাংলাদেশ বেতারের খুলনা কেন্দ্রে। ২০০৪ সালের কোন এক সময় টিপুকে নিয়ে খলিল আমার কাছে এলো, বলল পরিচালকের আমার প্রতি অসদাচরণ সম্পর্কে কিছু কথা বলা দরকার। ওদেরকে সংগে নিয়ে খুলনা মহানগরী জামায়াতের অফিসের সামনে দাড়িয়ে পরিচয় করিয়ে দিলাম বেলালের সাথে। খলিল সম্পূর্ণ অপরিচিত, তবে টিপুকে শিবিরের কর্মী হিসেবে কিছুটা চিনতো। ওদের বক্তব্য শোনার পর বেলাল কিছু একটা করবে বলে আশস্ত করলো। পরে বেলালের উদ্যোগেই আঞ্চলিক পরিচালক সাহেব খুলনা থেকে বদলী হয়ে যান। উনি

www.pathagar.com

মূলতঃ বামপন্থী মানসিকতার ছিলেন। পরবর্তীতে খলিল তার সমস্যার ব্যাপারে বেলাল যে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছিল, সে কথা অনেক বার আমাকে বলে ভীষণভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

শেখ বেলাল ছিল অদম্য অনুপ্রেরণা এবং সুদৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী। কখনও কোন দুর্বলতা তাকে স্পর্শ করতে পারতো না। তার গতি ছিল চিরদুর্বার। আমি সংগঠনে দায়িত্বশীল হিসেবে নতুন কিন্তু বয়সতো ষাট-এর কোঠায় শেষার্ধে। সাংগঠনিক তৎপরতার কারণে ক্লান্তি-শ্রান্তির মুহূর্তে অনেক সময় অনেকে উক্তি করতেন "স্যারের এই বয়সে একাজটা বেশ কষ্টকর।" এ ধরণের উক্তিতে আমার ভেতর হয়তো সম্ভাব্য দুর্বলতার উদ্ভব ঘটতে পারতো। কিন্তু বেলালকে এমনটা করতে কখনও দেখিনি। সে বলতো, "স্যারতো এভারগ্রীন, স্যারকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছি, আর এখন পেয়েছি আন্দোলনের সহযোদ্ধা হিসেবে"। তার উক্তি বা আচরণ আন্দোলনের সহযাত্রীদেরকে সদাই করতো অনুপ্রাণিত, উদ্দীপিত।

শেখ বেলাল জীবনের শেষ দিন গুলোতে সাংগঠনিক নিয়মনীতির অনুসরণের প্রশ্নে হয়ে উঠেছিলেন আগের তুলনায় অনেক বেশী আন্তরিক এবং নিষ্ঠাবান। জামায়াতী সিদ্ধান্তের প্রতি তার ছিল গভীর শ্রদ্ধাবোধ। জীবনের শেষ মহানগরী কর্মপরিষদ বৈঠক। যতদুর মনে পড়ে আহত হওয়ার মাত্র এক সপ্তাহ আগে। সদর থানার একজন রুকন ভাইয়ের রুকুনিয়াত মুলতবীর পক্ষে শেখ বেলাল জোর বক্তব্য পেশ করলেন, কিন্তু বিস্তারিত আলোচনার পর মূলতবীর বিপক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, বেলাল জামায়াতের বৈঠকি সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে অবলীলায় ঐক্যমত পোষণ করলেন। আরও অনেক সময় তাকে এমনটাই করতে দেখেছি।

শেখ বেলালের স্বভাব সুলভ উদ্দাম গতিতে পথ চলা চলছিল। হঠাৎ করে হাজির হলো ৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৫। খুলনা প্রেসক্লাব। রাত ৯.০০ টায় বোমাহত হলেন। ঘটনার খবর প্রথম জানলাম স্থানীয় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপনারত তৌহিদুজ্জামানের কাছ থেকে। বেলালের অগনিত ভক্তদের মধ্যে তৌহিদুজ্জামান একজন। হঠাৎ করে ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলতেই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, "স্যার টিভিতে বার বার বেলাল ভাইয়ের বোমায় আহত হওয়ার খবর প্রচারিত হচ্ছে, সর্বশেষ খবর কি?" যেহেতু আমি তখনও কিছু শুনিনি, ভীষণ উদ্বেগের সাথে বিভিন্ন মাধ্যমে খবর নেয়ার চেষ্টা করলাম।

সেই ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১১ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রতিনিয়ত উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে সেই শেষ মুহূর্তটি এসে হাজির হলো। ১১ ফেব্রুয়ারী সকালেই একটি সাংগঠনিক প্রোগ্রামে আমরা সবাই অধ্যাপক আব্দুল মতিনের নেতৃত্বে মিলিত হয়েছিলাম আল ফারুক সোসাইটি মিলনায়তনে। শুরুতেই ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শেখ বেলালের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবগত হলাম- অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন বলে জানা গেল। আমাদের নির্ধারিত প্রোগ্রাম চলছে, সবাই প্রোগ্রামে অংশ নিচ্ছেছন, কিন্তু সবার মধ্যেই প্রকট উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। বেলা ১১টায় ঢাকা সি.এম.এইচ. থেকে খবর এলো, সব কিছু শেষ (ইন্নালিল্লাহে ওইন্না ইলাইহে রাজেউন)। বৈঠকে বোনেরাও পর্দার ওপারে উপস্থিত ছিলেন। শুরু হলো কান্নার রোল। ভাইয়েরা এবং বোনেরা সকলে মিলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। শহীদের জন্য মুনাজাত হলো। পরিচালনা বরলেন অধ্যাপক আব্দুল মতিন। সে মুনাজাতে দোয়া করলাম মরহুমের মাগফিরাতের জন্যে, শাহাদাত কবুলের জন্যে এবং আত্মীয় স্বনদের ধৈর্য্য ধারণের তৌফিক কামনা করে। সিদ্ধান্ত হলো প্রোগ্রাম মুলতবীর এবং সবাই মিলে মরহুমের বাসগৃহে যাওয়ার। যে যার মত রায়ের মহলে 'আল্লাহর দান মঞ্জিলে'র দিকে ছুটতে লাগলেন। আমি গেলাম স্নেহাস্পদ এ্যাডভোকেট শেখ জাহাঙ্গীর হুসাইন হেলালের মটরসাইকেলের পেছনে বসে। শেখ বেলালের সাথে পরিচয় সিকি শতাব্দী যাবত, সেই ৮০-এর দশকের শুরু থেকে। কিন্তু ১১ই ফেব্রুয়ারী ২০০৫ এর আগে যাওয়া হয়নি 'আল্লাহর দান মঞ্জিলে'। শহীদ শেখ বেলাল উদ্দিনের পদচারণা ছিল মহানগরীর সর্বত্র। প্রয়োজনের সময় তাকে পেয়ে যেতাম কাছেই, বিশেষ প্রয়োজনে যোগাযোগ করে নিতাম ফোনে। তাই সিকি শতাব্দীর মধ্যে একদিনও যাওয়া হয়নি তার বাসায়। কিন্তু আজ আর না গিয়ে পারলাম না, এক অব্যক্ত বেদনাহত মন নিয়ে হাজির হলাম বহুল বিদিত 'আল্লাহর দান মঞ্জিলে'।

শেখ বেলাল উদ্দিন চলে গেছে তাঁর শেষ ঠিকানায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে তাঁর মাগফিরাতের এবং শাহাদাত কবুলের জন্য করছি দোয়া। তিনি যেন আমাদেরকে শহীদের রেখে যাওয়া খুলনার ইসলামী আন্দোলনের অসমাপ্ত কাজকে মনজিলে মকসুদে পৌছে দেয়ার তৌফিক দান করেন। আমীন।

আমার ছাত্র বেলাল

প্রফেসর সাধন রঞ্জন ঘোষ
অধ্যক্ষ (অবঃ)
সরকারী বি,এল কলেজ

আমার প্রিয় ছাত্রদের একজন ছিল বেলাল- শহীদ শেখ বেলাল উদ্দিন। আমি বাংলার শিক্ষক, ও অনার্স পড়তো অর্থনীতিতে। কিন্তু বিভাগের ভিন্নতায় সম্পর্কের দূরত্ব তৈরী হয়নি। যেমনটা সাম্প্রতিক সময়ে হয়, এক বিভাগের ছাত্র অন্য বিভাগের অনেক শিক্ষককে চেনেই না।১৯৭৫-এ বেলাল যখন অনার্স ভর্তি হয়, আমার শিক্ষকতার মেয়াদ তখন তিন বছর হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্বের অনুভূতি তখনও অবশিষ্ট ছিল

www.pathagar.com

নিজের মধ্যে। আর তাই তরুণ ছাত্রদের কাছে টেনে নিতে দ্বিধা ছিলনা। বিশেষ করে কলেজের বিভিন্ন কর্মকান্ডে যে সব নেতৃস্থানীয় ছাত্র-উদ্যোগী ভূমিকা নিত, তাদের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল নিবিড়। বেলাল তাদেরই একজন। সাধারণ বাঙালীর তুলনায় সুপুষ্ট, শ্যামলা ছেলেটিকে দেখতাম কলেজ ক্যাম্পাসে অত্যন্ত তৎপর। শহীদ মিনারে বক্তৃতা করছে, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিনিধি হয়ে অধ্যক্ষের কাছে যাচ্ছে এবং অত্যন্ত যুক্তিনির্ভর বক্তব্য রাখছে, কলেজের শিক্ষার পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সকল উদ্যোগে শামিল হচ্ছে। কাজেই সে কোন বিভাগের ছাত্র এ প্রশ্ন আমার মনে কখনই জাগেনি।

বেলাল ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিল সক্রিয়ভাবে একটি ছাত্র সংগঠনের সে ছিল নেতস্থানীয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনীতি সচেতন হওয়া এবং একটা পর্যায় পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সাথে যুক্ত হওয়ায় কোন বাধা নেই। বরং আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এটা দরকার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য, তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য। অবশ্য সে রাজনীতিকেও হতে হবে সুস্থ ও গঠনমূলক। বেলালের ছাত্র রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টতা তাই আমার সাথে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেনি। এমনকি যে বিশেষ রাজনীতির সাথে সে যুক্ত ছিল তার ফলশ্রুতিও কোন অন্তরায় আনেনি। কারণ আমার সমগ্র শিক্ষকতা জীবনে আমি একটি বিষয়ে সব সময় সচেতন থাকতে চেষ্টা করেছি, যে কোন মতের, যে কোন পথের ছাত্ররা আমার কাছে শুধুই ছাত্র। তাদের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে আমি কোনদিনই মাথা ঘামাইনি।

সাংবাদিক হয়েছিল বেলাল এবং সেখানেও তার ছিল অগ্রণী ভূমিকা। কলেজের প্রয়োজনে মাঝে মধ্যেই টেলিফোনে যোগাযোগ হতো ওর সাথে। কখনও আসতো আমার বাসায় মটরবাইকে চেপে। সেই সদা হাসি মুখ, সেই সপ্রতিভ চেহারা। মনে আছে কলেজের শতবর্ষ পূর্তি পালনের জন্য যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল সে। আমরা শতবর্ষ উৎসব করতে পারিনি। ভবিষ্যতে হয়তো কখনও এ উৎসব পালন করা হবে, কিন্তু তখন বেলাল থাকবে না, অমনি করে এসে বলবে না, "স্যার, পত্রিকায় প্রচারের ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিন।"

বেলাল নেই এ কথা আমি ভাবতে পারি না। তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। যে মটরবাইকে চেপে সে আমার কাছে আসতো তার সাথে বোমা বেঁধে রেখে তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। ২০০৫ এর ৫ ফেব্রুয়ারী রাতেই খবরটা পেলাম আমরা। অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল তাকে বাঁচাবার। বাঁচানো যায়নি। ১১ ফেব্রুয়ারী আমাদের ছেড়ে চলে গেছে সে। কেন এমন হয়? মানুষ কেন মানুষকে এমন ভাবে মেরে ফেলবে? বেলাল সাংবাদিক ছিল, আদর্শবাদী সৎ মানুষ ছিল, মানুষের কথা লিখতো সে। তবে কেন তাকে এমন নৃশংসভাবে মেরে ফেলা হবে? আমি বুঝি না। আমার সারা জীবনের বিশ্বাস, আদর্শবোধ কোন কিছুর সাথেই এ ধরণের হত্যাকে আমি মেলাতে পারি না। ১২ ফেব্রুয়ারী কলেজের পক্ষ থেকে প্রেসক্লাবে গিয়েছিলাম আমরা শিক্ষকরা ও ছাত্রনেতারা। দেখলাম জায়গাটা। যেখানে বেলালের মটরসাইকেল ছিল। বোমা বিস্ফোরনের চিহ্ন চারপাশে। রক্তের দাগ। বেলালের রক্ত আমার এক প্রিয় ছাত্রের রক্ত।

সাম্প্রতিক বাংলাদেশে এই রকম রক্তের দাগ পড়ছে অসংখ্য জায়গায়। আতংক কেড়ে নিচ্ছে স্বপ্নকে অনিশ্চয়তা গ্রাস করছে ভবিষ্যতকে। আমাদের গন্তব্য কোথায় ? আর কত বেলালকে হারাতে হবে আমাদের?

যাকে ভোলা যায় না

ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল হান্নান

তুমি আছ হৃদয়ের গভীরে
ভুলব তোমায় বল কি করে।

সুন্দর অপরূপ এই পৃথিবীটা জীবন মৃত্যুর এক খেলাঘর বিরাট এই জীবন সমুদ্রে এক একটি জীবন বুদবুদের ন্যায় মিলে যায়। আর একটা জীবন তখন পূর্ণ করে তার স্থান। জীবন-মরণের এই স্রোতধারায় আমরা প্রত্যহ বহু জীবনের সংস্পর্শে আসি। জীবনের এই অখন্ড স্রোতের মাঝে দু-একটি জীবনের সন্ধান মেলে যারা কর্মে চাঞ্চল্যে, গুণে-মানে স্বতন্ত্র যা হৃদয় কেঁড়ে ন্যায়। এমনি একজন ক্ষণজন্মা মানুষ, অকৃত্রিম বন্ধু আমাদের প্রিয় বেলাল ভাই। আলোকিত পৃথিবী গড়ার সাহসী অভিযাত্রি আমাদের সহযোদ্ধা বেলাল ভাই আমাদের সবাইকে হতবাক করে চলে গেছেন তাঁর রবের কাছে। আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুক। "আল্লাহ তায়ালা সেই মহান স্বত্ত্বা, যিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন উত্তম পরীক্ষার জন্য, যেন তোমাদের মধ্যে উত্তম কর্মসমূহের প্রতিযোগিতায় কে কতটা অগ্রগামী হতে পারো?" (সূরা মুল্‌ক ঃ আয়াত ২)

বেলাল ভাই সংগঠন আর নিজের জীবনকে কখনে আলাদা করে দেখেননি। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সিঁড়ি বেয়ে চূড়ান্ত ইসলামী বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন তিনি দু'চোখ ভরে। দুরন্ত দুর্বার বেলাল ভাই এর দৃপ্ত পদচারনায় খুলনার অলি-গলি, রাজপথ মুখরিত হয়েছে। ইসলামী

www.pathagar.com

বিপ্লবের সিপাহসালার, সাংস্কৃতিক দিগন্তের নিষ্ঠাবান সংগঠক প্রানোচ্ছল, সদালাপী বেলাল ভাই এর অভাব কি করে পূরণ হবে? তবুও স্বান্তনা খুঁজে পাই এতটুকু মনে করে-

"জীবনের চেয়ে দীপ্ত মৃত্যু তখনই জানি
শহীদী রক্তে হেসে ওঠে যবে জিন্দেগানী"।

শহীদ শেখ বেলাল ভাই এর কর্মময় জীবন এতই উজ্জ্বল আর বর্ণাঢ্য ছিল যে কোথায় কলম ধরব তা ঠাওর করা সত্যিই কঠিন। তাঁর অপূর্ব হাতের লেখা আর যে কোন Draft আমাকে দারুনভাবে বিমুগ্ধ করত আশার আলোকবর্তিকার মত। তিনি একাধারে ভাল একজন গায়ক, যোগ্য সংগঠক, সুবক্তা এবং সার্থক এক দায়ী ইলাল্লাহ। ছাত্র হিসেবে, বন্ধু হিসেবে, সংগঠক হিসেবে, ভাই হিসেবে, সন্তান হিসেবে, স্বামী হিসেবে, মামা হিসেবে, প্রতিবেশী হিসেবে প্রগতিশীল নিবেদিত প্রাণ বিরল ব্যক্তিত্ব শহীদ শেখ বেলালের কোন জুড়ি ছিলনা। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল খুবই পরিচ্ছন্ন। তিনি ছিলেন পরহেজগার ও আবেদ। উত্তম নামাজি বেলাল ভাই এর জামাতে নামাজ পড়ার আকর্ষণ ছিল তীব্র।

আদর্শের সৈনিক, আদর্শ মানুষ বেলাল ভাই কেবল আমার সহযাত্রীই ছিল না সে ছিল আমার আপন একটি ভাই এর মত। তাঁকে হারিয়ে মনে হয় পরম হিতৈষী একজন প্রিয়তম স্বজন হারিয়েছি। হারিয়েছি কল্যাণকামী এক অকৃত্রিম বন্ধুকে। ৮০'র দশকে পরিচয়ের সূচনা ধীরে ধীরে গভীর আদর্শের বন্ধনে আবদ্ধ করে। সরকারী কর্মকর্তা ও আমলাদের মাঝে দাওয়াতী কাজ সহ বিভিন্ন সাংগঠনিক প্রয়োজনে দুজনের একসাথে বহু জায়গায় যেতে হোত। আমার পরিবার ও তাঁর পরিবার মহিলা ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় থাকার সুবাদে তাদের সম্পর্কের কারণেও আমাদের দুজনের সম্পর্কের ত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। একটি উৎসর্গকৃত জীবন আমাদেরকে স্মৃতি আর বেদনার সাগরে ভাসিয়ে শাহাদাতের পেয়ালা পান করে চলে গেলেন।

১। তাদেরকে তোমরা মৃত বলনা। (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৫৪)

২। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাঁদেরকে কোন অবস্থায় মৃত বলোনা। তাঁরা তো জীবিত। তাদের মালিকের পক্ষ থেকে রেজেক দেয়া হচ্ছে। (সূরা ইমরান ঃ আয়াত ১৬৯)

মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল আমানতদার ও মিষ্টভাষী বেলাল নামের মানুষটি ছিলেন মিথ্যা ও বাতিলের বিরুদ্ধে আপোষহীন। আল্লাহর দেয়া সময় ও শক্তির কুরবানীর ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সবার অগ্রে। সংগঠনের চাহিদা ও প্রয়োজনকে সর্বদাই নিজের প্রয়োজনের উপর প্রাধান্য দিতেন। অতি প্রত্যুশে কাকডাকা ভোরে শুরু হতো মোটরসাইকেলে তাঁর পথ চলা। বিরামহীন ক্লান্তিহীন তাঁর এই পথ চলা শেষ হতো রাত দুপুরে। তার উপর যখন যে দায়িত্ব অর্পিত হতো তিনি তা আন্তরিকতার সাথে পালন করতেন সুন্দর ও সুচারু রূপে। সারাদিনের কর্মকান্ড, ধুলায় ধুশরিত মুখমন্ডল আল্লাহপাক যেন জান্নাতের স্নিগ্ধতায় ভরে দেন। উত্তম আর শুভ পরিনতি তাঁর নসিব হোক এই ফরিয়াদ আল্লাহর কাছে।

"যারা জীবন দেয় আমার পথে আমি তাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেব। অবশ্যই আমি এদের এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান। এ হ"ছ আল্লাহ্ তাআলার দেয়া পুরস্কার আর আল্লাহ্ তাআলার কাছেই তো রয়েছে উত্তম পুরস্কার। (সূরা ইমরান ঃ আয়াত ১৯৫)

নিরহংকার ও সমাজকর্মী বেলাল ভাই সামাজিক ও সাংগঠনিক পরিমন্ডলে যেখানেই সমস্যা হয়েছে, সেখানেই তিনি উপস্থিত হয়েছে শান্তির দূতের মত। পরোপকারী বেলাল ভাই এ বিষয়ে কত মানুষের যে উপকার করেছেন আপন মমতায়, তার হিসেব করা কঠিন।

বেলাল ভাই উপলব্ধি করেছিলেন আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা ছাড়া মানুষের কল্যাণ সম্ভব নয়। নবুয়্যতের আদলে খোলাফায়ে রাশেদার প্রকৃত অনুকরণ ও অনুসরণ না হলে সুখী সুন্দর সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠন করাও সম্ভব হবে না। আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন না এলে মানব সমস্যার সমাধান করা যাবে না। ইসলামের প্রতি, কুরআনের প্রতি উদাসীনতা আর উন্নাসিকতাই সকল অশান্তির মূল কারণ। ইসলামী আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসরণই মানুষের মুক্তির একমাত্র গ্যারান্টি। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর কাজে সক্রিয় থাকা ছাড়া আল্লাহর সন্তোষ অর্জন ও আখেরাতে নাজাত সম্ভব নয়। তাইতো তিনি হতে পেরেছিলেন বিরামহীন স্বার্থক একজন দায়ী ইলাল্লাহ। বেলাল ভাইয়ের মত মানব দরদী প্রাণোচ্ছল প্রশান্ত চিত্তের কাল মানুষটির মাঝে খুঁজে পাওয়া যেত নতুন পথ হারা হাজার তরুন যুবক। মানুষকে কাছে টানার আপন করে নেয়ার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল আদর্শ সংগঠক সদা হাস্যোজ্জ্বল শেখ বেলাল ভাইয়ের। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, শিশু, কিশোর সবাই ছিল শেখ বেলাল ভাইয়ের ভক্ত। ইসলামী আন্দোলনের জনশক্তি recruiting ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সত্যিই অতুলনীয়।

শহীদ শেখ বেলাল ভাই গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন যে, সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছাড়া বাতিলের নজর কাড়া সভ্যতার মোকাবেলা করা যাবেনা। মানুষের চিন্তা চেতনা বিশ্বাস ও জীবনাদর্শের প্রতিফলন ঘটে থাকে তার বৈষয়িক জগতে বাস্তব জীবন পদ্ধতিতে তার জীবনের তাবৎ পরিমন্ডলে। মানুষের গোটা জীন্দেগিটাই তার সংস্কৃতি। তিনি মজবুতির সাথেই বিশ্বাস করতেন সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান customs, norms, dealings, behavior, habits সব কিছুই তার সংস্কৃতিকে ঘিরে আবর্তিত হয়। তাইতো দেখেছি অপসংস্কৃতির বিষাক্ত বৈরী হাওয়া পরিবর্তনে দৃপ্ত ও বজ্র কঠিন শপথের বলিয়ান বেলাল ভাই সুস্থ্য ও সুন্দর সংস্কৃতির সুবাতাস বইয়ে দেয়ার প্রত্যাশায় প্রাণান্তকর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। শুরু করেছিলেন তাঁর কান্ডারী নিয়ে সম্মুখ পানে দুর্বার অগ্রযাত্রার-

ঝড় যদি উঠে মাঝ দরিয়ায় ভয় করিনা তাতে
নবী মোর আছেন তরিতে ..... মশাল জেলে।

আমিও শামিল ছিলাম সে অভিযাত্রীর মিছিলে। উত্তাল অথৈ সাগর পাড়ি দেয়ার দুর্বার স্বপ্নে বিভোর বেলাল ভাইয়ের সে (দুনিয়ার) দরিয়া পাড়ী দেয়া হোলনা।

www.pathagar.com

আমাদের সবাইকে রক্তের মিছিলে ফেলে পরপারের দরিয়া পাড়ি দিয়ে পৌঁছে গেছেন সফলতার মঞ্জিলে।
গোটা মুসলিম বিশ্ব একটি উত্তপ্ত লাভার উপর দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বের তথাকথিত মোড়লদের রাজনৈতিক গুরু Prof. Hantington Gi Clash of Civilisation সমিকরণের আলোকে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র আর বহুমুখী নির্যাতনের স্টিম রোলার চলছে মুসলিম বিশ্বের প্রায় সর্বত্র। সভ্যতার এই সংঘাতে ইসলাম ও মুসলমান একটি পক্ষ। কোথাও পেশী শক্তির মাধ্যমে, কোথাও অর্থনৈতিক আবার কোথাও সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় কায়দায় চলছে এ ষড়যন্ত্র। কোন দেশ তাদের এই বহুমুখী আগ্রাসন ও হিংস্র থাবা থেকে রেহাই পাচ্ছে না। বিশ্ব মানবতার দুশমন, নরঘাতক বুশ-ব্লেয়ার আর শতান শ্যারণ বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসী। প্রকৃত পক্ষে গণতন্ত্র বা মানবতা এর কোনটির বন্ধু ও মিত্র তারা নয়। তারা স্বার্থপর তারা লুটেরা। তারা পৃথিবীর সমস্ত শক্তি ও সম্পদের নিয়ন্ত্রন করতে চায়। প্রজ্জ্বলিত আফগানিস্থান, ইরাক, ফিলিস্থিনি, কাশ্মির প্রভৃতি তার জ্বলন্ত প্রমান। বর্তমান বিশ্বে ইসলাম এক সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে। তাছাড়া Mr. Hantington এর তত্ত্ব মতে ইসলাম বা ইসলামী দুনিয়া বিশ্বের তথাকথিত মোড়লদের নতুন পৃথিবী বা নতুন সভ্যতা সৃষ্টির পথে একমাত্র Counter Force বা প্রধান অন্তরায়। তাই যেখানেই মুসলমানদের নিষ্ঠাবান অংশ বা ইসলামী আন্দোলন সামনে এগিয়েছে Dominate করার পর্যায় এসে পৌঁছেছে বা ইসলামী পুনঃজাগরণের ঢেউ শুরু হচ্ছে সেখানেই তারা মরিয়া হয়ে প্রচন্ড আঘাতে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার সুগভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছে। ফিলিস্তিনি, কাশ্মির, আলজেরিয়া, তুরস্ক, মিশর, জর্ডান, তিউনিসিয়া, তাজাকাস্তান সহ বহু মুসলিম দেশের মুক্তিকামী মুসলমানরা তাই ইসলামী বিপ্লবের দিন গুনছে আপন বুকের রক্তের বিনিময়ে। Press & Publicity Media এখন অপর পক্ষের সম্পদ। পশ্চিমা Electronic মিডিয়ার চোখে প্রকৃত মুসলমানরা এখন জাত শত্রু। তাদের তথ্য সন্ত্রাস কেবল অমুসলিম বিশ্বকেই ইসলাম বিদ্বেষী করে ক্ষান্ত হচ্ছে না বরং মুসলিম বিশ্বের সাধারণ মুসলমানরাও বিভ্রান্ত ও প্রতারিত হচ্ছে। বিভ্রান্ত হচ্ছে মুসলিম দেশের নেতৃবৃন্দ। চরিত্রহীন, সুবিধাবাদী আর অযোগ্য নেতৃত্বের কারণে দেশ আজ গভীর সংজটে নিমজ্জিত। উপরের এই সত্যটি শহীদ শেখ বেলাল ভাই খুব ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তিনি দীনের মুজাহিদ আর রাতের দরবেশের মত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন Media জগতে নতুন ধারা সৃষ্টির জন্য। নির্ভীক আপোষহীন সৎ সাহসী ও বলিষ্ঠ সাংবাদিক বেলাল ভাই সাংবাদিকতার আকাশে ঝড় তুলতে চেয়েছিলেন। প্রচলিত সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি নতুন মাত্রার নতুন ধারা সৃষ্টিতে তৎপর ছিলেন এ বিষয়ে তিনি অনেকটা সফলও হয়েছিলেন।
আজ ব্যক্তি বেলাল ভাই নেই কিন্তু তাঁর জীবন পদ্ধতি, তাঁর আদর্শ, তাঁর কুরবানী রয়ে গেছে আমাদের সামনে যা আমাদের চলার পথকে আরো বেগবান করবে। তাঁর স্বপ্ন, তাঁর রেখে যাওয়া কাজ পূর্ণতায় নিয়ে যেতে হবে এই হোক আজকের প্রত্যাশা।

পরিশেষে তাঁর পিতা-মাতা, বিধবা স্ত্রী, ভাই-বোন সহ সকলকে আল্লাহ ধৈর্য্য ধারণের তৌফিক দান করুন। পরম করুনাময় মালিক যেন বেলাল ভাইকে জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান কর"ন।
"যারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং জীবন বিলিয়ে দেয় অচিরেই আমি তাকে প্রদান করব বিরাট পুরস্কার। (সূরা নিসা ঃ আয়াত ৭৪)

এক প্রশান্ত আত্মা

———ডাঃ মুহাম্মদ কাসেম আলী জেদ্দা, সৌদিআরব

সদা হাস্যময় প্রাণোচ্ছল শেখ বেলাল উদ্দিনের সাথে প্রথম পরিচয় ১৯৮৪ সালে। মরহুম নূর আলী চৌধুরীর বড় জামাতা হওয়ার সূত্রে বেলালের সাথে পরিচয় দুলাভাই হিসাবে। খুলনায় আসা যাওয়ার সময় যখনই দেখা হতো- শেখ বেলালের আন্তরিকতা হৃদয় ছুয়ে যেত। তাকে দ্বীনের কাজে মটরসাইকেলে ছুটন্ত হরিণের মত দেখা যেত। বেলালের সাথে শেষ দেখা হয় খুলনা ইসলামী ব্যাংকে। সাথে তার সহধর্মীনি তানজিলা ছিলেন।
এরপর বহুদিন দেখা সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি। দৈনিক সংগ্রামের খুলনা ব্যুরো চীফ হিসাবে তার কিছু বিশ্লষণধর্মী ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের মুখোশ উন্মোচনকারী প্রতিবেদন পড়ার সুযোগ হতো। সম্ভবতঃ তার লেখনী কায়েমী স্বার্থবাদীদেরকে তার শাহাদাতের তামান্না পূর্ণ করতে সহায়তা করেছে।
খুলনা মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শেখ বেলালের কর্তব্যমত অবস্থায় দুশমনদের পেতে রাখা টাইম বোমায় আহত হওয়ার সংবাদ স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে মূহুর্তের মধ্যে প্রবাসে আমাদেরকে পীড়িত করে তোলে। সাথে সাথে শেখ বেলালকে SMS পাঠিয়েছিলাম দ্রুত আরোগ্য কামনা করে। জানিনা আমার SMS দেখার সুযোগ তার হয়েছিল কিনা। খুলনা জামায়াত রুকন অধ্যাপক আবুল খায়েরের মাধ্যমে জেনেছিলাম CMH এ শেখ বেলালের অবস্থার উন্নতি হওয়ার কথা। কিন্তু পরে আবার আবুল খায়েরের SMS এ জানতে পারি সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে শেখ বেলালের প্রশান্ত আত্মা সুবাসিত জান্নাতে পাড়ি জমিয়েছে। (ইন্নালিল্লাহি অইন্নাইলাইহি রাজেউন)।
শেখ বেলালের সাথে হযরত হাবশী বেলাল (রাঃ) এর চেহারার মিল ছিল কিনা জানিনা। তবে তার বন্ধু মহলে কেউ কেউ তাকে হাবশী বেলাল বলে ডাকতেন। শেখ বেলালের এটা সৌভাগ্যই বলতে হবে যে প্রিয় রসুল (সাঃ) এর এক জিন্দাদিল সাহাবীর নামের সাথে তাকে কৌতুকের ছলে হলেও ডাকার প্রয়াস পেতো।
শেখ বেলালের আব্বা-আম্মা হজ্জ থেকে ঢাকায় ফিরে তাদের প্রাণপ্রিয় সন্তানকে অচেতন অবস্থায় CMH এ দেখতে পান। শুনেছি বেলালের আম্মা সন্তানের ইচ্ছানুযায়ী বেলালের জন্য একটা সৌদী তোপ (জুব্বা) ও হেরার রাজতোরণের কিছু পাথর এনেছিলেন। সন্তানের স্মৃতিমাখা এদুটো হাদীয়া এখনো আগলে রেখেছেন। দৈনিক সংগ্রামের খুলনা ব্যুরো চীফ হিসাবে

www.pathagar.com

মুদ্রিত বেলালের একটা ভিজিটিং কার্ড আমার এ্যালবামে ছিল। স্মৃতি বড় বেদনাদায়ক মনে করে এবারে ছুটিতে আসার আগে কার্ডটা এ্যালবাম থেকে সরিয়ে রেখেছি। যে নেই তার স্মৃতির পেরেশানী বাড়ানোর ধাক্কা সহ্য করার মতা এখন শরীরে নেই। দোয়া করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা শেখ বেলাল উদ্দিনকে নবী রসুল (সাঃ), শোহাদা, সিদ্দীকিন ও সালেহীনদের সাথে হাশরের মাঠে মিলিত হওয়ার তৌফিক দিন। আমিন।

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন স্মরনে

মোঃ আব্দুল আজিজ
ভাইস প্রেসিডেন্ট ও শাখা ব্যবস্থাপক
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, খুলনা শাখা

২০০১-০২ সালের কথা, তখন আমি ইসলামী ব্যাংকে বাংলাদেশ লিঃ খুলনা শাখাতে কর্মরত ছিলাম। তখন খুলনা শাখার ক্রম অগ্রগতি বেশ কিছুটা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। বিশাল মহানগরী এলাকা আমার কাছেও তখন অপরিচিত ও নতুন ছিল। তাই সহকর্মীদের থেকে প্রাণপ্রিয় সংগঠন জামায়াতের উর্দ্ধতন দায়িত্বশীল থেকে বিভিন্ন পরামর্শের মাধ্যমে অবগত হলাম ব্যাংকের বর্তমান ব্যবসায়িক নাজুক অবস্থায় সাংবাদিক বেলাল ভাইয়ের সার্বিক সহযোগীতা নেওয়া যেতে পারে। অতঃপর তার বাসার টেলিফোন নাম্বার ও তার মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ করলাম। মোবাইলে ফোনে কথা হল। বেলাল ভাইকে পরিচিত হবার জন্য ব্যাংকে আসতে বললাম। তিনি তাৎক্ষনিকভাবে রাজী হলেন, ব্যাংকে আসলেন। সদা হাস্যময়, প্রাণোচ্ছল, নির্মোহ, অমায়িক, অত্যন্ত আন্তরিক, পরোপকারী, সবকিছুতে অল্পে সন্তুষ্ট, সবার কাছে গ্রহণযোগ্য, অকুতোভয়ী, আল্লাহর দ্বীনের জন্য সার্বক্ষণিক নিবেদিত দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সুন্দরবনের সিংহদিল ব্যাঘ্র পুরুষ বেলাল ভাইয়ের সঙ্গে প্রথম দিনের পরিচয়েই মনে হলো তিনি আমার বহু পুরাতন পরিচিত ব্যক্তিত্ব।

অতঃপর সময় অসময় প্রয়োজনে প্রায়ই তাকে বিভিন্ন পরামর্শের জন্য ডাকতাম। সার্বক্ষণিক ব্যস্ততম এই মানুষটি আমার ডাকে কখনও বিরক্তি প্রকাশ করেননি। সাংবাদিকতা ও সাংগঠনিক বিভিন্ন কাজে প্রতি নিয়তই তাকে ব্যস্থ থাকতে হয়েছে। মাঝে মধ্যে প্রায়ই একসঙ্গে অফিসে বসে বেলাল ভাইয়ের সঙ্গে দুপুরের খাবার খেয়েছি। কখনও তাকে অতৃপ্ত হোতে দেখিনি। বরং আনন্দোচ্ছল এই মানুষটি সবকিছুকেই সহজভাবে নিতেন, আপন মনে করতেন। দুঃখ-কষ্টবোধ লক্ষ্য করিনি কখনও তার মাঝে। সুঠামদেহের সুপুরুষ বেলাল ভাই, খুলনা মহানগরীর বিশিষ্ট দায়িত্বশীল সাংবাদিক অথচ কাছে এলে, আলাপচারিতায় মনেই হতো না তিনি ব্যস্ত। বরং মনে হতো তিনি তার সমগ্র সত্ত্বা দিয়েই উপস্থি'ত পরিবেশকে প্রাণবন্ত করে চলেছেন। দায়িত্বের কারণেই তিনি অসম্ভব ব্যস্ত নিঃসন্দেহে বলা যায় অথচ কথা বললে মনে হতো এই পরিবেশের বাহিরের তার কোন কাজ নেই।

এ যেন মহানবী (সাঃ) এর আদর্শের এক মূর্ত ও জীবন্ত প্রতীক। একবার রমজান মাসে দাওয়াত পেলাম। আমি ও মাকছুদুর রহমান মিলন গেলাম সন্ধ্যাপূর্ব ইফতার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত মেহমান হিসেবে। মহানগরীর ভিতরে প্রাকৃতিক পরিবেশে তাদের বসবাস। স্থানীয় স্বচ্ছল অবস্থা সম্পন্ন একটি পরিবার।

অসংখ্য আইটেম সমৃদ্ধ রাজসিক ইফতার আয়োজন। সামান্য ত্রুটি লক্ষ্য করিনি। সদা হাস্যময় এই মানুষটি উপস্থিত অভ্যাসগত মেহমানদেরকে নিয়েই ব্যস্ত। তাদের সন্তুষ্টিতেই তিনি সন্তুষ্ট। তাদের তৃপ্তিতে তিনি তৃপ্ত। তাদেরকে আপ্যায়ন করতে পেরেই তিনি পরিতৃপ্ত। নির্মোহ আল্লাহ পরস্তি না হলে কি এ ধরণের চারিত্রিক গুনাবলী অর্জন করা সম্ভব?

আলোচনা প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে তিনি বলতেন আজিজ ভাই সাংবাদিকতা করি আল্লাহ তাআ'লার মহান দ্বীনের দা'য়ীর দায়িত্ব ও কর্তব্যের অনুভূতি নিয়ে। দ্বীনের কালেমা গালেব হোক। দ্বীনের সবচেয়ে বিরোধীতাকারী, বিকৃতকারী, অপব্যাখ্যাকারী তথাকথিত বুদ্ধিজীবি (Intellectual) সমাজের মোকাবিলায় দ্বীনের সঠিক বুঝ, সঠিক ধারণা, সঠিক পথ ও চিন্তার উন্মেষ যাহা আল কুরআন ও রাসুল (সাঃ) এর সুন্নাহর সমুজ্জল আদর্শে উদ্ভাসিত এমন একটি মহান পত্রিকা দৈনিক সংগ্রাম। আল্লাহ তা'য়ালার শুকরিয়া আদায় করি তিনি এই মহান পেশায় দায়িত্ব পালনের সুযোগ করে দিয়েছেন। কত কষ্টে জীবন নির্বাহ করা, তবুও আমরা শহীদ হযরত আবু জাফর তাইয়্যেব (রাঃ) র উড্ডয়নকৃত ইসলামী পতাকা যুগ যুগ ধরে জিন্দাদীল মর্দ্দে মুজাহিদগণের পদাংক অনুসরণ করে মুক্ত আকাশে ধারণ করে রাখব ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন একজন দায়ীকে সন্ত্রাসীরা তাদের দুশমন বানিয়েছে। এই জাতি এমন একজন মানবিক ও বৈষয়িক গুণে গুণায়িত আল কুরআনের ধারক ও বাহকের সেবা থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়ে গেল।

সুদুর ফেনী বসে যখন তার উপর সন্ত্রাসী আক্রমনের সংবাদ অবগত হলাম তখন মনে হল সত্যিই কি বেলাল ভাই শহীদী নজরানা পেশ করতে যাচ্ছেন। সত্যি কি দক্ষিণ বাংলার ইসলামী আন্দোলন, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা, ইসলামী সংস্কৃতির চিরশত্রু তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের মোকাবিলায় সংগ্রামী বেলাল ভাইয়ের নিরাপদ ছায়াদান থেকে জাতি বঞ্চিত হবে। মহান আল্লাহর ফায়সালার কাছে আমরা আত্মসমর্পিত।

তাই প্রাণ ভরে দোয়া করি আমাদের মহান স্রষ্টা ও প্রভূ আল্লাহ তা'য়ালা আমার বেলাল ভাইকে দ্বীনের জন্য ত্যাগ, কোরবান, কর্ম ও আদর্শ কবুল করুন, তার শোক সন্তপ্ত পরিবারকে ও তার আত্মীয়বৃন্দ, আব্বা, আম্মা ও স্ত্রীকে ধৈর্য্যধারণ করার তৌফিক দান করুন, তার জীবনের ভুলত্রুটি সমূহ পুন্যে পরিণত করুন। তাকে জান্নাতে শহীদ বেলাল হিসাবে সুমহান মর্যাদা দান করুন। আমীন।

www.pathagar.com

হাসিখুশী বেলাল

এ,এম কামরুল ইসলাম

একটি রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য হয়ে যে ব্যক্তি সবার কাছে অর্থাৎ সকল দলের কাছে প্রিয় ছিলেন তার নাম শেখ বেলাল উদ্দিন। বয়সে আমার চেয়ে কিছুটা বড় হলেও অনার্স প্রথম বর্ষে আমার সাথে বি.এল. কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। আমরা যে কয়জন ছাত্র-ছাত্রী একসাথে ভর্তি হয়েছিলাম তাদের সবাই তাকে বেলাল ভাই এবং 'আপনি' বলে কথা বলতেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই শুধুমাত্র আমার সাথে 'তুই' সম্পর্ক হয়ে পড়ল, অন্য সকলেই 'আপনি' থেকেই গেল। বেলাল শহীদ হবার পূর্বদিন পর্যন্ত আমার সাথে সম্পর্কটা 'তুই' হিসেবেই ছিল।

বাংলাদেশের যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহ-শিক্ষা চালু আছে সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিশেষ করে ক্লাসমেটদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অনেক হাসি তামাশা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ, একসাথে ঘুরাফেরা নৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু বেলালকে কখনও কোন মেয়ে বন্ধুর সাথে চোখের দিকে চেয়ে কথা বলতে কেউ দেখেছে বলে মনে পড়েনা। ছেলে বন্ধুতের সাথে 'আপনি' করে কথা বললেও বন্ধুত্বের কমতি কখনও কেউ অনুভব করেনি।

ধীরে ধীরে কলেজ অঙ্গনে শেখ বেলাল উদ্দিন হয়ে উঠলেন উঠলেন অতি পরিচিত মুখ। প্রায়ই ক্লাসে অনুপস্থিত থাকতেন তবে পথসভা থেকে শুরু করে তার দলের কোন সভায় তাকে কখনও অনুপস্থিত থাকতে দেখা যায়নি। ছাত্র রাজনীতির অবক্ষয়ের যুগেও বেলালের রাজনৈতিক বক্তৃতা, নির্বাচনী প্রচারণা ছিল অত্যন্ত মার্জিত। বহুবার তার দলের সাথে অন্যান্য দলের মারামারি হতে দেখেছি কিন্তু কখনও বেলালকে মারামারিতে অংশ নিতে দেখিনি।

এই সদা হাস্যময় মানুষটি একবার দলীয় কারণে জেলে গেলেন। আমি ও বন্ধু সিরাজ খুলনা জেলখানায় তাকে দেখতে গেলাম। জীবনের প্রথম জেলখানার অভিজ্ঞতা তাই কিভাবে দেখা করব কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। বুকের ভিতরে মারাত্মক ভয় এবং কান্না কান্না ভাব নিয়ে জেলের ফটকে গিয়ে দেখা করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সেখান থেকে জানতে পারলাম 'ডিটেনশনে' আছে তাই দেখা করা যাবে না। অত্যন্ত মনোকষ্ট নিয়ে ফিরে এসেছিলাম। কিছুদিন যেতেই বেলাল জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তারপর যখন প্রথম দেখা হলো তখন কেঁদে ফেলতে গিয়েছিলাম। কিন্তু বেলালের মুখে সেই আগের মতই সরল হাসি দেখে অবাক হয়েছিলাম।

প্রথম বর্ষ পার হয়ে দ্বিতীয় বর্ষে যেতেই বেলাল হয়ে পড়লেন কলেজের বেশ বড় গোছের নেতা। তার দল থেকে কলেজ ছাত্র সংসদে জি.এস. পদে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে সামান্য সাত ভোটের ব্যবধানে হেরে গেলেন বেলাল। তবে সে হারের পেছনে অনেক কারসাজি ছিল যা কলেজের প্রিন্সিপাল থেকে শুরু করে সকলেই জানতেন। ভেবেছিলাম এই ধাক্কায় ভীষন দুমড়ে মুচড়ে যাবে বেলাল। কিন্তু না ! সেই একই সরল হাসি তার মুখে সর্বদাই অলংকারের মতো দেখা যেত। পরবর্তী নির্বাচনে আবার ভি.পি পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা এবং একই ফলাফল। কিন্তু বেলালের মধ্যে কাজের আগ্রহ বা সু-মধুর হাসির কোন কমতি কখনও দেখিনি। শিক্ষাজীবন শেষ করে চাকুরী জীবনে প্রবেশের পরও যথারীতি বেলাল আমার সেই তুই 'বন্ধু'। দেখা হলেই প্রথমে সালাম দিয়েই বলতেন 'পুলিশ কেমন আছিস'। উত্তরে আমি বেশ একটা অশোভন কথা বলতাম। কিন্তু তাতে কোন রাগ করতে শুনিনি। সর্বদাই সেই পুরোনো সুমধুর হাসি। সে হাসি আমার কানে এখনও বাজে।

বরিশাল, খুলনা ও ঢাকাতে চাকুরী করাকালীন বহুবার আমার বাসায় এসেছে বেলাল। প্রথম প্রথম আমার স্ত্রীর দিকে কখনও তাকিয়ে কথা বলতেন না। আমার বাসায় খেতেন, থাকতেন কিন্তু আমার স্ত্রীর সাথে মুখোমুখি কথা বলতেন না। আমার এ লেখার পাঠক হয়তো ভাবতে পারেন কথাগুলি বানিয়ে বলছি, কিন্তু আসলে এটাই সত্য এবং এটাই ছিল বেলালের চরিত্র।

আমি জাতিসংঘ মিশনে চাকুরী করাকালীন একবার ছুটিতে দেশে এসে বেলালের সাথে দেখা। সেই স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে 'পুলিশ' বলে পিঠে একটা চড় বসিয়ে ইংরেজীতে লেখা বেশ কয়েকটি ইসলাম সম্পর্কিত বই আমাকে দিয়ে বললেন এই গুলো বিদেশী গিয়ে মানুষকে পড়তে দিস। আমি সানন্দে গ্রহন করে তার নির্দেশ মোতাবেক বইগুলি কর্মরত অনেক বিদেশী বন্ধুদের পড়িয়েছিলাম। এই কাজটি যদি কোন ভাল কাজ হয়ে থাকে তবে সকল প্রশংসা বেলালের প্রাপ্য।

মাঝখানে অনেক কথা, অনেক স্মৃতি বাদ দিয়ে সেই দিনটির কথা বলি। সিআইডি অফিসে বসে কাজ করছি। এমন সময় শুনতে পেলাম খুলনা প্রেসক্লাবে বোমা বিস্ফোরিত হয়ে বেলাল মারাত্মক আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছে। সাথে সাথে ফোন করলাম দৈনিক পূর্বাঞ্চলের সম্পাদক জনাব লিয়াকত আলী ও বেলালের ভগ্নিপতি মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মিয়া গোলাম পরোয়ার এর কাছে। পরদিন ঢাকা সিএমএইচ এ অত্যন্ত কড়া প্রহরা ভেদ করে এক প্রকার জোর করে চলে গেলাম বেলালের বেডের পাশে। সমস্ত শরীর পোড়া। এই প্রথম বেলালের মুখে হাসি দেখতে পেলাম না। বেশ কিছুণ দাঁড়িয়ে থাকলাম নিথর হয়ে। উপস্থিত নার্স এক প্রকার জোর করে আমাকে বের করে দিলেন। চাকুরীর সুবাদে বোমার আগুনে পোড়া অনেক জখমী দেখা এবং শেষ পরিণতির অভিজ্ঞতা আমার আছে।

তাই বুঝতে পেরেছিলাম পরবর্তী অবস্থা। যা হবার তাই হলো। শেষ পর্যন্ত নিজের হাতেই 'লাশ ঘর' থেকে বেরিয়ে আনলাম বেলালের মৃতদেহ। বায়তুল মোকাররম মসজিদে জানাযা পড়ে বারডেম মরচুয়ারীতে নিথর দেহটি ঢুকিয়ে দিয়ে ফিরে এসেছিলাম। মনের মধ্যে এখনও ভেসে ওঠে সেই হাসি, কানে বাজে সেই 'পুলিশ' ডাক। আমি আর কখনও বেলালের মুখে 'পুলিশ' ডাক শুনবোনা। আমার বাসায় তার কোন পদচিহ্ন পড়বে না তবু বেলাল আমার বন্ধু তাই আমি এখনও গর্বিত।

www.pathagar.com

ব্যাথার স্মৃতি

কাজী ফারুক হোসেন

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের মানুষ মনে করেছিল জাতীয় জীবনে শান্তি-সুখের এক শীতল বাতাস বইবে। প্রেম-ভালবাসা, বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব, মমত্ববোধে ভরপুর হয়ে উঠবে মানবজীবন, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি, অশুভ শক্তির অপতৎপরতা দূরীভূত হয়ে এমন একটি আঙ্গিনা গঠিত হবে যেখানে মুক্ত বিহঙ্গের মতো বিচরণ করবে আমাদের সন্তানরা। কিন্তু অচিরেই আমরা দেখতে পেলাম ধীরে ধীরে অশুভ বর্বরতা জেগে উঠতে লাগলো, সামাজিক অবক্ষয় ঘটতে লাগলো দারুনভাবে। সামাজিক অবক্ষয়ের ক্রান্তিলগ্নে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি মানবতার কি দুঃসহ অবমাননা। প্রত্যক্ষ করেছি চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী কর্তৃক নির্যাতিত অজস্র নর-নারীর করুন আর্তনাদ। চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসীদের কাছে অসহায় মানুষ হয়েছে নির্যাতিত, অত্যাচারিত, ধর্ষিত। আকাশে বাতাসে ঘুরে ফিরেছে মানুষের দীর্ঘ নিঃশ্বাস। মানবতা হয়েছে ভুলুণ্ঠিত, পদদলিত। এমনিতরো সামাজিক অবস্থার মধ্যে মানুষ চেয়েছে শান্তি, নিরাপত্তা বেষ্টিত সুখী সমৃদ্ধি একটি সমাজ।

দেশটির চারিদিকে শান্তি, কল্যাণ এবং সম্প্রীতির শুভ প্রয়াস থাকা স্বত্বেও লুকিয়ে গোপন চক্রান্তে লিপ্ত থেকেছে। পদে পদে তারা হত্যা করে চলেছে শান্তি, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি রক্ষাকারী এবং প্রতিষ্ঠাকারী মহাপুরুষদের যাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হবে নিরাপত্তা, শান্তির মহাবাণী। তাদেরই একজন আমার সহপাঠি নির্ভিক সাংবাদিক, দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার খুলনা ব্যুরো প্রধান শেখ বেলাল উদ্দিন। তাকে ৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ ইং তারিখ রাত প্রায় ১০ টার দিকে খুলনা প্রেসক্লাবে অশুভ শক্তির নিষ্ঠুর বোমার আঘাতে আহত করা হলো। কাপুরুষের দল শান্তিকামী বেলালকে আঘাত করলো, কয়েকদিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে শান্তি, নিরাপত্তার পক্ষে যে ছিল সোচচার, যার লেখনির মধ্যে থাকতো দেশ ও জাতির কথা সেই বেলাল ধিরে ধিরে চির নিদ্রায় ঘুমিয়ে গেল। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন) বেলাল সবাইকে ছেড়ে চলে গেল। রেখে গেল সবার বুকে একগুচ্ছ ব্যথার স্মৃতি।

সর্বপ্রথম এ বেদনাদায়ক সংবাদটি আধো ঘুমের মাঝে পেলাম আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডাঃ শেখ মিজানুল হকের কাছ থেকে। রাত প্রায় ১২ টার দিকে মিজান মোবাইল ফোনে এ বেদনাদায়ক সংবাদটি আমাকে দিল। এরপরই আমাদের আর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডাঃ কাজী নওশাদুন নবী আমাকে ফোনে ঘটনাটি জানালো। হঠাৎ করে ধাক্কা খেলাম। বাকহারা ব্যথায় বুকটা ভেঙ্গে আসতে চাইছে। সারাটা রাত চোখের পাতা এক করতে পারিনি। কি এক অসহ্য যন্ত্রনায় ছটফট করেছি। কখনোই ভাবতে পারিনি জীবনের কোন এক সন্ধিক্ষণে বেলাল ঘাতকের নিষ্ঠুর বোমার আঘাতে নিহত হবে। একে একে চোখের সামনে ভেসে উঠলো স্মৃতির পাতাগুলো। স্মৃতি কখনো মধুর, কখনো বেদনাবিধুর। সে কখনো হাসায়, কখনো কাঁদায়। মনে পড়ে বেলাল নিহত হবার কিছুদিন আগে খুলনা জিলা স্কুলের ১২০ বৎসর পূর্তি বিশাল অনুষ্ঠানটি সুচারু রূপে সম্পন্ন করলাম বেলালের সহযোগীতায়। এই বিশাল অনুষ্ঠানটি উদযাপন করার জন্য সর্বপ্রথম বেলাল, খুলনার বিখ্যাত শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ শেখ মিজানুল হক, মীর নজরুল ইসলাম চান, ঢাকায় বসবাসরত বিখ্যাত শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ কাজী নওশাদুন নবী, আমাকে কয়েকবার বলেছে। দীর্ঘ প্রায় এক বৎসর অক্লান্ত চেষ্টার পর আমরা খুলনা জিলা স্কুলের ১২০ বৎসর পূর্তি অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করেছিলাম। বেলালের সাহসী পদক্ষেপ এবং পূর্ণ সহযোগীতার কারণেই অনুষ্ঠানটি সফল করতে পেরেছিলাম। আমি একে একে আমাদের অন্যান্য ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডাঃ এহসানুর রাব্বী, সানোয়ার আলী (উপসচিব), ওয়ার্ড কমিশনার শফিকুল আলম মনা, ডাঃ মোঃ শাহ জামাল, আবু তালেব (উপ-পরিচালক), এমদাদুল হক মোনেম (প্রকৌশলী), শাহিদ আনোয়ার, মোঃ আবু নঈম (ম্যানেজার, হানিফ পরিবহন), খন্দকার কামাল উদ্দিন (ম্যানেজার, অগ্রণী ব্যাংক), সৈয়দ আব্দুল করিম, শফিউল্লাহ এদের সকলের সাথে যোগাযোগ শুরু করি এবং অনুষ্ঠান উদযাপনে সম্পৃক্ত করি। এদের সকলের পূর্ণ সহযোগীতা, উৎসাহ এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতে খুলনা জিলা স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের সমন্বয়ে ১২০ বৎসর পূর্তি অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছিলাম। এই অনুষ্ঠানের সফলতার জন্য প্রাক্তন ছাত্রদের পক্ষ থেকে বেলালই সর্ব প্রথম মহাসচিব হিসাবে আমার নাম পস্তাব করেছিল। আমি মহাসচিব হই। কিন্তু পরে বিশেষ কারণে বেলালের অনুরোধে আমি মহাসচিব পদ ছেড়ে ১ নং যুগ্ম মহাসচিব পদ গ্রহণ করি। এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডাঃ কাজী নওশাদুন নবী, ডাঃ এহসানুর রাব্বি, তাদের আর এক বন্ধু প্রথম এবং বিখ্যাত ল্যাপারেস্কোপিক সার্জন ডাঃ নাঈমকে নিয়ে ঢাকা থেকে খুলনায় এসেছিল। খুবই আনন্দের মধ্য দিয়ে কেটেছিল দীর্ঘ জীবনের এক সংক্ষিপ্ত সময়। তখন বুঝিনি এই আনন্দ একসময় বেদনার অশ্রু হয়ে ঝরবে।

বেলাল তাদের বাড়িতে রসের পিঠা খাওয়ার জন্য

www.pathagar.com

আমাদেরকে দাওয়াত করলো। আমি, ডাঃ নওশাদ, তার স্ত্রী লিসা ভাবী, ডাঃ রাব্বি, ডাঃ নাঈম, ডাঃ শেখ মিজানুল হক, তার স্ত্রী রত্না ভাবী, মীর নজরুল ইসলাম চান সহ আমরা কাকডাকা ভোরে মিজানের বাসা থেকে বেলালদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। বেলাল আমাদের সকলকে খুব যত্ন করে রসের পিঠা এবং গোশ-রুটি খাওয়ালো। ও আমাকে একটু বেশী বেশী করেই খাওয়ালো। বলেছিল ফারুক এগুলো একটু বেশী পছন্দ করে তাই ওকে একটু বেশী করেই খাওয়াচ্ছি। সেদিন কথাটায় আনন্দ ছিল। আজ কথাটা মনে পড়লে কষ্ট পাই। এমন করে কে বলবে আর। খাওয়ার পর আমরা সবাই মিলে বেলালের মাছের ঘেরে গেলাম।

আমরা সেখানে হৈ চৈ করে সময় কাটালাম। বন্ধু চান বিভিন্ন রকম ঠাট্টা করে আমাদের সবাইকে হাসিতে মাতিয়ে রেখেছিল। বেলালের ভাই দোহা, রব্বানি ওরাও আমাদেরকে খুব যত্ন করেছিল। ওরা সত্যিই সুন্দর। বেলালের স্ত্রী একজন অধ্যাপিকা, খুবই ভাল মনের মেয়ে।

রমজান মাসে দেখা না হলে কখনো কখনো বেলাল মোবাইল ফোনে বিভিন্ন জায়গায় ইফতারীর দাওয়াত দিত। ইফতারীতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা বেলাল সে খোঁজও নিত। বেলালের ব্যবহারটা ছিল সত্যিই অতুলনীয়। ঈদের পরদিন আমি আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে ডাঃ শেখ মিজানুল হকের বাসায় এক ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। প্রায় প্রতি ঈদের পর আমরা এই অনুষ্ঠান ডাঃ মিজানের বাসাতেই করে থাকি। একে একে ডাঃ রাব্বি, মীর নজরুল ইসলাম চান, শফিউল্লাহ, সানোয়ার, আনসার আলীরাজ, কামাল, আমি নিজে মিজানের বাসাতে উপস্থিত হলাম। রত্না ভাবী এবং মিজান মিষ্টি হাসিতে সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানালো। অনেক গল্প, অনেক আলোচনা, তারপর খাওয়া দাওয়া। অনেক খাবার মিজান তৈরী করেছে যা, আমাদের উপস্থিতির চেয়ে কয়েকগুণ বেশী লোকও খেয়ে পারবে না। অবশ্য প্রতি বৎসরই মিজান এমনটা করে থাকে। বন্ধুদের প্রতি যত্ন আপ্যায়নে ভাবী এবং মিজান কার্পণ্য করে না কখনো। বেলাল একটা কাজে ব্যস্ত থাকায় আসতে দেরী করছে। মাঝে মাঝে ফোনে দেরীর কথাটা জানাচ্ছে। এক সময় সাঁঝের আঁধার নেমে এলো ধরণীর পরে। দূরে মসজিদের আযানের ধ্বনি বাতাসের তরঙ্গে ভেসে আসছে। বন্ধুরা একে একে সবাই বিদায় নিতে শুরু করেছে। ঠিক এমনই সময় বেলাল এলো। দেরীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করলো। ওর দেরীর জন্য আমরা সবাই কমবেশী রাগ করলাম। অবশ্য সেটা ছিল অভিমান। ওর মুখে সেই চিরাচরিত হাসি। সবাই চলে গেল। বেলাল আমাকে বললো ফারুক তুই থাক। আমরা একসাথে যাব। মিজান এবং রত্না ভাবীর সাথে গল্প করতে করতে রাত প্রায় ১০টা বেজে গেল। বেলালের সাথে আমাকে আবার খেতে হলো। ওরা না খেলে শুনলো না। বেলাল রত্না ভাবীকে বললো ২/৪ দিনের মধ্যে আমি আবার আপনাকে রসের পিঠা খাওয়াবো। এখনই না খাওয়ালে আর খাওয়ানো হবেনা। রস থাকবে না। আমিও পিঠা খাওয়ায় নিমন্ত্রিত ছিলাম। এটাই ছিল বেলালের সাথে আমার শেষ দেখা এবং শেষ কথা। এরপর আমি ঢাকায় চলে আসি। কয়েকদিন পরই শুনতে হলো সেই নিষ্ঠুর কথাটি বেলাল আহত হয়েছে। বেলাল যে কথাটা সেদিন বলেছিল সে কথাটা সে রাখতে পারেনি ঘাতকদের নিষ্ঠুরতার কারণে। এই কথাটা আমাদের হৃদয়কে ভেঙ্গে খান খান করে দেয়। বুকের মাঝে কান্না ঝরায়। ব্যথার ভারে ভারী হয়ে ওঠে মন।

বেলালের মৃত্যুর পর আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সিটি কর্পোরেশনের ২২ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার এ্যাডভোকেট শফিকুল আলম মনা আমাকে খবর দিয়েছিল তার বাসায় যাওয়ার জন্য বেলালের বিষয়ে আলাপ আছে বলেছিল। আমি তার বাসায় গেলাম। মনার মনটা বেশ খারাপ মনে হলো। মনা আমাকে বললো বেলালের জন্য একটা দোয়ার মাহফিল করতে হবে। তুই আয়োজন কর। আমি, ডাঃ শেখ মিজানুল হক, শফিকুল আলম মনা, মীর নজরুল ইসলাম চান, খন্দকার কামাল উদ্দিন, রইসুল ফারুক, মোঃ আবু নঈম সকলে সম্মিলিতভাবে খুলনা জিলা স্কুলের মসজিদে দোয়া মাহফিলের ব্যবস্থা করলাম। ডাঃ আসফার ভাই আমাদের পূর্ণ সহযোগীতা করলেন, খুলনা জেলা প্রশাসক জনাব মাহবুবুর রহমান, খুলনা ইমাম পরিষদের সভাপতি খুলনা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সালেহ সাহেব সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বেলালদের পরিবারের পক্ষ থেকে ওর ভাই অধ্যাপক দোহা, ওর ভাগ্নে হায়দার উপস্থিত ছিল। সালেহ সাহেব দোয়া পরিচালনা করলেন। বেলাল সম্পর্কে বলতে যেয়ে মনার মলাটা ধরে এলো।

জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিচ্ছিলাম আমরা একসাথে। পথ চলতে চলতে কত কথা, কত স্মৃতি, স্মৃতির পাতায় লেখা হয়েছে। হঠাৎ থেমে গেল বেলালের পথ চলা। ভীষণ আঘাত পেলাম। পথ চলতে যেন আর পারছি না। মুষলধারে বৃষ্টি, অমাবশ্যার অন্ধকার রাত, প্রচন্ড ঝড়ের গতি এমনই এক বৈরী আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছানো কিভাবে সম্ভব ভেবে মানসিক অবস্থা ভীষণ খারাপ হয়ে ওঠে। বেলালের মনের জোর ছিল অনেক বেশী। ধর্মের প্রতি জোর ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ়। বেলাল ছিল সত্যবাদী। বেলালের কথা লিখতে গেলে লেখা শেষ হবে না। লিখতে এসেছি। কত কথা, কত স্মৃতি মনের পর্দায় ভেসে উঠছে কোন কথাগুলি লিখবো। কিছুই লেখা হলো না। শুধু এটুকুই বলি আল্লাহপাক রাব্বুল আলামিন বেহেশ্‌তেই বেলালের স্থান দিন। আমীন । বেলালের আত্মার শান্তি হোক। সব কিছুই কেমন যেন এলো মেলো হয়ে আসছে। প্রিয় বন্ধু বেলালের কথা লিখতে যেয়ে চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে। ভিজে উঠেছে চোখ দুটি। আর লিখতে পারলাম না। এখানেই শেষ করতে হলো। কি এক হারানোর ব্যথায় মনটা শুন্যতায় ভরে উঠেছে। আনন্দ নয়, বেদনা বিধুর একগুচ্ছ নিষ্ঠুর স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে স্পষ্ট হয়ে নক্ষত্রের মতো জ্বলে রইলো।

www.pathagar.com

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন স্মরণে

খন্দকার আব্দুল খালেক

বিস্ফোরন! বিকট শব্দে বিস্ফোরন! উহ! কোথায় কি হলো! কোলাহল। রিক্সার দ্রুত পলায়ন। আতংকগ্রস্থ মানুষের দ্রুত স্থান ত্যাগ- ছুটোছুটি। অফিসের চেয়ারে আর না বসে রাস্তায় এসে দাড়ালাম। মানুষ আর রিক্সা প্রতিযোগিতা করে পালাচ্ছে। কি হলো ভাই জানেন না কি? বোম মেরেছে। জানিনা ইত্যাদি। একজন রিক্সারোহী জানালেন প্রেসক্লাবে বোমা মেরেছে। তখনও রাস্তায় দাড়িয়ে আছি। সঠিক সংবাদের জন্য আবারো অফিসে ফিরে গেলাম। অফিস সেক্রেটারী হিসেবে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সিটিএসবি তে ফোন লাগালাম। তারা জানালো প্রেসক্লাবে বোমা মারা হয়েছে। আহত নিহতের খবর এখনও পাওয়া যায়নি।

কিংকর্তব্য বিমূঢ়! অজানা আশংকায় অফিসের চেয়ারটায় বসে থাকতে আর ভাল লাগছিল না। রাস্তা-অফিস করে কিছু সময় কাটালাম। প্রেসক্লাবে টেলিফোন করলাম। কেউ রিসিভ করলো না। সাংবাদিক বন্ধু এরশাদ ভাইয়ের কাছে মোবাইল করলাম। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি জানালেন প্রেসক্লাব চত্বরে বোমা মারা হয়েছে। বেলাল ভাই আহত। --আগুন---।

মোবাইল অফ করে রাস্তায় আসলাম। রাস্তায় এসে কাশেম ভাইকে পেলাম। শিবির সভাপতির মোটরসাইকেলে কাশেম ভাইকে প্রেসক্লাবে পাঠালাম। আহত বেলাল ভাই সেখানে নেই। কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাৎক্ষনিক কেউ বলতে পারলো না। সভাপতি মোবাইল করে আবার জানতে চাইলো বেলাল ভাই কোথায়? ইতিমধ্যে বললাম সদর হাসপাতালে। সদর হাসপাতালে না পেয়ে তিনি আবার জানতে চাইলেন। তখন আমি বললাম আমি বলতে পারবো না কোথায়। কয়েকটি ক্লিনিক ও ব্যাংক হাসপাতালে টেলিফোন করে জানতে চেষ্টা করলাম। প্রিয় নেতা বেলাল ভাই আহত হয়ে কোথায় অবস্থান করছেন, কেউ বলতে পারলো না। আবারো সিটিএসবির স্মরণাপন্ন হলাম তারাই আমাকে জানালো ২৫০ বেড হাসপাতালে আহত বেলাল ভাইকে পৌছানো হয়েছে। দুটি টেলিফোন ও দুটি মোবাইলের মাধ্যমে দায়িত্বশীলদেরকে জানালাম আহত বেলাল ভাই চিকিৎসার জন্য ২৫০ বেড হাসপাতালে। শারীরিক অবস্থার কথা তখনও জানিনা। মোটামুটি সংবাদ আদান-প্রদান করে রাত ১১টার দিকে হাসপাতালে পৌছালাম। তখন আমাদের প্রিয় বেলাল ভাই অপারেশন থিয়েটারে। ৫ফেব্রুয়ারী আনুমানিক রাত ৯.১৫মিনিট এ ঘটনা শুরু।

ঐ দিনেই কয়েকবার তার সাথে আমার দেখা বেলা ৩টার দিকে। স্বভাব সূলভ রসিকতাপূর্ণ ঝগড়ায় তিনি আমাকে বললেন। আপনার আমীর সাহেব আমার মোবাইলের টাকা খরচ করেছে টাকা দেন। ৩টা পর্যন্ত অফিসে বসিয়ে রেখেছেন খানা দেন। ইত্যাদি।

১৯৭৮ সালে শিবির অফিসে (৯নং খানজাহান আলী রোড), বেলাল ভাইয়ের সাথে প্রথম পরিচয়। ২০০৫ সালে ৫ই ফেব্রুয়ারী দুপুর ৩টায় শেষ দেখা, শিবির অফিসে পরিচয় জামায়াত অফিসে শেষ। মাঝখানে সময়গুলো কেটেছে একই আদর্শিক অংগনে।

ছাত্রজীবনে বিভিন্ন পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি আমার শ্রদ্ধেয় সভাপতি। আমি তার অফিস সেক্রেটারী। কত স্মৃতি হৃদয়ে আসে, কত কথাই আর কলমের মাথায় আনা সম্ভব ? কমার্স কলেজ, সিটি কলেজ, মুহসিন কলেজ, দিবা-নৈশ কলেজ, বিএল কলেজ, সকল ক্ষেত্রে আছে স্মৃতি। শান্তিধাম মোড়, রয়্যাল মোড়, আলহেরা মসজিদ, তালতলা মসজিদ, সিটি কলেজের পার্শ্বে শিবির অফিসের এলাকার প্রতি ইঞ্চি রাস্তায় আছে পদচিহ্ন। অফিস থেকে রায়েরমহল বেলাল ভাইয়ের বাড়ীতে কতবার এসেছি হিসাব নেই। সাংগঠনিক প্রয়োজনে , পারিবারিক প্রয়োজনে, কোন অনুষ্ঠানে। এমনকি শীত মৌসুমে পিঠা খেতে-ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে কর্মজীবন পর্যন্ত।

আমি আগে ছাত্রজীবন শেষ করি এবং খুলনা মহানগরী জামায়াতের অফিস সেক্রেটারী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করি। বেলাল ভাই আমার পরে ছাত্রজীবন শেষ করেন এবং পরে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করে রুকন হয়েছেন, কর্মপরিষদ সদস্য হয়েছেন। ছাত্রজীবনে আমার সভাপতি ছিলেন বিধায় সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে সাধারনত ভূল করিনি। এমনি একদিন তিনি জামায়াত অফিসে আমাকে বললেন খালেক ভাই আপনি ঐ চেয়ারে বসেন কারন আপনি দায়িত্বশীল যে আনুগত্য তার কাছে শিখেছিলাম সে আনুগত্য আমি তার মধ্যে দেখেছি।

আন্দোলনে, মিছিলে, যুক্তিতর্কে, বৈঠকে সকল সময় তাঁকে দেখেছি দ্বীনের একজন মুজাহিদ হিসেবে। আন্দোলনের একজন দায়িত্বশীল। অফিসের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে করতে একদিন এশার নামায জামায়াত হারালাম। বেলাল ভাই বললেন অজু করে নেন জামায়াতে নামায পড়েনি। এত রাত, এশার নামায কোন মসজিদে হবে বেলাল ভাই। তিনি বললেন চলেনতো। মটর সাইকেলে করে তিনি আমাকে ধর্মসভা ক্রস রোডের মসজিদে আনলেন তখন জামায়াত শুরু হতে এক থেকে দেড় মিনিট বাকী। আমাকে হেদায়েত দিলেন অফিস সেক্রেটারী হিসেবে জানা উচিৎ কখন কোথায় কোন নামাজ হয়। নামাজের ব্যাপারে এত সতর্ক ও যত্নবান ছিলেন বিধায় বেলাল ভাইয়ের পক্ষে সম্ভব হয়েছে প্রেসক্লাবের মত স্থানে নামাযের জায়গা করা।

স্মৃতি জড়িত ২৭টি বৎসরের বহু ঘটনা লিখা সম্ভব। কিন্তু লিখতে পারিনা হাতের লেখা খারাপ তাই বেলাল ভাইয়ের কাছে ধমক খেয়েছি বহুবার, বানান ভূল হয় তার জন্য বার বার পেয়েছি সংশোধনী।

আন্দোলনের সাথী বেলাল ভাই, দায়িত্বশীল বেলাল ভাই, সবকিছুর পরেও বেলাল ভাই বন্ধু। হাসি-তামাসায়, রম্য আলোচনায় বেলাল ভাইয়ের জুড়ি ছিল না। সকলে নিজ

www.pathagar.com

শেখ বেলালের শেষ স্মৃতি কথা

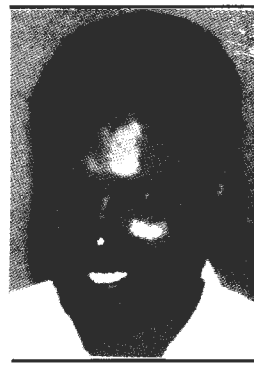

মুহাঃ ফরিদ হোসাইন

১১ ফেব্রুয়ারী শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীনের শাহাদাতের এক বছর অতিক্রান্ত হলো। তিনি কি জন্য শহীদ হলেন, কি তার অপরাধ- এ ঘটানার সাথে কারা জড়িত, বিচার কবে হবে, অপরাধীরা শাস্তি পাবে কিনা- নানা প্রশ্নের ঝটলায় একটি বছর কেটে গেলো। বিচার প্রাপ্তির আকাংখা নিয়ে শহীদের স্মৃতিকে উপজীব্য করে আমরা আজীবন তার কথা ভূলবোনা এটাই স্বাভাবিক।

গত বছর হজ্ব সম্পন্ন করে দেশে ফিরেছিলাম ৫ ফেব্রুয়ারী, সঙ্গে ছিল আমার শ্বশুর, শাশুড়ী এবং আমার সহর্ধর্মিনী। অর্থাৎ শেখ বেলালের মা, বাবা ও সেঝ বোন। উনি কেন এয়ারপোর্টে নেই , কেন মা- বাবাকে রিসিভ করতে এলেন না। মায়ের নিকট প্রশ্ন দ্বিধা দ্বন্দের ঝড়। হজ্বে যাওয়ার সময় উনি এবং উনার ভগ্নিপতি আমার ইমিডিয়েট ছোট ভায়রা জনাব মিয়া গোলাম পরওয়ার এমপি আমাদেরকে সী-আপ করতে এসেছিল। একজন সাংবাদিক, একজন এমপি থাকার সুবাদে উভয়ে একদম ইমিগ্রেশনের ভিতর যাওয়ার আনুমতি পান। এবং বিমান ছাড়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মা-বাবার সাথে কাটান। এটাই যে তার সাথে আমাদের শেষ দেখা তখন কেউ তা বুঝতে পারিনি। তিনিই মা, বাবার হজ্বের সার্বিক ব্যবস্থা করেছেন এবং এয়াপোর্ট পর্যন্ত এসে বাবা-মাকে এশার নামাজ আদায় করিয়ে ইহরাম পড়িয়ে হজ্বের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিলেন। সেই বাবাই হজ্ব থেকে ফিরে বড় ছেলেকে কাফন পরাবেন বা পরাতে হবে সেদিন তা কে জানতো। বাস্তবে হলো তাই। সী-আপ করতে হজ্বে পাঠাতে যে ছেলে অর্থের যোগান দিয়েছে, ব্যবস্থা করেছে, পবিত্র ভূমি মক্কা-মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানার প্রাককাল পর্যন্ত এয়ারপোর্টে বাবা-মার সঙ্গে কাটিয়েছে।

নিজ অবস্থানে থেকে মনে করে আমার সাথেই বেলাল ভাইয়ের সবচেয়ে বেশী হৃদ্যতা। এটাই বেলাল ভাইয়ের বৈশিষ্ট্য। অন্যকে তিনি অতি সহজেই আপন করে নিতে পারতেন, মুহূর্তের মধ্যে বন্ধু হয়ে যেতে পারতেন অপরিচিত জনের নিকট। একবার তার সাথে যার পরিচয় হয়েছে সে হয়তো কোন দিন বেলাল ভাইকে ভূলতে পারিনি।তাইতো সে দিন ৫ফেব্রুয়ারী হাসপাতালে ছুটে এসেছেন অনেকেই। রাজনীতিবিদ, চিকিৎসক, সাংবাদিক, প্রশাসনের কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ সকলেই একনজর বন্ধু বেলালকে দেখার জন্য হাসপাতালে উপস্থিত হয়েছিল। চাপা কান্নায় হাসপাতালের বাতাস ছিল ভারী। পরের দিন সকালে উন্নতমানের চিকিৎসার জন্য ঢাকায় প্রেরণ- হেলিকপ্টার সহযোগিতায় চিকিৎসা সুবিধা সহ সকল কিছুই সম্ভব হয়েছিল বেলাল ভাইয়ের ব্যক্তিত্বের কারনে। এ যেন নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে গেছেন। টানা ৫দিন সিএমএইচে চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে পাঞ্জা লড়ে তিনি জয়ী হয়ে শাহাদাৎবরণ করেন।

আহত হয়েই শাহাদাতের কামনা ব্যক্ত করেছিলেন আমাদের বেলাল ভাই। ১১ফেব্রুয়ারী আল-ফারুক সোসাইটিতে সাংগঠনিক প্রোগাম চলছিল। ১১টার দিকে মোবাইলে সংবাদ এলো বেলাল ভাই শাহাদাত বরণ করেছেন। প্রোগ্রাম বাতিল করে ছুটে যেতে হলো রায়েরমহলের বাড়ীতে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শহরের সর্বত্র সংবাদ জানিয়ে দেবার জন্য পূনরায় অফিসে এসে বসলাম। কর্মসূচী তৈরী করা হলো।

১২ফেব্রুয়ারী শহীদের কফিন হেলিকপ্টারে করে খুলনায় আনা হবে। লাশ দাফন হবে রায়েরমহলের বাড়ীতে পারিবারিক গোরস্থানে এবং জানাযা হবে সার্কিট হাউস ময়দানে এবং রায়েরমহলে।সার্কিট হাউসের জানাযা অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আমার। সে মোতাবেক মাঠের পশ্চিম প্রান্তে কফিন রাখার জন্য সামিয়ানা প্যান্ডেল করা হলো। একনজর দেখার সুবিধার্থে বাশের ব্যারিকেড তৈরী, মাইকের ব্যবস্থা, কাতার সোজা করার জন্য উত্তর দক্ষিনে রশি টাঙ্গানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

দুপুরের বাড়ী ঘুরে কফিন এসে পৌছালো সার্কিট হাউস ময়দানে। লোকে লোকারন্য। কফিন রাখা হলো নির্দিষ্ট স্থানে। প্যান্ডেলের নীচে অবস্থান নিলেন মুহতারাম আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, ঢাকা থেকে আগত জামায়াত ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, পার্শ্ববর্তী জেলার সম্মানিত আমীরগন।

সৌভাগ্য বেলাল ভাইয়ের ঢাকার জানাযায় সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম এবং খুলনার নামাজে জানাযায় আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আন্দোলনের দুজন সিপাহসালার ইমামতিতে নামাজে জানাযা সম্পন্ন হয়।

বিপুল সংখ্যক মুসল্লিদের উপস্থিতি। মুরুব্বীদের মুখে প্রকাশ খুলনার ইতিহাসে এতবড় জানাযা নামাজ আর কখনও অনুষ্ঠিত হয়নি।সকল ক্ষেত্রে জনতার চাপে বেলাল ভাইয়ের মুখটা আর আমি দেখতে পারিনি। শেষ দেখা তাই ৫ফেব্রুয়ারী দুপুরে।

অধিক রাতে আর ডাকবেন না বেলাল ভাই-খালেক ভাই আসেন আমি বাড়ী যাচ্ছি মটর সাইকেলে আপনাকে আল-ফারুক সোসাইটিতে নামিয়ে দিব। শীত ও বর্ষায় এমন সহযোগিতা কতদিন পেয়েছি তার হিসেব নেই। কাজের ব্যস্ততা থাকলে একটু দেরী করতে বললে তিনি বলতেন, "কেন দেরী করবোনা না আপনি আমার চেয়ে বড় দায়িত্বশীল"। আপনি এত পথ ঘুরে যাবেন বলে আপত্তি জানালে তিনি এধরনের কথাই বলতেন।

আজ বেলাল ভাই শুধু স্মৃতি নয়। বরং তিনি এক আদর্শ। ইসলামী আন্দোলনের একজন মর্দে মুজাহিদ। তার কর্মী হিসেবে আল্লাহর কাছে কামনা করি। মাবুদগো ! আমাদের বেলাল ভাইকে তুমি শাহাদাতের মর্যাদা দান কর। আমীন।

www.pathagar.com

সেই মা-বাবা যখন হজ্জ পালন শেষে দেশে ফিরে এলো তখন সেই ছেলে রিসিভ করতে এয়ারপোর্ট আসবে, এটাই অন্তরের দাবী, প্রানের টান। কিন্তু এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে এসেছে শেখ বেলালের ছোটভাই কুতুব উদ্দীন রব্বানী, তার ভাগিনা জুনায়েদ এবং সাব্বির। আমার অন্তরেও এ নিয়ে ভীষণ খটকা ওরা কেউ এ বিষয়ে মুখ খুলছেনা, বিভিন্নভাবে বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছে। বিকাল সাড়ে চারটায় এয়ারপোর্ট হতে বাসায় পৌছলাম। দেশে প্রত্যাবর্তনের আনন্দ কি এক অশুভ আশংকায় নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। মনে অশান্ত ভাব নিয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে একটু বিশ্রামের পরিকল্পনা থাকলেও, তা আর হলো না। মনের উদ্বিগ্নতায় খুবই অস্থিরতায় বিকাল কাটলো। বাগ মাগরিব একান্ত নিবৃত্তে রব্বানী ও জুনায়েদকে ডেকে শক্ত করে ধরার পর দুর্ঘটনার সার্বিক বিষয় অবহিত হলাম। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরটা আতকে উঠলো। কিছুক্ষনের জন্য স্তব্দ হয়ে গেলাম। দোয়া করতে লাগলাম আল্লাহ তুমিই ভাইজানকে ফিরিয়ে দাও। কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা খুলনার রায়েরমহলের আল্লাহর দান মঞ্জিলের বাগান হতে ভাল ফুলটা ফেরত দিবেন না, শহীদের মর্যাদায় সমাসীন করে দুনিয়া হতে তুলে নিলেন। স্বার্থক হয়েছে তার জীবন। আমরা যারা তার আকস্মিক মৃত্যুতে ব্যথিত। তাকে ভূলতে পারছিনা তাদের একটাই শান্তনা আমরা শহীদের পরিবার। শহীদ আল্লাহর খুবই প্রিয়। আর এই প্রিয়ত্বের মহিমায় তিনিও আমাদের নিকট চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। স্মৃতিপটে জ্বল জ্বল করে চিরদিন জ্বলবে। শেখ বেলাল ভাইয়ের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাত ১৯৮২ সালের ২৫শে আগষ্ট মরহুম সিদ্দিক জামাল ভাইয়ের বাসায়। জনাব সিদ্দিক জামাল ভাই ছিলেন, আমার ছাত্র জীবনের নেতা, আমি তার খুব স্নেহভাজন ছিলাম। তিনিই আমার বিয়ের প্রস্তাবক ছিলেন। উনার মাধ্যমেই শেখ বেলাল ভাই সম্পর্কে এবং তার পরিবার সম্পর্কে অবহিত হই। ছাত্র ইসলামী আন্দোলনে শেখ বেলাল ভাইয়ের অবদান, পরিবার গঠন ও সামাজিক কাজে তার যোগ্যতা, দক্ষতার উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেই সেদিন খুলনায় আত্মীয়তার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তারপর নিকট আত্মীয় হিসেবে কাছে থেকে দেখেছি তিনি শুধু নিজ পরিবারই নয়, সকল আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সংগঠনে সহ-কর্মীদের নিকট তিনি ছিলেন সবার মধ্যমনি, প্রিয়ব্যক্তিত্ব দরদি মানুষ, সদা হাস্যজ্বল, দৃঢ়চেতা, আত্মপ্রত্যায়ী মানুষ। ইসলামী আন্দোলনই ছিল তার জীবনের উদ্দেশ্য। এভাবেই গড়ে তুলেছিলেন গোটা পরিবার।

পরিশেষে এই বলে শেষ করতে চাই, শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন আল্লাহর সৈনিক হিসেবে আল্লাহর দরবারে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন; উনার জীবন স্বার্থক হয়েছে। উনার মনের স্মৃতিই আমাদের স্মৃতির সাগরে ঢেউ জাগাবে কাতর করতে চাইবে। আমরা কাতর না হয়ে তার থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে গড়ে তুলবো সুন্দর ভবিষ্যত। তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তের দায়ীত্ব নিয়ে এগিয়ে চলবো এবং দোয়া করবো আল্লাহ আমার ভাইজানকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন। আমীন।

দ্বিতীয় বেলাল

জুলফিকার আলী

বেলাল নামটি এত মধুর তা শুধু ঈমানদারগনই বুঝতে পারে যখনই তা উচ্চারিত হয়। এনামটি কোনদিনই পুরাতন বলে মুসলিম সমাজ জানেনা। চৌদ্দশত বছর আগের নাম অথচ উচ্চারণের সাথে সাথেই বেহেশতী আকর্ষনে দিল ভরে যায়। হে বেলাল, কে দেখে তোমায় হাবসী বেলাল, কাফ্রী বেলাল আর গোলাম হিসেবে বেলাল ? তুমিতো সকল মুসলমানদের সোনার বেলাল, মধুর বেলাল, মোয়াজ্জিন বেলাল আর রহমানের নিকট গন্য হলো বেহেস্তী বেলাল হিসেবে। বেলালের পদধ্বনি শুনতে পেলেন নবীজি মেরাজে। তোমার পিঠের পোড়া দাগ আজও আমাদের বিষাদের সিন্ধুতে ঢেউ জাগায়।

শ্রেষ্ঠ বেলালের অনুকরনে বাংলায় পাঠালেন প্রভু দ্বিতীয় বেলালকে। জন্ম নিলে তুমি মাতুলালয়ে দৌলতপুরে সুগন্ধি গ্রামে। তোমার মামা আজান দিল প্রাণভরে। তোমার ধার্মিক নানা তোমার নাম রাখলেন কাফ্রী বেলাল আর হাবসী বেলালের অনুকরনে "বেলাল"। তোমার কাজ-কর্মে, চেহারা-সুরতে যেন হাবসী বেলালের মিল খুজে পাই। তাই তোমাকে ভালবেসেই মোয়াজ্জিন নামে ডাকতে ভাল লাগতো। তোমার জীবন ছিল ইসলামে বিলীন। ছোটবেলা থেকেই ইসলামকে এত ভালবেসেছিলে যে, ইসলামী আন্দোলন করতে গিয়ে নিজের পার্থিভ জীবন ঔচ্চে তোলার চেষ্টা করনি। সারা দিনমান ভরে দেখেছি তোমায় ইসলামী সমাজের সাথে মিলেমিশে কাজ করে গেছ। বিরক্তির কোন ছাপ লাগেনি তোমায়। দেখেছি তোমাদের বাড়ীতে ইসলামী আন্দোলনের লোকজন আসছে, থাকছে, খাচ্ছে। বাড়ীর কেউ তাতে বিরক্তি বোধ করছেনা। সবাইকে তুমি একই সুত্রে গেথেছিলে। কি মিলনের তীর্থভূমি ছিল তোমাদের বাড়ী। হীরার জ্যোতির ধারা না পড়লে এরকম হয়না কখনও। এক্ষেত্রে মনে পড়ে যায় আরেক মুজাহিদ গাজী এরশাদের কথা। যে তোমাদের পরিবারে প্রথম ইসলামী আন্দোলনের সূচনা করছিল। তোমরা আজ দুজনে পাশাপাশি শুয়ে আছ দুনিয়ার কলুষমুক্ত সমাজ ছেড়ে। তোমাদের প্রতি দোয়া রইল অশেষ আমাদের।

তোমার ক্ষনকালের জীবনে দেখেছি আত্মীয়-সজন, পাড়া-প্রতিবেশী, হিন্দু-মুসলিমের উপকারে তুমি ক্লান্তি বোধ করনি। তোমার নিঃস্বার্থ প্রেম যেন তাদের সর্বদা কাছে ডেকেছে। কারও চাকুরী, কারও আর্থিক সাহায্য আবার কারও লেগেছে চিকিৎসা সাহায্য। এসব তুমি তোমার দরাজ দিল, আর হস্ত প্রসারিত করেছ অকাতরে। তোমার বুদ্ধির পরামর্শে অনেকে পথের দিশা পেয়েছে। আলেম আর ইসলামী জনতার সাথে ছিল তোমার দিলের বন্ধন। এটাতে নীরেট বেহেস্তী ধারা মদিনার ইশারা। এসবের প্রমান মিলেছে তোমার শহীদের পরে। জনতার হাজার ভীঁড় তোমাকে শেষবার একবার একনজর দেখার

www.pathagar.com

তরে। সবাই কাঁদছে আর বলছে "এত ভালবাসার লোক আমরা আর কোথায় পাব, কার কাছে গিয়ে আমাদের মনের কথাগুলো শুনাবো" ? আর কে-ই বা ভালবেসে, সৎ-পরামর্শ দিয়ে আমাদের উপকারে আসবে ?

তোমার উপর তোমার পিতা-মাতার এত স্নেহ আর আস্থা ছিল যে, তোমার কাছে কোনদিন তারা না বলেনি বরং খুশীমনে তোমার কাজকে তার গ্রহন করেছে। রহমতে এলাহী তোমার বুদ্ধিমত্তা ছিল বেশ প্রখর। তাই আমরা বয়সে বড় হয়েও তোমার নিকট থেকে অনেক পরার্মশ গ্রহন করতাম। সমাজের ছোটবড় লোকজন এসেও তোমার কাছে পরামর্শ চেয়েছে। তুমি তাদের সর্বদাই সৎ পরামর্শ দিতে, বিচার-সালিশে কখনও পক্ষপাতিত্ব করনি বলে লোকজন তোমার জন্য কাঁদে আর দোয়া করে। তুমি অনেকবার আমার সামনে বলে তৃপ্তি পেতে যে, আমার ভগ্নিপতিরা কোন একটি জিনিসের ব্যাপারে একইভাবে দেখে, একইভাবে শুনে এবং একইভাবে ব্যাখা করে। এর পিছনেও তোমার উপর আল্লাহর অশেষ রহমত ছিল। এসব হয়েছে তোমার পছন্দের উপর। তোমার ভাগ্নে-ভাগ্নিরা তোমাকে তাদের প্রানের মতই ভালবাসতো বলেই তোমার শহীদের পরে তাদের ক্রন্দনমাতম দেখে ভাল করেই বোঝা যায়। তাদের লেখা-পড়া ও অন্নান্যভাবে চলার পথের দিশা তুমি দিতে আর তারা সে ভাবেই চলতো। ভালবাসার বন্ধন আত্মীয়দের মধ্যে এমন ছিল তোমার যে, তোমার কাজের উপর সবাই খুশী হতো নির্দ্বিধায়। তাই তোমার শাহাদাতের ফলে তাদের মাঝে এত শোকের তুফান চলেছে যে, তা বর্ননার অতীত। তারা বদ্ধপাগল হয়ে যায়নি কেবল ইসলামী আন্দোলনের ফলে। তাই তারা কেঁদেছে আর তোমার শাহাদাতের জন্য অফুরন্ত দোয়া করে ফিরেছে। আমি নিজে মিষ্টি পছন্দ করি হেতু তোমাদের বাড়ী যখন যেতাম তখন তুমি খুলনার ভাল মিষ্টি নিয়ে আসতে আর কাছে বসিয়ে খাওয়াতে। তোমার শাহাদাতের মাসখানেক আগে রাজশাতী হতে তোমাদের বাড়ী আসলে তোমার আনা মিষ্টি খেলাম তৃপ্তি সহকারে। এরপর রসের ফিরনী খাওয়ালে তোমার সামনে বসিয়ে। এবার ঈদ-উল-ফিতরে তোমার দানের পরিধি যেন আল্লাহ অনেক বাড়িয়ে দিলেন। আত্মীয়-সজন সকলকে তুমি নতুন কাপড় দিলে। আমাকেও একটা পাঞ্জাবী দিলে খুশী হয়ে। আমি তার জন্য বলেছিলাম "কেন এ বয়সে আমাকে উপহার দেয়া"। প্রভূ তোমাকে ভালবেসেই এবার শেষবারের মত তোমার দিল ও হাত প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। এসব স্মৃতি শুধু দুনিয়াতে নয় আখেরাতেও ভূলতে চাই না। তোমার শাহাদাতে তোমার বিয়োগ ব্যাথার শোকে বর্ণনার অতীত কাতর। আবার অশ্রুসিক্ত নয়নে তোমার সৌভাগ্য খুশীতে বাগ বাগ। তোমার তিনবার জানাজায় হাজার হাজার লোক আরা তাঁরা শোকে কাঁদছে এবং বলছে, "আল্লাহ শেখ বেলালকে শহীদ হিসেবে গন্য করে নাও"। তোমার উপর বোমা হামলার পর তোমার চোখের অবস্থা খারাপ জেনে আমি নিয়ত করে রেখেছিলাম যে, আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখলে আমার একটি চোখ তোমাকে দিয়ে দিব। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছাতে তা নয়। আমরা সম্পুর্নভাবে আল্লাহর ইচ্ছার উপর খুশি। যদিও প্রেমপ্রীতির বিচ্ছেদে কাতর ও কাঁদছি।

তোমার আহত হওয়ার খবর শুনে শুক্রবার সকালে রাজশাহী থেকে তোমাকে দেখার জন্য রওয়ানা হয়ে বেলা আড়াইটায় ঢাকায় পৌছে শুনলাম বৃহস্পতিবার রাতেই তোমার শহীদের সময় নির্ধারিত হয়ে ছিল। খবর শুনে কাঁদতে পারছি না। শুধু বলে যাচ্ছিলাম প্রভু আমাদেকে রহমত কর। জাহিমা (বেলালে সেঝ বোন) আমার কথা শুনে উর্ধঃশ্বাসে ভিতর থেকে ছুটে এসে আমার একটু দুরে দাড়িয়ে কথা না বলেই এমনভাবে কাঁদতে লাগলো তা ভাষার অতীত। তার কাঁদায় যেন আমার হৃদপিন্ড বড় ধরনের পাথরের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। কাকে কি বুঝ দিব। আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না কিছু। কি অপূর্ব নিয়ামত আমাদের মাঝ থেকে প্রভু তার কাছে নিয়ে গেলেন। তখন শুধূ বলে যাচ্ছিলাম আল্লাহ তুমি আমাদেরকে রহমত কর আর তোমরা সবাই আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি পুরোপুরি রাজী হয়ে যাও।

আমাদের সেই প্রানপ্রিয় প্রথম বেলাল (রঃ) তখন যেমন সবার প্রিয় ছিলেন আমাদের মাঝেও তার মতই প্রায় প্রিয় হয়ে দ্বিতীয় বেলাল হিসেবে খেতাব লাভ করলে। তোমার ব্যবহার ভাল ছিল সবার প্রতি একথা বললে কোনরকমই ঠিক হবে না। তোমার ব্যবহার ছিল মধুময়। তুমি হযরত বেলাল (রঃ) এর মত পোড়া দাগ নিয়ে হাজির হলে আল্লাহর দরবারে। তোমার প্রতি মানুষের এত ভালবাসা ছিল তার প্রমান মেলে তোমার শহীদের পরে। তোমার শহীদের খবর, রেডিও,টি,ভি বা অন্য যে কোন ভাবে শুনে জনতার ঢল নামলো তোমাকে শেষবারের মত দেখার জন্য আর তোমার জানাজায় শরীক হতে। কিসে বেহেস্তী আঞ্জাম। প্রথম জানাজা জুম্মাবার আছরের সময় বায়তুল মোকাররমে হলো। ইমামতি করলেন অধ্যাপক গোলাম আযম। দ্বিতীয় জানাজা শনিবার বাদ জোহর খুলনা সার্কিট হাউজ এ। ইমামতি করলেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। আমিও ঐ জানাজায় উপস্থিত ছিলাম। সবাই কাঁদছে দারুন মর্ম ব্যাথায়। মনে হচ্ছিল বেহেস্তী আবহাওয়া সেখানে দোলা দিয়ে যাচ্ছে। তৃতীয় ও শেষ জানাজা হলো রায়েরমহলে । কি করুন দৃশ্য ! সবাই কাদছে। এ গ্রামেই ছোটবেলা থেকে মানুষের মহব্বতের মাঝে তুমি বড় হয়েছিলে। এখানেই তোমাদের গ্রামের মাঝে মানুষের ঢল নামলো তোমাকে শেষবারের মত দেখার জন্য। মানুষকে সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে বারবার। সবার অশ্রুসিক্ত নয়ন। কে কাকে বুঝ দিবে। তোমাদের পারিবারিক কবরস্থানে তোমাকে শায়িত করা হবে। আমি জনতার ভীড় ঠেলে কবরে নামলাম তোমাকে শায়িত করতে। তুমি সারাজীবন মানুষকে ডেকেছ রাসুলের (সাঃ) মিল্লাত ভারী করতে যার সাক্ষ্য মিলে তোমার তিনটি জানাজায় এত লোকের ভীড় দেখে। তোমাকে কবরে রাখতেও যেন কোন এক বেহেস্তী ভালবাসা জড়িয়ে ধরছে। বলতেছিলাম বারবার "বিসমিল্লাহি আলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহ"। কি সৌভাগ্য তোমার। যে মিল্লাতের জন্য কাজ করলে সারা জীবন, আর জীবন বিসর্জন দিলেও সেই পথে। কবরে তোমাকে রাখলামও সেই রাসুলের (সঃ) মিল্লাতের উপর। হাবসী বেলালের আজানের সুরের সঙ্গে তোমার গানের সুর যেন

www.pathagar.com

একাকার হয়ে লোকদের ডাকছে আল্লাহর পথে। কি কুদরতী আশ্চর্যভাবে তুমি গেয়ে গেলে তোমার জীবনের শেষ গানটি।

ঝড় যদি ওঠে মাঝ দরিয়ায়
ভয় করিনা তাতে নবী মোর....

সারা মুসলিমের প্রতি কোরআনের অনুকুলের গান। মুসলিমরা চলতে কত ঝড়-ঝঞ্জা আসবে সামনে, তাতে ভয় করার কি আছে ? আল্লাহ ও রাসুল (সাঃ) আমাদের সাথে রয়েছে। তোমার তিরধানে তোমার প্রেম-প্রীতির বিচেছদে আমাদের মাঝে ভীষন অন্ধাকারাচ্ছন্ন ঝড় বয়ে যাচেছ। যার আঘাতে আমাদের হৃদপিন্ড বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম দেখা দিয়েছে। কিন্তু তুমি যেন প্রভুর ইচ্ছার অনুকুলে শেষবারের মত এ গান গেয়ে আমাদেরকে আল্লাহর ভরসার উপর পূর্ন তাওয়াক্কুল এর দিক নির্দেশনা দিয়ে গেলে। কি অলৌকিক খেলা প্রভুর। অন্য কোন গান তোমার মুখ রহমানুর রহিম বের করলেন না। তোমার শহীদের পরে তোমার দোয়ার মাহফিলে দেখেছি কান্নার রোল। তোমার বিয়োগ ব্যাথায় মানুষগুলো কেঁদে কেঁদে ভালবাসার আকুতি জানাচেছ দরগাহে এলাহী " হে প্রভু বেলালকে তুমি শহীদ হিসেবে কবুল কর।" আমার মনে হচ্ছিল এত মানুষের দিলের আকুতির সঙ্গে প্রভুর রহমত মিশে গেছে। কি মহান সৌভাগ্য তোমার। তাই অশ্রুসিক্ত নয়নেও তোমার সৌভাগ্যের জন্য খুশীতে দিল ভরে যায়। কেউতো এখানে থাকবেনা। সৌভাগ্যের প্রস্থানইতো সবার কাম্য। তাই যাবার বেলায় সৌভাগ্যের নিশান হাতে নিয়ে প্রস্থান হলো তোমার !

ভবে এসেছিলে যবে
কেঁদেছিলে তুমি
হেসেছিলে সবে।
এমন মহান কাজ করে গেলে
হাসলে তুমি কাঁদলো সবে।

আমার চোখে দেখা এক আদর্শ নেতা

সাহারা পারভীন তারু

দিন যায় রাত আসে, সময়ের পরিবর্তন হয়, এভাবে অবিরত প্রক্রিয়ায় পৃথিবীও ছুটে চলেছে মহাকালের দিকে। একজন যায় একজন আসে, অনেকের যাওয়া দেখেছি, কষ্ট পেয়েছি, কেঁদেছি ও কিন্তু প্রচন্ড আনন্দ আর প্রচন্ড কষ্টের মাঝামাঝি কখনো পড়িনি। একদিকে অসীম কষ্ট ইসলামী আন্দোলনের অগ্রপথিক, আমার অভিভাবক ও সকল প্রেরণার উৎসকে হারিয়ে। অন্যদিকে প্রচন্ড আনন্দ তার বীর বেশে চলে যাওয়া দেখে, এভাবে যেতে পারলে আর কারো কোন দুঃখ থাকেনা। মৃত্যু তাকে আলিঙ্গন করতে পারেনি, তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন। পৃথিবীতে থাকা অবস্থায়ও তিনি সবাইকে জয় করেছেন। যখন যেখানে গিয়েছেন কারো সাথে মিশেছেন তখন সে মনে করেছে তিনি হয়ত তাকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। এ এক অদ্ভুত ক্ষমতা সবাইকে জয় করা। আর সেজন্যই তিনি হয়েছেন আমার চোখে দেখা এক আদর্শ নেতা।

লেখালেখির অভ্যাস আমার মোটেও নেই কিন্তু আজ এমনই এক আদর্শ নেতার জন্য কিছু লিখতে ইচ্ছা করল। উনার সাথে আমার মাত্র ২ বছরের পরিচয়, সম্পর্কে আমি উনার ছোট ভাইয়ের (দোহা) স্ত্রী। উনি এবং ভাবী আমাকে পছন্দ করেই এ বাড়ীতে এনেছিলেন। বিয়েতে অনেক সমস্যার ভিতরও তিনি আমার ভাসুর নয় বরং ভাইয়ের মত সব কিছু মাথায় নিয়ে সব সমস্যার সমাধান করেছেন। আমি বিশ্বাস করি বেলাল ভাইজান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার প্রতি এক রহমত। আমাদের বিয়ের পর আমার মনে হয়েছে আমি বেহেশতে আছি। আমার বিয়ের আগে টেলিফোনে উনি বলেছিলেন- তারু তোমার ভাগ্য খুব ভালো যে তুমি দোহার মত একটা ছেলে পাচ্ছ। আর তাছাড়াও আমাদের বাড়ীতে তোমার কোন কষ্ট হবেনা। সত্যিই তাই, উনি যে আদর্শগত একটা পরিবার সৃষ্টি করে রেখে গেছেন তা অতুলনীয়। এখানে কারো কোন কষ্ট থাকতে পারেনা, এ এক শান্তির নিবাস।

আমাদের বিয়ের পর কোথায় বেড়াতে যাব, কোথায় থাকব, কিভাবে যাব, কোন বাড়ীতে যাব তার সব কিছু উনি ঠিক করে দিয়েছিলেন। আমরা রাতে টিকেট কিনে এনেছিলাম বাসের সামনের সিটে। উনি উনার ভাইকে ধমক দিয়ে বললেন মহিলা নিয়ে সামনে বসে ভালো জার্নি হয় নাকি। সেই রাতে উনি টেলিফোন করে ভালো সিটের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন এবং খুব ভোরে উঠে আমাদের বিদায় দিয়েছিলেন। এরপর ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি যখন যেখানে থেকেছি সব সময় তিনি মোবাইল করে খোঁজ খবর নিয়েছেন এবং তার পরিচিত লোক, প্রেসক্লাব, মেজরের বাসা সবখানে আমরা সম্মানের সাথে সুন্দরভাবে ঘুরে আসতে পেরেছি। উনার সব সময়ের খোঁজখবর আমাদের প্রেরণা যুগিয়েছে; এজন্য কখনো মনে হয়নি আমরা বাড়ির বাইরে আছি। মনে হয়েছে নিজেদের এলাকায় ঘুরছি এবং সব যেন পরিচিত লোক এবং ভাইজানও আমাদের সাথে আছেন।

ভাইজান আমার রান্নার খুব প্রশংসা করতেন, উনার এই প্রশংসার জন্য আমার কখনোই মনে হয়নি আমি প্রথম রান্না করছি বা খারাপ রান্না করি। জানিনা রান্না আসলে কেমন হতো, তবে উনার উৎসাহ আমাকে দ্বিগুণ অনুপ্রাণিত করত। একদিন ভাইজান প্রেসক্লাবে আমার বড় ভাইকে ডেকে বললেন সাইফুল ভাই তারু আজ এ+ পেয়েছে। এ শুনে বড় ভাই তো অবাক কিসে আবার এ+ পেল। তখন উনি হেসে বললেন আজ টক রান্নায় এ+ পেয়েছে বলে দুজনে খুব হাসলেন। শুধু রান্নার ক্ষেত্রে নয় যখন আমার অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের রেজাল্ট বেরুলো তখন উনি খুব খুশি হলেন এবং আমি ঘুম থেকে উঠার আগে প্যাকেট ভর্তি সন্দেশ এনে টেবিলের উপরে রাখলেন এবং আমি উঠার পর আমাকে বললেন তুমি আগে মিষ্টি খাবে তারপর সবাই খাবে। আমার জীবনে সেদিন ছিল এক অপ্রত্যাশিত এবং অনাবিল আনন্দ যা মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। আমি কখন পড়তে যাব,

www.pathagar.com

কলেজে যাব তা সব সময় খোঁজ নিতেন এবং ভালোভাবে পড়াশুনা করতে বলতেন। আমাকে একদিন বললেন তুমি কলেজে কিসে যাও- আমি বললাম ভ্যানে, শুনে উনি জোরে হেসে বললেন তোমার শ্বশুরবাড়ী রায়ের মহল তো ভ্যানের জন্য বিখ্যাত এখানে তো আর কিছু পাওয়া যাবেনা। তো তারপর কিসে যাও আমি বললাম বেবিতে উনি বললেন ঠিক আছে বাসে যাবেনা এবং বেবিতে মহিলা দেখে উঠবা। ভালো পড়াশুনার প্রতি উনার দূর্বলতা ছিল, এ দূর্বলতা শুধু সংগঠনের টানে, ইসলামের টানে, তিনি ইসলামকে সকল উচ্চ পর্যায়ের লোকের কাছে পৌছানোর চেষ্টা করতেন। ভাইজান একদিন বললেন তারু তোমার মেঝ বোনের বাসায় তোমার প্রাইমারি স্কুলের চাকরির ভাইবা কার্ড এসেছে- তুমি কি ভাইবা দিতে যাবে ? আমি বললাম হ্যাঁ। উনি বললেন যদি চাকরি পাও কি করবা ? আমি বললাম ভাইবা কার্ড অনেকের আসে সবাইকি চাকরি পায়। উনি বললেন মনে কর তুমি চাকরি পেলে তাহলে কি করবে, আমি বললাম তাহলে চাকরি করব। উনি বললেন না প্রাইমারিতে চাকরি করবা না, ভাল কিছুতে করবা, এভাবে উনি আমাকে বড় হবার স্বপ্ন দেখাতেন। উনার মটরসাইকেল নিয়ে আমরা কলেজ, প্রাইভেট পড়তে ও বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যেতাম, অনেকদিন এসে দেখেছি উনি বাইরে যাবার জন্য রেডি হয়ে রাস্তায় দাড়িয়ে আছেন, কিন্তু কোনদিন আমাদের প্রতি বিরক্ত হননি। আমার মাঝে মাঝে মনে হতো উনি আমার বড় ভাই। কিন্তু বড় ভাইরাও তো সব সময় এমন হয়না। তাই মনে হত - উনি আমার অভিভাবক। আসলেই উনি এক দিগ্বিজয়ী নেতা যার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মাথা নত হয়ে আসে।

সেই ভয়াল রাত সেদিন ছিল ৫ই ফেব্রুয়ারী সোয়া ৯ টার দিকে আমার বাপের বাড়ী বসে আমার স্বামী (দোহা), পলাশ ভাইজান, মেজআপা, ছোটভাই, আম্মা, আব্বা এবং ভাবীরা সবাই বসে গল্প করছিলাম। হঠাৎ ৯.৩০ মিনিটের দিকে আমার স্বামীর মোবাইলে রিং, বিশেষত আমাদের বাড়ীর নিচের তলায় মোবাইলের নেটওয়ার্ক থাকেনা কিন্তু সেদিন অনায়াসেই রিং বেজে উঠল, রিং বাজতেই আমার মন কেমন যেন লাগল, তারপর ও যখন উঠানে গিয়ে মোবাইল ধরছে তখন সবাই গল্প করছে কিন্তু আমি কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলাম এবং একটু ওর দিকে এগিয়েও গেলাম কে করল মোবাইল? তখন আমি খেয়াল করি ও যেন জোরে শুধু বলে উঠল কি ? তখন আমি আরো কাছে গিয়ে বললাম কি হল- ওর কোন উত্তর নেই শুধু জোরে ডাক দিয়ে বলল পলাশ ভাই এদিকে আসেন তো আপনার মোবাইলটা দেন । পলাশ ভাইজান দৌড়ে এসে মোবাইল দিতে দিতে চোখ বড় বড় করে বললেন কি হয়েছে ? ও (দোহা) বলল ভাইজান বা ভাবীর মোবাইলে রিং করেন, ভাইজান এক্সিডেন্ট করেছে। বলতে বলতে মিনিটে মিনিটে ওর মোবাইলে রিং আসা শুরু করল। পলাশ ভাইজান ভাবীর মোবাইলে রিং করলে একটা রিং হওয়ার সাথে সাথে ভাবী রিসিভ করল আর বলল দোহা কোথায় ? ওর ভাইজানের গায়ে বোমা লেগেছে ও+ রক্তের প্রয়োজন, ওকে নিয়ে ২৫০ বেডে আসেন। ওদের সাথে ভাবীর আর কোন কথা হলনা। আমার স্বামী যখন বলল ভাইজান এক্সিডেন্ট করেছে তখন পলাশ ভাইজান বলল তাহলে ভাইজানেরটায় নয় বরং ভাবীরটায় করি এবং ভাবীরটায় রিং করার সাথে সাথে রিসিভ এবং ওর এবং পলাশ ভাইজানের মোবাইলে কথা শেষ না হতে হতেই রিং মনে হয় ১৫ মিনিটে ৫০টার বেশী কল- মোবাইলের রিং এর শব্দে এবং এমন পরিস্থিতিতে আমাদের সবার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। সেই মুহুর্তের কথা বর্ণনা করার মত নয়। শুধুমাত্র উনি আহত হয়েছেন এ কথা শুনে সব পাগল হয়েছে কিন্তু মনের মনিকোঠায় একবারের জন্যও এ কথা আসেনি যে উনি থাকবেন না। তারপর ওরা সবাই চলে যাবার পর চোখের পানি আর বাধ মানছেনা। আমার আব্বা তখন অসুস্থ, বিছানায় শুয়ে জোরে জোরে দোয়া পড়ছেন আর কেঁদে কেঁদে বলছেন তোরা সবাই জোরে এগুলো পড় আর আল্লাহকে ডাক।

আমার বয়সে আমার আব্বাকে এত ভেঙ্গে পড়তে কোনদিন দেখিনি। তারপর পাশের বাড়ীর একজনের মোবাইল এনে শুধু প্রতিক্ষায় থাকলাম কখন একটু সংবাদ শুনব। বার বার রিং করি বলে অপারেশন চলছে, ধৈর্য্য ধর। তারপর দেড়টার দিকে শুনলাম একটা হাত কাটা লেগেছে এবং মুখ পুড়ে গেছে। মোবাইলের ওপাশের কথাটা বিশ্বাস করতে পারলাম না শুধু জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলাম। তবুও আপা সান্ত্বনা দিয়ে বলল থাক আল্লাহ তো বাঁচিয়ে রেখে গেছেন ওতে কিছু হবেনা। কিন্তু আল্লাহ যে নিয়ে যাবেন তাতো একবারের জন্য মনে আসেনি। অনেক কষ্টে রাত কাটল ভোর বেলা চলে গেলাম হাসপাতালে, ২ ঘন্টা উনার পাশের বেডে বসেছিলাম এবং দেখছিলাম কি বড় মাপের নেতা তিনি- কি আদর্শ ! কি ঈমান ! কি ধৈর্য্য ! আল্লাহর কাছে যাওয়ার জন্য কত প্রস্তুতি নিচেছন। বার বার শুধু পানির কথা বলছিলেন, পাশের লোকরা তুলা ভিজিয়ে ঠোটে লাগিয়ে লাগিয়ে পানি দিচিছল। স্যালাইন পড়ে বিছানা ভিজে যাওয়ায় নার্সরা যখন চাদর পাল্টানোর কাজ করছিল তখন উনি পিঠ উচু করে দিচিছলেন, সহজেই নার্সরা তাদের কাজ সারলো। কিন্তু চাদর উল্টালেই চোখে পড়ল তার কাটা হাতটা, সহ্য করতে পারলাম না গোঙ্গানী দিয়ে উঠল মনটা। কিন্তু পুলিশ কমিশনারকে উনি যে কথা বললেন তাতে বুঝলাম, না আমার নেতার কিছু হয়নি, উনি ঠিক আছেন, কোন কিছুই তাকে হারাতে পারবেনা। একজন লোক এসে বললেন বেলাল ভাই পুলিশ কমিশনার আসছেন। আমার নেতা বললেন আপনি অমুক ? আস্সালামু আলাইকুম, আপনি ভালো আছেন? একদমে কথাগুলো বললেন এবং স্পষ্টভাবে সালাম দিলেন, শেষে দেখি যে পুলিশ কমিশনার কিছুক্ষণ চুপ হয়ে গেলেন তারপর বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? তখন উনি বললেন আমি আল্লাহর পরীক্ষা দিচ্ছি, যারা আল্লাহর পথে থাকে তাদেরকে এভাবে মাঝে মাঝে পরীক্ষা দিতে হয়। আমি পাগল হয়ে গেলাম আর বসে থাকতে পারলাম না- আজও আমি ঐ কথার জন্য পাগল এবং বুঝলাম আসলে কারোরই বসে থাকার সময় নেই। আমাদের সবাইকেই আল্লাহর পরীক্ষা দিতে হবে। আমার নেতা আমাকে শিখিয়ে গেলেন যে,

www.pathagar.com

পৃথিবীটা একটা পরীক্ষা ক্ষেত্র, আমরা সবাই পরীক্ষার্থী। উনি এগুলো জেনেছেন কোরআন, হাদিস থেকে সেখান থেকে জানার জন্য সবাইকে পথ দেখিয়ে গেলেন। আর এভাবেই তিনি হলেন আমার চোখে দেখা, বাস্তবে এক আদর্শ নেতা।

তারপর হাসপাতাল থেকে সার্কিট হাউজ এবং পরবর্তী ৫টি দিনের কথা এখানে আর বলা সম্ভব নয়, হয়ত কোন দিন যদি কষ্ট কিছুটা কোন কারণে লাঘব হয় তখন না হয় লিখব, আর সেদিনেরই অপেক্ষায় রইলাম।

খুব সামান্য সময়ে তিনি রেখে গেছেন অজস্র স্মৃতি যা লিখে শেষ করা যায়না। শুধু এটুকু বলতে পারি আমার নেতা ছিলেন একটা সূর্য যার আলো সর্বস্তরের মানুষের আনাচে কানাচে পৌছে গেছে। এক আদর্শ নেতার শহীদ হবার ঘটনা হাজার জনকে শহীদ হবার অনুপ্রেরণা দিয়ে গেল। আমি শুধু আল্লাহর কাছে বলি হে আল্লাহ আমার নেতার শাহাদাত তুমি কবুল কর এবং আমাকেও তোমার পথে শহীদ কর।

পরিশেষে আমার নেতা পরিবার, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সবখানে তার দৃপ্ত পদচারণা রেখে গেছেন। যেখানে যেটুকু যেভাবে প্রয়োজন সেখানে তাই করে গেছেন; যা আমার মত একজন নিষ্ক্রিয়, নিস্পৃহ কর্মীকে তার আদর্শে উজ্জীবিত করেছে, নতুন প্রাণের জাগরণ ঘটিয়েছে, নতুন আলোর পথ দেখিয়েছে।

আমার প্রিয় বড় মামা

ফারহানা সিদ্দিকাহ মিমমা

একটি বটবৃক্ষ ! একটি তাজা গোলাপ! একটি হীরক খন্ড! এই বটবৃক্ষের ছায়াতলে একবার যে এসেছে সে ভুলতে পারিনি এই বটবৃক্ষের ছায়ার এতো শীতলতা।

একটি তাজা গোলাপ ! সবচেয়ে সুন্দর, ঘ্রানময়, প্রস্ফুটিত পরিপূর্ণ একটি ফুল। যে গোলাপের গন্ধ নরপশুরা সহ্য করতে পারেনি তাইতো আল্লাহপাক সেই গোলাপটিকে তুলে নিয়ে বাগানটিকে খালি করেছেন ঠিকই কিন্তু তাঁর বাগানে ঠাঁই দিয়েছেন সর্বোত্তম মর্যাদায় আর জীবন্ত করে রেখেছেন চির দিনের জন্য।

একটি হীরক খন্ড! যার দ্যুতিময় ঝলকানিতে হঠাৎ যেন মাঝ দরিয়ায় ঝড় উঠল! আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হল। এই আলোর রশ্মি যে এতো তেজোদীপ্ত তা আগে কেউ ভাবিনি। এভাবে শত উপমাতেও শেষ করা যাবে না। হ্যা আমি আজ কলম ধরেছি আমার প্রাণপ্রিয় বড় মামাকে নিয়ে কিছু লিখবো বলে। দু-দুটি আপনজন হারানোর ব্যাথা আমার বুকে। ২০০১ সালে ৩রা এপ্রিল আমার প্রিয় আব্বু আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। আমি কয়েকবার চেষ্টা করেছি কলম ধরার আমার আব্বুকে নিয়ে লিখবো বলে। কিন্তু পারিনি। আজ যখন বড় মামাকে নিয়ে কিছু লিখবো, কলম ধরলাম তখন স্বভাবতই আব্বুর কথাও মনে পড়ে গেল। কেননা আমার আব্বু ছিলেন বড় মামার এই ইসলামী আন্দোলনে আসার পেছনে প্রথম উৎসাহ এবং দাওয়াতদানকারী ব্যক্তি।

আমি সকল ভাগ্নে ভাগ্নিদের ভিতর বড় এবং নানুবাড়ীর পাশে আমাদের বাড়ী হবার সুবাদে আমি বড় মামার জীবনের প্রতিটি মূহুর্তের সাথে পরিচিত ছিলাম। আমার জন্ম হয়েছে নানুবাড়ীতে এবং ঐ বাড়ীতে আমি বড় হয়েছি। সুতরাং আমি জানি আমার মামা কত বড় মাপের একজন মানুষ ছিলেন। অনেক আদর এবং অনেক শাসনের ভিতর দিয়ে বড় হয়েছি। কোন প্রকার ফাঁকিবাজি, কোন প্রকার ভুল মামার দৃষ্টি এড়াতে পারতো না। মামার এভাবে চলে যাওয়াতে আমরা সবাই যেন ছাদহীন, ছায়াহীন, আকাশের নিচে বেঁচে আছি। অভিভাবকহীন, কুলকিনারাহীন, মাঝিবিহীন নৌকায় ভেসে বেড়াচ্ছি। তেমনই মনে হয়। সারাক্ষণ, প্রতিটা মূহুর্তে, যে কোন সমস্যায় পড়লে দৌড়ে যেতাম মামার কাছে। গিয়ে সব বলতাম আর সুন্দর পরামর্শ দিয়ে সাহস দিয়ে এমনভাবে কথা বলতেন যেন ঐ সময়ই সব কিছুর সমাধান হয়ে যেত। মামার হাটা-চলা, কথা-বার্তা, চাল-চলন, খাওয়া-দাওয়া সবকিছুর ভিতর যেন এক ধরনের চঞ্চলতা, উদ্যমী ভাব পরিলক্ষিত হতো। মামা কেমন করে হাসতেন, কিভাবে খাবার খেতেন, কিভাবে গান গাইতেন, কিভাবে ঘুমাতেন, তার হাত-পা কেমন ছিল, চোখ দুটি কেমন ছিল প্রতিটা জিনিস আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে আর আমি তখন নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনা। ভাবতে থাকি বড় মামা এভাবে আমাদের সবাইকে ছেড়ে এত দ্রুত চলে যাবে কোন দিন কল্পনায় আসেনি। আল্লাহপাক অনেক ভালোবাসতেন বলেই আমার মামাকে সবচেয়ে উচ্চতর মর্যাদা দান করে তাঁর কাছে নিয়ে গেছেন। মামার সঙ্গে আমার জীবনের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা লিখবো।

খুব কম সময়ে আমি আমার আব্বুকে হারিয়েছি। যখন আব্বু অসুস্ত হয়ে টানা ২১ দিন ইবনে সিনায় চিকিৎসারত ছিলেন তখন একদিন বড় মামা গেলেন দেখতে। দেখলাম আব্বু বড় মামাকে পেয়ে যেন নিজে রোগ যন্ত্রনা ভুলে গেলেন। আবেগে আপ্লুত হয়ে কেঁদে ফেললেন আর মামা তখন আব্বুর পাশে বসে গায়ে হাত বুলাচ্ছেন আর গামছা দিয়ে চোখের পানি মুছে দিচ্ছেন, নিজেও কাঁদছেন। সান্তনা দিচ্ছেন আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন তাড়াতাড়ি। কোন চিন্তা করবেন না। আমরা তখন যারা হাসপাতালে ছিলাম কেউ সে দৃশ্য দেখে চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। আমার তখন মনে হচ্ছিল এ যেন

www.pathagar.com

ভালোবাসার বন্ধনে সিক্ত দুটি প্রাণের একটির শেষ বিদায়ণ। আব্বুকে আর বাঁচানো গেলোনা। ঠিকই সে প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন আমাদের ফেলে। লাশ আনা হলো। আমাদের আহাজারিতে আকাশ-বাতাসও যেন সেদিন নিরব হয়ে গিয়েছিল। আব্বুকে দাফন করা হলো পারিবারিক কবর স্থানে। আমার সেদিন ধারণা হয়েছিল যাদেরকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয় তারা আর সুস্থ হয়ে ফিরে আসেনা। হলোও তাই। বড়মামাকে যে দিন হেলিকপ্টারে করে দ্রুত ঢাকায় নেবার ব্যবস্থা করা হলো তখন আমার মন থেকে বলে উঠল আমার আব্বুকেও এভাবে নেয়া হয়েছিল। আর এটাই বোধ হয় মামার শেষ বিদায়।

আমরা কেউ কোন কাজ কোন জিনিস কেনাকাটা বড় মামাকে বাদ দিয়ে করতাম না। যে কোন ধরনের কাজ যদি করতে যেতাম তাহলে পরামর্শ নিতে হত মামার কাছ থেকে আর তানা হলে পরে কোন সমস্যায় পড়লে হায়রে বকাঝকা করতেন। আমাদের বাড়ীর টিভি, ফ্রিজ সব মামার হাতে কেনা। আব্বু যে কোন কাজ করতে গেলে আগে মামার কাছে শুনে নিতেন। এভাবে আমরা সবাই ছিলাম বড় মামার অনুগত ভালোবাসা, আদর স্নেহে সিক্ত এক একজন ভাগ্নে-ভাগ্নি।

বড় মামা ছিলেন পর্দার ব্যাপারে খুব সচেতন। শুধু পর্দ নয়, পড়াশুনা আর ইসলামী আন্দোলন ছিল মামার প্রিয়। আর এটা যারা পালন করত তারা ছিল আদরের। যে লেখা পড়ায় ভাল, রেজাল্ট ভাল করলে তাকে কোন না কোন পুরস্কার দিতেন। অর্থাৎ যে কোন ভাল কাজের স্বীকৃতি দেয়,া উৎসাহ প্রদান করা ছিল বড় মামার চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আমার এ ব্যাপারে ছিল এক সুন্দর স্মৃতি। তখন আমি স্কুল লেভেলে পড়ি। বরাবর ক্লাসে এক থেকে তিনের ভিতর থাকতাম। ক্লাস সেভেন থেকে এইটে উঠব ফাইনাল পরীক্ষার আগে বড়মামা বললেন তুই যদি ফার্স্ট হতে পারিস তাহলে তোকে আমি বোরখা বানিয়ে দেব। আমি আনন্দে উৎসাহ পেয়ে ভাল করে পড়াশুনা করে পরীক্ষা দিলাম। রেজাল্টের আগে তো কি টেনশন ! অবশেষে রেজাল্ট বের হল ফার্স্ট হলাম। বড় মামাকে এসে রেজাল্ট দেখালাম।

মামা বললেন তাহলে তো তোকে বোরখা দিতেই হয়ে। ঢাকা থেকে আমার জন্য কাপড় আনলেন। নতুন বোরখা পরে আমি নতুন ক্লাসে গেলাম। তখন আমাদের স্কুলে কোন মেয়ে বোরখা পরত না। তাই ওরা আমাকে দেখে অনেক ঠাট্টা মসকরা করল। নিনজা বলে ক্ষ্যাপাতে লাগল। আমি স্কুল শেষে বাড়ীতে এসে কাঁদছি। আর ঘটনা বলছি। তখন আমাকে মামা সান্তনা দিলেন আর বোঝালেন ভালো কাজে শয়তান কখনও মানুষকে সাহায্য করেনা। এখানে হেরে গেলে তো চলবে না। তারপর থেকে আর মনটা আমার ছোট হয়নি। এভাবে প্রতিটা কাজে ছিল বড় মামার অনুপ্রেরণা।

বড় মামা ছিলেন ইসলামী গানের পাগল। মুখে সারাক্ষন শোনা যেত বিভিন্ন রকমের গান। বিশেষ করে মতিউর রহমান মল্লিকের গান বেশী গাইতেন। দোতালা থেকে নামছে মুখে রয়েছে গান "এ আকাশ মেঘে ঢাকা রবেনা / আলোয় আলোয় হেসে উঠবে / এ নদী গতিহীন হবেনা / সাগরের পানে শুধু ছুটবেই।" অথবা "ঈমানের দাবী যদি কোরবানী হয় সে দাবী পূরণে আমি তৈরী থাকি যেন / ওগো দয়াময় আমার প্রভু দয়াময়--------।" সেই হাবশী বেলালের সুরই যেন আল্লাহ পাক বড় মামার কণ্ঠে দিয়ে ছিলেন। কোরআন তেলাওয়াত করতেন ফজরের সময় জোরে জোরে। যা শুনলে অন্তরটা খোদার প্রেমে আরও ব্যাকুল হয়ে যেত। জামাতে নামাজ আদায় করার ক্ষেত্রে খুব সিরিয়াস ছিলেন। দেখতাম মাগরীবের সময় তাড়াহুড়া করে নিচে এসে নানুর ঘরের আলনায় যে কারও একটা শার্ট গায়ে পরে আলমারীর উপর থেকে একটা টুপি মাথায়দিয়ে দ্রুত পায়ে ছুটে যেতেন মসজিদের দিকে।

যে কোন আনন্দ উৎসবে মামা থাকতেন অগ্রনী ভূমিকায়। যেমন ঈদের সময় সবাইকে ঈদের কাপড় দেয়া। পাড়ায় গরীবদের মাঝেও ঈদের কাপড় দিতেন। একবার হলো কি কোরবানী ঈদের তিনদিন আগে আমাদের বাড়ীতে চুরি হলো। সবার কাপড় চুরি হয়ে গেল। ঈদে পরার মত কোন কাপড় আমাদের কারও ছিলোনা। বড়মামা তখন ঢাকায় থাকতেন উনি শুনতে পেলেন এই খবর। আসার সময় সবার জন্য কাপড় কিনে আনলেন। এভাবে সকলের সুখে-দুঃখে বড় মামা ছিলেন একান্ত সাথী। বেড়াতেও খুব পটু ছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন তিনি। একবার আমাদের সবাইকে নিয়ে ঘুরতে গেলেন সুন্দরবন। বাগেরহাট, ষাটগুম্বজ ও নিয়ে গিয়েছেন। আমরা যখন সব খালাতো ভাই বোনরা এক জায়গায় হতাম তখন একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা ছিল বাধ্যতামূলক। বিশেষ করে বড়মামী এবং বড়মামার উৎসাহে আমরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতাম। সেখানে খুব মজা হতো। মামাও মাঝে মাঝে অংশগ্রহণ করতেন। বড়মামার প্রতিটা কাজ কিংবা কথা থেকে কিছু না কিছু শেখার ছিল।

আমি তখন ছাত্রী সংস্থা খুলনা মহানগরীর স্কুল বিভাগের দায়িত্ব পেয়েছি। আমাদের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সম্মেলন ঢাকায়, কালেকশন দিয়েছে। আমার ধার্য্য ছিল ২ হাজার টাকা। আমি বড়মামাকে গিয়ে বলছি মামা আমাদের কেন্দ্রে সম্মেলন আপনি কিছু কালেকশন করে দিবেন। বড়মামা তো রসিকতা করে বলছেন তোদের মেয়েদের সম্মেলন হবে ভালো কথা তা আমি টাকা দিতে যাবো কোন দুঃখে। আমি বললাম জানিনা আপনার দিতেই হবে। তখন বললেন এই টাকা দিয়ে তুই কি করবি? আমি বললাম মহানগরীর ধার্য্য জমা দেব। বলছেন মহানগরী সেই টাকা দিয়ে কি করবে। আমি বলছি কেন্দ্রে জমা দিবে। আবার বললেন কেন্দ্র কি করবে এত টাকা দিয়ে? আমি তো তখন আর কোন কথা না বলে চুপ থাকলাম। তখন মামা বলছেন শোন তোর কাছে একটু শুনতে চাইলাম দেখি কি বলিস তোরা কালেকশন করতে গিয়ে। এই বলে হাসলেন জোরে জোরে আর আমাকে বললেন কূপন দিয়ে যাস আমি দেখি কিছু কালেকশন করে দিতে পারি কিনা। আমি তো মহাখুশীতে কূপন দিয়ে আসলাম। বড়মামা মামী দেড় হাজার টাকা কালেকশন করে দিলেন। এভাবে সাংগঠনিক প্রতিটা কাজে সবরকমের সহযোগীতার জন্য মামার কাছে গেলে কখনও বিফল হয়ে ফিরে আসতাম না। একবার আমরা ১১ জন যাবো ঢাকায়। মামাকে বললাম আমাদের একটা

www.pathagar.com

টিকিট ফ্রি করে দেবেন। উনি ফোন করে যোগাযোগ করে টিকিট ফ্রি করে দিলেন আর শেখালেন বাসের কোন কোন সিটে টিকিট কাটলে আরামে যাওয়া যায়। মামা সংগঠনকে ভালোবাসতেন বলেই উনার মুখে এই গানটা শোনা যেত- সংগঠনকে ভালোবাসি আমি---------- --- এই জীবনকে গোড়ব বলে বারে বারে তার কাছে আসি।"

এভাবে আর কত স্মৃতির কথা লিখবো! পাতার পর পাতা শেষ হবে তবু বড় মামার বর্ণাঢ্য জীবনের স্মৃতির কথা শেষ হবে না। তারপরও আমরা গর্বিত! আমরা অনুপ্রানিত ! আমরা শোকে পাথর বেধেছি বুকে তবু সামনে চলছি। আমার আব্বু আমার বড় মামা পাশাপাশি কবরে শুয়ে আছেন আর ওখান থেকেই আমাদের প্রেরণা যুগাচ্ছেন এটাই যেন সবসময় মনে হয়। তারপরও যখন শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ি, বিভিন্ন স্মৃতির কথা একের পর এক চোখের সামনে এসে ভিড় করে তখন মনে হয়-

আমাকে মানুষ কেন বানালে তুমি?
এত বোঝা বইতে আর পারিনা আমি!
পারিনা আমি!!
মানুষ না বানায়ে প্রভূ,
কেন তুমি বানালেনা মোরে দূর্বাসবুজ!
কুয়াশার জলে ভিজে, সোনালী সতেজ ভোরে,
থাকতাম পড়ে এক অপাপ অবুঝ!
কেন তুমি দিলে জ্ঞান প্রজ্ঞা অধিক?
বিবেকের জালে কেন বাধলে তুমি?
আমাকে মানুষ কেন বানালে তুমি?

জামাই আমার বেলাল

——————খোন্দকার আনোয়ার উদ্দীন

আমাদের গ্রাম ও বেলালদের গ্রাম পাশাপাশি হওয়ার কারণে বেলালকে স্থানীয় ছেলে হিসেবে ৮০-র দশক থেকে নামে চিনতাম। বি.এল. কলেজের ছাত্র নেতা এবং শিবিরের দায়িত্বশীল হিসেবেই ওর সাথে পরিচয়। আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম আলহাজ্জ খন্দকার এমলাক উদ্দিন তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি থেকে ইসলামিক ফোরাম নামে প্রতিষ্ঠানে কিছু অংশ ওয়াক্ফ করেছিলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে ৮৬ সালের শেষের কোন একদিন ফোরামের কাজে বেলালকে আমি সংবাদ দেই। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে ফোরাম-এর কাজের কথা বলার পর বিদায় মূহুর্তে বেলালকে আমি বললাম, আমার মেয়ে তানজিলাকে বিয়ে দিতে হবে একটা ভাল পাত্রের সন্ধান দিতে। তানজিলা তখন বি.এল. কলেজে অনার্স পড়ত, ছাত্রসংসদের মহিলা সম্পাদিকা আর ইসলামী ছাত্রী সংস্থার বি.এল. কলেজ শাখার সভানেত্রী ছিল। বেলালকে বলার পর বলল, কেমন পাত্র লাগবে? শিবিরের ছেলে হলে হবে? আমি তখন চিন্তা করে বললাম হ্যাঁ তাহলে তো ভালই হয়। কেননা তানজিলাও তো ছাত্রী সংস্থার কর্মী। ওর নিশ্চয়ই মত থাকবে। বেলাল বলল, শিবিরের ছেলে হলে তো আবার জিহাদ করতে যেয়ে কখন শহীদ হয়ে যাবে। আমি তখন চুপ থাকলাম। তারপর সাংগঠনিক ঘটকালির মাধ্যমেই ওদের বিয়েটা হয়ে গেল। আর যখন বেলালের শাহাদৎ হলো তখন বারবার ঐ কথাই মনে হচ্ছিল। ওদের যেদিন বিয়ে হলো সেদিন বেলাল আমাকে জড়িয়ে অনেক কান্নাকাটি করেছিল আমার মেয়ের দায়িত্ব যেহেতু আজ থেকে ওর উপর পড়ল।

সি.এম.এইচ থেকে শহীদ বেলালের লাশ হেলিকপ্টারে করে খুলনা নিয়ে আসার পর আমি তানজিলার কাছে যাই ওকে সান্তনা দেয়ার জন্য ও তখন উল্টা আমাকে সান্তনা দিয়ে বলছে আব্বা আপনার জামাই তো শহীদ হয়েছে আমাদের তো কষ্ট পাওয়ার কিছু নাই। আমি তখন আবেগআপ্লুত হওয়ার পরও তানজিলার একনিষ্ঠ ঈমান ও ধৈর্য্যের কারণে সান্তনা পাই আর বললাম যারা শহীদ হয়ে যায় তাদের জন্য দোয়া করা লাগে না তাদের কাছে আমাদের জন্য দোয়া চাইতে হয়। যেদিন বেলালের শাহাদাৎ হলো ১১ই ফেব্রুয়ারী ২০০৫ সাল ঐদিন শুক্রবার ১লা মহর্রম ফজরের সময় যেন শুনলাম বেলাল এসে ডাকদিল আব্বা। আমার কানে সেরকম আওয়াজ আসল। তারপর ঘুম থেকে জেগে উঠেছিলাম। তারপর সকাল ১১টার দিকে বেলালের শাহাদতের খবর শুনতে পারি।

বেলাল যে আমাদের কত প্রিয় জামাই ছিল তা বলে বা লিখে বোঝানো যাবে না। এজন্যই ওর শাহাদতের পর তানজিলা বলেছিল, আমি নিজেকে নিয়ে ভাবি না আব্বা-আম্মা, শশুর-শাশুড়ী ইনারা কিভাবে সহ্য করবেন। আল্লাহইতো সবকিছুর ফয়সালার মালিক। আসলেই সহ্য করা কঠিন তারপরও আল্লাহ আমাদের ধৈর্য্য ও সান্তনা দিলেন।

বেলাল আমাদের জামাই ঠিকই ছিল কিন্তু আস্তে আস্তে যে অভিভাবকের ভূমিকা ছিল ওর সবক্ষেত্রে। যে কোন ব্যাপারে বেলালের সাথে পরামর্শ করেই কাজ করতাম। আমার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনও বেলাল কেন্দ্রীক হয়ে উঠতে লাগল। বেলালের সার্বিক যোগ্যতার কারণেই সে সকলের প্রিয় ছিল। জামাই হিসেবে সে ছিল অতুলনীয়। সবাইকে কি করে খুশী করা যায় এটাই যেন ছিল তার কাজ। বিভিন্ন সময়ে উপহার দেয়া ছিল তার অভ্যাস। ঈদ আসলেই সবথেকে ভাল আতর, পাঞ্জাবী সে উপহার দিবেই। প্রতি রমজান আসার আগেই কিছু ইফতারী, খেজুর, রূহআফজা ইত্যাদি দিবে। এভাবে সে প্রত্যেকের হক আদায়ের ব্যাপারে সজাগ থাকত। ১৮ বছরের মধ্যে আমি যে কোন ব্যাপারে বেলালের সাথে খোলামেলা আলোচনা করেছি এবং সঠিক সিদ্ধান্তও পেয়েছি। কোন সমস্যা হলেই মনে হতো বেলাল তো আছে ওকে জানাই। এখন আর সেরকম কাউকে বলতে পারি না।

আমাদের বাড়ীর মসজিদের পার্শ্বে একটা মহিলা মাদ্রাসা করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। বেলাল থেকেই সবকিছু করেছিল সাইনবোর্ড দিয়ে রেখেছিল। এখন আমরা চিন্তা করছি বেলালের নামে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার। বেলাল আহত হওয়ার দু'দিন আগে আমাদের কাছে এসেছিল একসঙ্গে বসে পিঠা খেয়েছিলাম আর ও কত আনন্দ-ফুর্তি করেছিল। ওর শাশুড়ী আম্মাকে বলল, "আম্মা আপনি আবার হোমিও ডাক্তার দেখাচ্ছেন,

www.pathagar.com

ডাক্তার পরিবর্তন করেছেন ? আমি এক্ষুনি মেঝভাইকে (ডঃ খন্দকার আলমগীর) মোবাইল করে বলে দিচ্ছি।" এই বলে আমাদের খুব হাসাচ্ছিল। আর এটাই আমাদের সাথে শেষ দেখা। ওর শাশুড়ী বলছিল বেলালকে আর আলমগীরকে ডাক্তার পরিবর্তনের কথা বলা যাবে না। তাহলে ওরা রাগ করবে। বেলালের আবেগভরা আবদার, রাগ ইত্যাদির কারণে ও যেন ছিল আমাদের মুরুব্বী এবং বাপের স্থানে। আল্লাহ আমাদের মাঝ থেকে ওকে নিয়ে আমাদেরকে দুনিয়াতে রেখে দিয়েছেন মনে হয় ওর জন্য দোয়া করতে। আমরা প্রতি নামাজান্তে বেলালের জন্য প্রাণভরে দোয়া করি তার শাহাদাৎ কবুলের জন্য। আল্লাহ আমাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করার তৌফিক দিন। আমীন।

যে স্মৃতি আজও কাঁদায়

লায়লা আরজুমান্দ মনজিলা

ভালকাজে উৎসাহ দেয়ার অভ্যাস যার ছিল তিনি হলেন আমার শ্রদ্ধেয় দুলাভাই শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দিন। সংস্কৃতিমনা দুলাভাই ইসলামী গান পরিবেশন করে সবার মন জয় করতেন। উনার কণ্ঠে প্রথম যে গানগুলো শুনতাম-

১) আল্লাকে যারা বেসেছে ভাল দুঃখ কি আর তাদের থাকতে পারে----

২) পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়----

৩) আমাকে যখন কেউ প্রশ্ন করে কেন বেছে নিলে এই পথ----

৪) ঝড় যদি ওঠে মাঝ দরিয়ায় ভয় করি না তাতে----

উনি গানের মাধ্যমেই ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত দিতেন। শরীয়াতের হুকুম আহকাম খুব কৌশলেই শেখাতেন। আন্দোলন, পর্দা, ইসলামের আলোকে জীবনযাপন ইত্যাদি সকল দিকে আস্তে আস্তে অভ্যস্থ করে তুলতে লাগলেন। ১৯৮৮ সাল দুলাভাই তখন ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল সম্পাদক। ঢাকা থেকে আমাকে একদিন চিঠি লিখলেন, "বুন্ডি, মন দিয়ে লেখা পড়া করবে, রেজাল্ট তোমাকে ভাল করতে হবে আর তোমাকে এমন এক রঙিন ফিতায় বেধেঁ দিব যা দেখে অন্যরা ইর্ষান্বিত হবে, আমি গর্ব বোধ করব।

ডিমের পুডিং দুলাভাই-এর খুব পছন্দের ছিল। আমাদের বাড়ীতে যখনই আসতেন বিভিন্ন নাস্তায় সাগরানার প্লেট ভর্তি করে দিয়ে মধ্যখানে দিতাম উনার প্রিয় ডিমের পুডিং। সকল নাস্তার আগে ডিমের পুডিং খেয়ে সম্মানি স্বরূপ কিছু টাকা অথবা অন্য কোন উপহার সেখানে রেখে বাকী নাস্তাগুলো খেতেন। কুলিপিঠার মধ্যে যেখানে নারকেল চিনির মিশ্রন থাকে, সেখানে কত দিন তেঁতুল, কদবেল দিয়েছি তাও খেয়েছেন মজা করে আর বলতেন, এটাতো আমার পছন্দ তুমি জানলে কিভাবে? আচার, চাটনি উনি খুব পছন্দ করতেন। ১৯৮৮ সালে আমি কয়েক রকম আচার রোদে দিয়ে রেখেছি, উনি এসে বললেন, এতো কিসের আচার লাইন দেয়া। আমি বললাম, কেউ যেন হাত দেয় না আচারে। তখন উনি বললেন, হাত দিচ্ছি না দাঁত দিলেই হবে। তারপর কদবেলের আচার নিয়ে বললেন আচার চুরি হয়ে গেল, চোর ধর, সেই আচার ঢাকা নিয়ে গেলেন এবং আমার কাছে লিখতেন, বুন্ডি তোমার সেই আচার রোজ দুপুরে কেন্দ্রীয় মেসে আমরা সবাই খাই। কেন্দ্রীয় সভাপতি, সেক্রেটারী ভাই এরা বলেন, বেলাল ভাই আপনার শ্বশুরবাড়ীর আচার কই ? গ্রীষ্মের ভরদুপুরে দুলাভাই এসে বলতেন, কাঁচা আম মাখাও। কলাপাতার খিলিতে দিও। নতুন কারও সাথে পরিচয় করাতেন আমার একমাত্র শালীকা। দুলাভাই আপা কক্সবাজার থেকে একটা চাবির রিং-এ বুন্ডি লিখে নিয়ে এসেছিলেন, আমি চাবির রিংটা পেয়ে খুবই খুশী হয়েছিলাম। এভাবেই উনি সবার মনকে জয় করতেন। আব্বা-আম্মা আদর করে দুলাভাইকে বলতেন মধুজামাই আবার কখনও বলতেন পাগলটা, আত্মীয় স্বজনেরা দুলাভাই-এর ব্যবহারে খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। যে কোন কাজে পরামর্শ করা, আদেশ-নিষেধ, অনুরোধ সকল কিছুই নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছি।

২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হঠাৎ করে দুলাভাই-এর প্রেসার খুব বেড়ে যাওয়াতে হাসপাতালে থাকতে হলো দু'দিন। রাতে ভর্তি হলেন আমি বাদ ফজর গেলাম গিয়ে দেখি ঘুমাচ্ছেন। না ডেকে বাসায় এসে সকালের নাস্তা পাঠালাম। বিকালে সংবাদ নিচ্ছিলাম ফোনে, অভিমান করে দুলাভাই বলে উঠলেন, ফোন করে আর নাস্তা পাঠালেই কি সব দায়িত্ব শেষ। যখন জানলেন আমি সকালে গিয়েছিলাম তখন বললেন ওহ! তাহলে ঠিক আছে। বুন্ডি সকালের নাস্তার সব্জিটা খুব মজা হয়েছে। আসলেই তুমি পাকা রাঁধুনী। এভাবে সকল ভাল কাজে উনি উৎসাহিত করতেন।

আমি এম.এ ও বি.এড পাশ করলে দুলাভাই আপাকে বলেছিলেন, বুন্ডি ছেলে মেয়ে নিয়ে সংসার করে, চাকুরী করে ভাল রেজাল্ট করেছে ওকে তো বড় পুরস্কার না দিলে হয় না। তারপর বাড়ীতে দাওয়াত করে আমাকে ও ছেলে মেয়েকে উপহার উপঢৌকন দিলেন।"

২০০৫ সালের কোরবানী ঈদের পরের দিন দুলাভাইদের বাড়ী থেকে আসার সময় উনার ভায়রাকে (ইলিয়াস হুসাইন), একটা ডায়েরী দিলেন। উনার ভায়রা বললেন, আপনার শালীরটা, তখন উনি বললেন, "শালী রুকন হওয়ার পর ডায়েরী পাবে।" আমার ছেলে রাইয়ান একবার ক্লাসে প্রথম হলো। দুলাভাই সবার সামনে পরিচয় করিয়ে দিতেন পাবলিক কলেজের ১নং নড়ু. ওদের কলেজের ক্রিকেট খেলারও খবর নিতেন আর বলতেন, কিরে শ্রেষ্ঠ বোলার ! শ্রেষ্ঠ বাপের শ্রেষ্ঠ পোলা। রাইয়ানকে সাইকেল চালানোতেও সাহস দিতেন। তাইতো ১১ বছরের রাইয়ান বলে খালুর সাহসেই আমি সাইকেল চালাতে শিখেছি। গত বছর ২০০৫ সালের জানুয়ারীর শেষের দিকে শিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতির পরিবারকে রকেট ষ্টেশনে বিদায় দিয়ে দুলাভাই, আপাসহ আমরা একসাথে বাসা ফিরছি তখন রাত প্রায় ১২টা। দুলাভাই বললেন, আমার খুব ক্ষুধা লেগেছে। আমি বললাম "নিশ্চয়ই কোথাও গরমপুরি আর না হয় কাবাব আপনার চোখে পড়েছে।"

www.pathagar.com

উনি বললেন, নারে বুন্ডি আমার খুব ক্ষুধা লেগেছে। আপার কাছে শুনেছি ঐ রাতে বাড়ীতে ফিরে দুলাভাই নাকি অনেক গুলো রসের পিঠা খেয়ে ঘুমিয়েছিলেন। বাসার সামনে এসে যখন আমরা গাড়ী থেকে নামছি, তখন উনার ভায়রা ইলিয়াস হোসেন বললেন বেলাল ভাই, আসি, আস্-সালামু আলাইকুম। দুলাভাই বললেন ওয়ালাইকুম আস্সালাম, ইলিয়াস ভাই অ-নে-ক ধন্যবাদ। তখন সবাই হেসে উঠলাম কিসের এত ধন্যবাদ। উনি কি বুঝতে পেরেছিলেন আর মাত্র পাঁচ দিন পরই তিনি আহত হবেন এবং ১০ দিন পরই শাহাদাতের মর্যাদা নিয়ে দুনিয়া থেকে আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন।

সবাই উনাকে খুবই ভালবাসতেন ৫ ই ফেব্রুয়ারী'০৫ যখন উনি আহত হলেন সবাই পাগলের মত হাসপাতালে ছুটছেন, রক্ত দিচ্ছেন। আমার ছেলে রাইয়ান দৌড় দিয়ে ওর স্যারদের বলল, স্যার আমার খালু খুব আহত! স্যাররা রাইয়ানের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, এইতো তোমার খালুকে দেখে আসলাম, ইনশাআল্লাহ বেলাল ভাই সুস্থ্য হয়ে যাবেন। সবাই সেটা আশা করেছিলেন হয়তো বা বেলাল ভাই আবার সুস্থ্য হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা উনাকে শহীদি মর্যাদা দিয়ে দুনিয়া থেকে নিবেন এজন্য সবাইকে কাঁদিয়ে আল্লাহর প্রিয় বান্দাকে আল্লাহ নিয়ে গেলেন। দুলাভাই-এর যে কত স্মৃতি কাগজে লিখে শেষ করা যাবে না। সেসব স্মৃতি শুধু সারা জীবন আমাদের কাঁদাবে।

যারা হিংসার বশবর্তী হয়ে দুলাভাইকে আক্রমন করলো তারা কি পেয়েছে তাদের সফলতা? না কি হিতে বিপরীত হলো? শহীদ বেলালের সম্মান ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে, সকল মানুষের কাছে। কাল কেয়ামতেও তিনি পাবেন শহীদি মর্যাদা। এত সম্মান দেখে কি ঈর্ষা হচেছ। দোয়া করি আল্লাহ এ ধরণের অপরাধীদের ঈমান ফিরিয়ে দিক। আর তাদের কাছে অনুরোধ করছি এই অপরাধ আপনারা আর করবেন না। না আর না।

ফুপা আমার শিক্ষক

খোন্দকার শাহরিয়ার শাকির
এ্যাডভোকেট সুপ্রীম কোর্ট অব বাংলাদেশ

আমার ফুপা শেখ বেলাল উদ্দিন ছিলেন আমার একজন শিক্ষক, প্রথাগত অর্থে শিক্ষক নয়। কৈশোরের শুরুতে যখন আমার ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুটোন্মুখ সেই সময় আমি বেলাল ফুপার সংস্পর্শে আসি। তাঁর তীব্র আকর্ষণীয় ইতিবাচক ব্যক্তিত্ব চিন্তার ধরণ এবং সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্য নিয়ে তিনি আমার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেন।

তাঁর সাথে মুখোমুখি পরিচয় হওয়ার আগে তাঁর হাতের লেখার সাথে আমার পরিচয় হয়। উনার বিয়ের সময় আমি ক্যাডেট কলেজে পড়তাম। তাই সেই বিয়েতে আমার থাকা হয়নি। বিয়ের পরে আমি উনার লেখা একটা চিঠি পাই। আমার মনে আছে সেই চিঠি পাওয়ার পরে আমার সমসাময়িকদের মধ্যে ফুপার হাতের লেখা নিয়ে একটা আলোড়ন উঠেছিল। এত সুন্দর সে লেখা। সে লেখা যেমন ঝকঝকে সুন্দর সেই রকম তাঁর হাসি আর তাঁর মনও ছিল সেই রকম পরিস্কার। আমার খুব ইচছা ছিল উনার মতো করে আমার হাতের লেখা তৈরী করি চেষ্টা করেছি কিন্তু পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমার হাতের লেখায় তাঁর লেখার প্রভাব যথেষ্ট। কিছুদিন আগে একজন বর্ষীয়ান ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন- "এই রকম লেখা তুমি কোথায় শিখেছ ? কেমন যে সাজানো নয় কিন্তু একটা ভিতরের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে লেখা থেকে।" আমার চট করে মনে পড়ল বেলাল ফুপার কথা এ তো তাঁরই প্রভাব।

এরপর যত দিন যেতে থাকল আমি উনার কাছ থেকে চিন্তার শিক্ষা পেলাম। কিভাবে চিন্তা করতে হয় আমাকে তিনি তা শেখালেন। আমার চিন্তা একরকম স্বাধীনতা পেয়েছিল উনার স্পর্শে। কৈশোরের শেষ দিকে আমার কিছু প্রশ্ন থাকতো, যা আমি জমিয়ে রাখতাম উনার জন্য, দীর্ঘ সাক্ষাতের পর দেখা হলেই সেই সব প্রশ্ন এবং আলোচনা ছিল আমার জন্য শিক্ষনীয় ও উপভোগ্য। রাজনীতির মাঠের সক্রিয় কর্মী ছিলেন তিনি। কিন্তু আমার নিজস্ব চিন্তা এক সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করার শিষ্টতা তিনি কখনোই ত্যাগ করেননি। আমাকে প্রশ্রয় দিতেন বন্ধুর মতো আর আমি শিখতাম তাঁর কাছ থেকে।

চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সেকেন্ড ইয়ারে উঠেই নূরুল হুদা মূসা হত্যাকান্ডের পর অনেকদিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকলো। সেই সময় ফুপার হাত ধরে আমার সাংবাদিকতার হাতে খড়ি। প্রথমে প্রেসনোট থেকে খবর তৈরী করা, রাত বারোটার পরে অফিস থেকে বের হওয়া, দু'একটা ছোট এ্যাসাইনমেন্ট, কোনটা আবার একটু বড়। সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে উনি আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সাংবাদিকতা পেশা হিসাবে গ্রহণ না করলেও সেই সময়ের প্রভাব আমি আমার চিন্তায়, কাজে স্পষ্ট টের পাই।

তাঁর অকাল পস্থান বর্তমান সময়ের জন্য একটা ক্ষতি। পেশাগত জীবনে তাঁর যে কুশলতা এবং সততা ছিল অমূল্য, আমার একান্ত ব্যক্তিগত পরিসরেও একটা বিশাল শুন্যতা তৈরী হয়েছে তার প্রস্থানে। তিনি নেই এই কথা ভাবতে শোক সন্তাপের অনুভূতির বাইরে আমার একরকম অস্বস্তি হয়। সেইজন্য আমার মোবাইল ফোনের মেমোরি থেকে উনার নম্বরটা আমি মুছে ফেলতে পারিনি। বোমার বিস্ফোরন যে মোবাইল নিশ্চিত হয়ে গেছে। তার নম্বর বয়ে বেড়ানো হয়তো আবেগ প্রসূত এবং অর্থহীন মনে হতে পারে ; কিন্তু আমার কাছে তা অর্থময়, আমার চেতনায় তিনি বেঁচে আছেন। শহীদদের তো মৃত ভাবতে নিষেধ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

মায়ের দোয়া

তাহিরা সাঈদ

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা বুঝ না।"
------আল কোরআন

আকস্মাৎ শুনতে পেলাম বেলাল শাহাদত বরণ করেছে। কেন অবেলায় এ সংবাদ। ১১ ই ফেব্রুয়ারী ২০০৫ দেশের বাইরে বসে বেশ কষ্ট পেলাম। খুবই কাঁদলাম আমার রুমমেটেরা আমাকে স্বান্তনা দিয়ে বলল, কাঁদেন না দোয়া করেন।

আমি বললাম, দোয়া তো ওর আম্মাই পবিত্র মক্কার চত্ত্বরে বসে চোখের পানি দিয়ে আল্লাহর কাছে ওর কল্যান চেয়েছেন, যার বিনিময় মহান আল্লাহ ওকে শাহাদাতের মত আলীশান মর্যাদা দান করেছেন।

২০০৪ সালের ডিসেম্বরে বেলালের আম্মার সাথে দেখা করতে গেলাম। খালাম্মা ওর কথা বলে খুব কাঁদলেন। আর বললেন, আমার বেলালের জন্য দোয়া করবে। আমার সব একদিক আর বেলাল আর একদিক। আমার শরীর খারাপ লাগলে বেলাল আমাকে হরলিক্স খেতে দেয় এতে আমার খুব ভাল লাগে। ও শুধু আমার নয় প্রত্যেকেরই প্রতি খেয়াল করে, ও সবাইকে এক করে ধরে রাখে। আমাকে একটু না দেখলেই ছোট ছেলে মানুষের মত জোর করে ডাকে আম্মা কোথায়, আম্মা কোথায়।

যাক আমি স্বান্তনা দিয়ে বিদায় নিয়ে চলে আসলাম আর বললাম এবার হজ্জে গিয়ে আপনার বেলালের জন্য দোয়া করবেন যেন আল্লাহ ওকে আপনার যত্নের পুরস্কার দেন।

আঠার বছরের বিবাহিত জীবনে বেলাল ছিল নিঃসন্তান। আমরা নগন্য বান্দা তাই পুরস্কার বলতে সবার প্রত্যাশা ছিল একটা সু-সন্তান। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীন মায়ের চোখের পানির পুরস্কার দিলেন শাহাদাতের অমীয় পেয়ালা, যে পুরস্কার কোন বান্দা লাভ করলে তাঁর মর্যাদার কারণে একবার নয় দশবারও দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে ও আবার শহীদ হতে চাইবে। অথচ জান্নাতবাসীরা বেহেশতের নেয়ামত পেয়ে এত খুশী হবে যে, তাদের কেউ ঐ নিয়ামত ছেড়ে দুনিয়ায় আসতে চাইবে না কিন্তু শহীদরা এর ব্যতিক্রম কেননা বাস্তবে তারা শহীদদের মর্যাদা জান্নাতে দেখতে পাবে তাই তারা দুনিয়ায় আসতে চাইবে ও আবার শহীদ হতে চাইবে।

মহান আল্লাহপাক বড়ই উদার ও তার বান্দার প্রতি অতীব মেহেরবান তাই তার পুরস্কারও বিরাট ও বিরল শহীদি পুরস্কারে ধন্য করলেন বেলালকে।

দেশে ফিরে এসে ছুটে গেলাম শহীদ বেলালের স্ত্রী তানজিলাকে একনজর দেখতে। অবাক হলাম, শহীদের পরশ তার গায়েও লেগেছে। তাই বিরহ ব্যথা থাকে একটুও টলাতে পারে নি। স্বাভাবিকভাবে তানজিলা উপর থেকে বেডরুম পরিবর্তন করে নীচে চলে এসে পরিপাটি করে গোছাচ্ছে। গোসল সেরে, খাওয়া-দাওয়া শেষ করে পূর্বের মত সব কথাই বলতে লাগল।

অবশেষে সবার কথাই দেখলাম তানজিলাই তাদের এখন "বেলাল।" তাই শহীদি তামান্না আর ঈমানের তেজোদীপ্ত জযবা নিয়ে একামাতে দ্বীনের পথকে গতিশীল রাখুক এটাই মহান আল্লাহর কাছে তার বলিষ্ঠ চাওয়া-পাওয়া হউক। আর মহান আল্লাহ এ পরিবারকে শহীদের আলোকে আলোকিত করুক এটাই সবার একান্ত আকুতি।

ইতিহাসের পাতায় দেখেছি-
"বায়েজীদ বড় হলো মা যখন দোয়া দিল।" এবার আর একটা নাম মায়ের দোয়ার বরকতে স্বার্ণাক্ষরে খচিত হলো "শহীদ বেলাল।"

আল্লাহর কাছে দু'টো ফোঁটার চেয়ে প্রিয় কোন ফোঁটা নেই-

১। প্রথমটি হলো- আল্লাহর ভয়ে নির্গত অশ্রু ফোঁটা,
২। দ্বিতীয়টি হলো- আল্লাহর পথে নির্গত রক্তের ফোঁটা।
----আল হাদীস।

চিরচেনা শহীদ বেলাল

সাইফুল্লাহ খালিদ মাহমুদ

আমি ক্লাস eight এর একজন ছাত্র এবং ছাত্র শিবিরের একজন কর্মী। আমি জানি শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল ভাইকে নিয়ে লেখার যোগ্যতা আমার হয়নি। তার মত একজন মহান ব্যক্তিকে নিয়ে লিখতে হলে যে প্রতিভা প্রয়োজন তা আমার নেই।

কিন্তু আমার মনের লুকানো দুঃখ প্রকাশ করার ভাষা আমার জানা নেই। যে বেলাল ভাই ছিলো আমার একান্ত প্রিয় দায়িত্বশীল।

আজ আমাকে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে পৃথিবীর প্রতিটা কোণের প্রতিটা মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করতে ইচছা করছে কি ছিলো আমার ভাইয়ের অপরাধ ? কেন তাকে শহীদ করা হয়েছে প্রকাশ্যে রাজপথে।

সেতো কোন অপরাধ করেনি। সে তো মানুষকে ডাকতো নামাজের দিকে মানুষকে দাওয়াত দিতো ইসলামের। সে তো মানুষকে সত্যের সন্ধান দিত। সে তো মানুষকে বুঝাতো পরকাল ও আখিরাত সম্পর্কে। এটাই কি ছিলো তার অপরাধ। এজন্যই কি তাকে শহীদ করা হয়েছে।

নাকি তার কলমকে ভয় পেত এসমাজের অসাধু মুখোশধারী সন্ত্রাসীরা। তার কলমে খুলে যেতো যাদের মুখোশ। নাকি রাজনৈতিক কারণে। কেন তাকে শহীদ করা হয়েছে, কোন কারণে ?

আজ আমাদের প্রয়োজন এ রকম হাজারো বেলালের যাদের পদচারণায় মুখরিত হবে আবারো খুলনার রাজপথ। তবেই না আবার ফিরে আসবে খোলাফায়ে রাশিদিনের যুগ। বাংলার বুকে ইসলামের পতাকা পতপত করে উড়বে। সে দিনের অপেক্ষায় রইলাম।

www.pathagar.com

অপূরনীয় শুন্যতা

এহতেশামুল হক শাওন
খুলনা ব্যুরো প্রধান
দৈনিক যায় যায় দিন

বড্ড অসময়ে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আমরা বজ্রাহত হলাম, শোকে বাম্পরুদ্ধ হলাম। তার মত একজন কর্ম অন্তপ্রাণ মানুষ, সাংগঠনিক, সংস্কৃতিমনা, উদার মানবিক গুণের দায়িত্বশীল মানুষ তার হাতে জমে থাকা অজস্র অনিস্পন্ন কাজের সমাধা না করেই এভাবে চলে যাবেন, তা কোন মতেই বিশ্বাস হয় না। তারপরও চরম সত্যি হচ্ছে তিনি চলে গেছেন এ পার্থিব জীবনের সকল হিসেব নিকেশ চুকিয়ে দিয়ে। তার জীবনের কাংখিত শহীদী কাফেলার সাথী হয়ে।

আমরা আশাগ্রস্থ ছিলাম তিনি বাঁচবেন। তিনি সুস্থ্য হয়ে আমাদের মাঝে আবারও ফিরে আসবেন। ফিরে আসবেন তার প্রিয় শহরে, প্রিয় কর্মক্ষেত্রে, প্রিয় পেশায়। সাংবাদিকতায় আমরা যারা নবীন, তিনি ছিলেন আমাদের বড় ভাই, অভিভাবক। আমাদের প্রত্যাশা আর অপ্রাপ্তির অব্যক্ত বাণী তার মত করে আর কে বুঝতে পেরেছে? তিনি রাজনীতি করতেন, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। এ আপনে প্রতিনিয়ত তার দিক নির্দেশনা ছিল অপরিহার্য। অনাত্মীয় অপরিচিত হোক আর পরিচিত স্বজনই হোক সমস্যাগস্থ, বিপদগ্রস্থ মানুষকে উদ্ধারে সর্ব প্রথম তৎপর হয়ে উঠতেন তিনি।

আর এভাবেই রায়ের মহলের কালো ছেলে বেলাল, ঋজু দেহের, উচচ কণ্ঠের, মায়াবী দৃষ্টির, প্রাণখোলা হাস্যোজ্জ্বল শেখ বেলাল উদ্দিন কত শত সহস্র নারী পুরুষ শিশুর প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন তার পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এ কথা ঠিক যে, ৫ ফেব্রুয়ারী রাতে ঘাতকের বোমা হামলায় সমস্ত শরীরে মারাত্মক ক্ষত নিয়ে বেলাল ভাই যখন হাসপাতালে, তখন শুধু খুলনায় নয়, শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত তার শুভাকাংখিরা পরম করুনাময় সর্ব শক্তিমানের আরশ কাঁপিয়ে যে ভাবে তার জীবন ভিক্ষা চেয়েছিল, আমার বিশ্বাস ছিল বেলাল ভাই ফিরবেন। এত মানুষের অশ্রু, প্রার্থনা আর আর্তনাদ যে বিফলে যাবে, ১১ ফেব্রুয়ারী আসার আগ পর্যন্ত আমি তা কল্পনাও করিনি।

আমার বয়স কম। আমার দেখা শোনাও কম। তাই বলে একজন মানুষের জানাযায় এত লোক! এত মানুষ আগে তো কখনো দেখি নাই! কে নাই জানাযায়? মন্ত্রী, এম.পি, হুইপ, ডিসি, এস.পি, বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াত, জাতীয় পার্টি, বাম দল, ডান দল, সাধারণ মানুষ ? সার্কিট হাউজ মাঠ ভর্তি কাতার বন্দি মুসলমান। আর কাতারের বাইরেও যে অজস্র হিন্দু আর খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী মানুষ ! অশ্রুভেজা ঝাপসা চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি ঐ মানুষ গুলোও রুমালে চেপে ধরছে চোখের কোণা। কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে তাদের শরীর।

শোকের চাদরে মোড়া সমস্ত শহর। আর শহরের সমস্ত রাস্তাই আজ যেন রায়েরমহলে গিয়ে মিশেছে। একটি কফিনের পেছনে এভাবে জনস্রোত নামতে পারে? অবিশ্বাস্য! এর পর একটি বছর পার হয়েছে। কিন্তু একটি মূহুর্তও বেলাল ভাইয়ের অনুপস্থিতি আমি মেনে নিতে পারিনি। এমইউজের সাধারণ সভা বা বিশেষ সভায় যখন সবাই উপসিস্থত, তখনই মনে হয় এখনই বেলাল ভাই এসে সভাপতির আসনে বসবেন। প্রেসক্লাব নির্বাচনে ফোরামের পলিসি কি হবে, সে ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেবেন তিনি। আছর বা মাগরেবের ওয়াক্তে তার ইমামতিতে আমরা নামাজ পড়ব। কিংবা সাংবাদিকদের বহুল প্রত্যাশিত হাউজিং প্রকল্পের বিষয়ে মত বিনিময়ের জন্য তার মটর সাইকেলে সঙ্গী হয়ে ছুটে যাব ডিসি অফিসে। খুলনা অঞ্চলের সাংবাদিকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ দানের জন্য তিনিই পিআইডিকে উদ্বুদ্ধ করবেন।

কিন্তু আমার এ প্রত্যাশাগুলো পূরণ হয় না। কারণ বেলাল ভাই তো নেই। মাত্র ৩ বছর তার ঘনিষ্ট সাহচার্য পেয়েছিলাম। কত ব্যক্তিগত স্মৃতি যে জড়িয়ে আছে। তার যে স্নেহ আমি পেয়েছি সে জন্য নিজেকে গর্বিত মনে করি। তখন প্রবর্তনে ছিলাম। প্রথমে স্বল্প বেতন, পরে সম্পাদক কথিত মামলায় জেলে গেলে তাও বন্ধ হয়ে যায়। আমার বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য তার উদ্যোগ এবং আন্তরিকতা সারা জীবন স্মরণ করব। ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন পেলে তিনি আমার মাধ্যমে প্রবর্তনে দিতেন যেন কমিশনটা আমি পাই। ঈদুল ফিতরে পাঞ্জাবী আর ঈদুল আযহায় ব্যাগ ভর্তি গরুর মাংস নিষেধ সত্ত্বেও আমার বাসায় ঠিকই পৌঁছে যেত। এবার কোরবানীর দিন বাসায় মাংস বন্টনের সময় আমার আম্মা হঠাৎ বলে উঠলেন, এবার বেলাল নেই, এমইউজের কেউ আর বাসায় আসবে না। চোখের পানি ধরে রাখতে পারলাম না। পারলনা বাসার রান্নাঘরে উপস্থিত কেউই।

দুই বছরেরও বেশী সময় সাধনার পর প্রকাশিতব্য দৈনিক যায় যায় দিনে নিয়োগ পেয়েছি। আমার অপেক্ষার দুঃসহ দিনগুলোতে বেলাল ভাই নিয়ত আমার খোঁজ নিতেন। সাহস দিতেন। সাপ্তাহিক যায় যায় দিনে নিয়মিত লিখতাম। প্রথমে মেলব্যাগ, তারপর সমকাল, দ্বিতীয় মত, পরিবেশ এবং সর্বশেষ স্বদেশ কলামে। এক সময় যাযাদি-তে কভার স্টোরিও করলাম। শিরোনাম হল- 'কিলিং জোন খুলনা: টার্গেট সাংবাদিক।' আমার এ গৌরব সময় অর্জন সবাই দেখল, দেখলেন না কেবল বেলাল ভাই। কারণ গত বছরের ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত এ লেখার বিষয়বস্তুই ছিল বেলাল ভায়ের নৃশংস মৃত্যু।

www.pathagar.com

শেখ বেলাল উদ্দীন কিছু স্মৃতি

আবু তাহির মোস্তাকিম

১৯৭৯ থেকে ২০০৬ সালের এ দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় এখনও স্পষ্ট স্মরণ করতে পারি, শেখ বেলাল উদ্দীন এ নামেই তিনি স্বাক্ষর করতেন। ১৯৭৯ সালে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময়কার এক বিকেলে ফুটবল খেলার মাঠে বেলাল ভাই দেখিয়ে দিচ্ছিলেন, কিভাবে পায়ে চোট না পেয়ে প্রতিপক্ষের গোল সীমায় অবস্থানকারী নিজ দলের খেলোয়াড়ের কাছে বল পাঠানো যায়। শহরের আরেক প্রান্ত থেকে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে আসা বেলাল ভাইয়ের সাথে এভাবে শুরু হওয়া পরিচয় পর্ব দ্বীনি সম্পর্কে পরিনত হতে বেশী দিন লাগেনি। সে সম্পর্ক বজায় ছিল বেলাল ভাই শহীদ হওয়া পযন্ত। আর অনুকরণীয় আদর্শের প্রতীক এ মানুষটির স্মৃতি হৃদয়ে আকা থাকবে আজীবন।

বিনয় ও ভদ্রতা

ছোট ভাইয়ের সমবয়সী হওয়া সত্বেও আমার মত স্কুল ছাত্রকে দ্বীনি কারনে ভাই বলে ডাকতেন বেলাল ভাই। ১৯৯৪ সালে ছাত্র জীবন শেষ হবার পর আমার অনুরোধে তিনি আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে রাজি হন। তারপরও আমাকে ডাকার ক্ষেত্রে তার 'আপনি' আর 'তুমি'র মিশ্রন নিয়ে রসিকতা করেছি বহুবার।

ময়দানে অনড়

খুলনার বিএল কলেজের নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের নিশ্চিত জয় টের পেয়ে ছাত্রদল, ছাত্রলীগ সহ অন্যান্য ছাত্রসংগঠন যৌথভাবে কাজ করার আর উত্তেজনা সৃষ্টির অপকৌশল নিল। এ উত্তেজনা প্রশমনে ভূমিকা গ্রহনকারী বেলাল ভাইয়ের উপর তারা এক পর্যায়ে হামলা চালায়। হামলায় বেলাল ভাইয়ের উপরের ঠোট দুভাগ হয়ে যায়। পরীক্ষার্থী বেলাল ভাইয়ের ঠোটে দুটো সেলাই দিতে হয়। তারপরের দিন তিনি সেলাই সহ হাজির হন বিএল কলেজের ময়দানে। সাথে কড়া এন্টিবায়োটিক আর জ্বরের ঔষধ, মুখে তার চির পরিচিত হাসি। সামর্থ থাকলেও দ্বীনি দাওয়াতের প্রয়োজনে পাল্টা আঘাত করা হয়নি। শক্তি থাকতেও হামলাকারীদের কিভাবে ক্ষমা করা যায় তার শিক্ষা পেলাম।

রমজান মাসে মানুষ যেহেতু বেশী ইবাদতে মশগুল থাকে তাই চলচিচত্র ব্যবসার জন্য সময়টা যায় মন্দা। তাই এ ব্যবসায়ীরা বিদেশী নানা ধরনের অশ্লীল ছবি চালাবার মাধ্যমে দর্শকদের আকৃষ্ট করতে চায়। বেলাল ভাই দ্বিতীয়বারের মত খুলনা মহানগরীর সভাপতির দায়িত্ব পালনকালে এক রমজান মাসে অশ্লীল চলচিচত্র বিরোধী আন্দোলন শুরু করলেন এবং তাতে সাধারণ মানুষের ব্যাপক সমর্থন পেলেন। সর্বদলীয় সমাবেশ শেষে মিছিল শুরু হলো। কিন্তু স্বার্থবাদী মহল পুলিশকে দিয়ে শুরু থেকেই মিছিলটির গতি রোধের চেষ্টা চালাচ্ছিল। খুলনা নিউ মার্কেটের সামনে এসে পুলিশ হঠাৎ করেই ব্যাপক লাঠিচার্জ শুরু করে। এ পরিস্থিতিতে বেলাল ভাই ঠায় দাড়িয়ে থেকে নির্যাতন সহ্য করেন, কিন্তু ময়দান ছাড়েননি। সুযোগ থাকা সত্বেও পেশাদারীত্বের প্রশ্ন তুলে তিনি খুলনার ময়দান ছেড়ে রাজধানীতে যাননি। এ ধরনের অনেক উদাহরনের প্রত্যক্ষদর্শী তার অনুগামীরা।

বক্তৃতা-বিবৃতি

যুক্তির আবেগে দরাজকণ্ঠে বেলাল ভাইয়ের দু'পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুকে দেয়া বক্তব্য শুধুমাত্র তার অনুগামীদেরই উজ্জিবীত করতেন না বরং তা বিরোধীদের জন্য প্রশ্নবান হয়ে দাঁড়াত। অনুকরনীয় হাতের লেখায় সাংগঠনিক যেসব বিবৃতি তিনি লিখতেন দক্ষতার কারনে তা হুবহু ছাপা হতো দৈনিকগুলোতে। আর সাংবাদিক হিসেবে তার ভিন্ন ধারা ও নৈপুন্যের কথা আরেক ইতিহাস।

যুক্তি-তর্ক

রাজনৈতিক থেকে শুরু করে ঘরোয়া নানা বৈঠকে যুক্তি তর্কে বেলাল ভাইর দেয়া তাৎক্ষনিক জবাব বিরোধীদের অসহায় করে ফেলতো। বিরোধীদের বক্তব্য থেকে নেয়া উদাহরণ আর যুক্তিকে তিনি তার পক্ষে এমনভাবে কাজে লাগাতেন যে সবকিছুর উপর তার বক্তব্যই সঠিক বলে প্রমাণিত হতো। কেন্দ্রীয় দায়িত্বপালনকালে বেলাল ভাইয়ের সাথে এ ধরণের যুক্তি-তর্কে অবতীর্ণ হয়ে হেরে গিয়েছিল তৎকালীন সাপ্তাহিক বিচিত্রার একদল সাংবাদিক। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন-যেহেতু সবকিছুতে আল্লাহর সন্তুষ্টি চাই তাই যুক্তির ক্ষেত্রে আমার অসহায় হবার কোন কারণ নেই।

প্রাগ্রসর মানুষ

পৃথিবীর প্রায় সব ব্যাপারে সমান আগ্রহ এবং ওয়াকিবহাল থাকার চেষ্টা ছিল বেলাল ভাইয়ের। আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা পোষন করা থেকে তিনি ১৯৮০'র দশকেই আমাদের কম্পিউটার শিখতে বলেছিলেন। সে পরামর্শ অনুসরনের ফল আমাদের ব্যক্তি আর পেশাগত জীবনে যে কি উপকার বয়ে এনেছে তা আমরণ স্বীকার করতে হবে।

ব্যক্তিগত সম্পর্কে লালন

প্রশাসনের নানা স্তর থেকে শুরু করে পক্ষ-বিপক্ষের সবার সাথে রাখা অব্যাহত সম্পর্ককে তিনি ইসলামের পক্ষে কাজে লাগিয়েছেন। তার এ সম্পর্কের পরিস্থিতিতে অসম্ভবকে কিভাবে সম্ভবে পরিণত করেছে তার উদাহরণ দেবার মত লোকের অভাব নেই। সন্তান লাভের ক্ষেত্রে আমার স্ত্রীর জন্য সিজারিয়ান করাটা জরুরী হয়ে পড়লো। সিজারিয়ানের আগের রাতের মানসিক চাপ কমাতে বেলাল ভাই হাসপাতালে এসে তার স্বভাব সুলভ রসিকতা করলেন, সাহস যোগালেন। পরের দিন ভাবীকে নিয়ে তিনি আমাদের দেখতে এলে নবজাতক যখন তার পরনের ব্লেজার, প্যান্ট আর জুতোকে পেশাবে সিক্ত করছিল তখনও তিনি চাচা হবার গর্বে ছিলেন অনড়। আমার লজ্জা পাবার বিষয়কে তিনি তুচ্ছ করে দিলেন তার বড় চাচা হবার অধিকারে। অন্য শহরে জন্মানো ও বড় হওয়া আমার স্ত্রী এ ঘটনায় এতটাই আলোড়িত যে, বেলাল ভাই আহত হবার খবর থেকে তিনি চোখ

www.pathagar.com

মুছছিলেন আর তার শাহাদাতের খবরে তা সশব্দ কান্নায় পরিনত হয়েছিল।

সংস্কৃতি মনস্কতা

১৯৮০ সালে ঢাকায় ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন বেলাল ভাই। তার এ ধারা ছিল বহমান। শহীদ হবার আগের ঈদে তিনি আমাকে মোবাইল ফোনে মেসেজ হিসেবে লিখেছিলেন, " পথে পথে আজ হাকিব বন্ধু ঈদ মোবারক আস্‌সালাম"। তার কাছ থেকে শেখা পরের লাইনটি জবাব হিসেবে পাঠিয়েছিলাম। এতে দরুন খুশি বেলাল ভাই ফোন করে জানিয়েছিলেন, অনেক রকম জবাব পেলেও আপনারটাই সব চেয়ে ভাল লেগেছে। এ ধারার শুরু অনেক আগে। সংগঠনের বিভিন্ন বৈঠকে তিনি গান গেয়ে শোনাতেন। "আম্মা বলেন ঘর ছেড়ে তুই যাসনে ছেলে আর, আমি বলি খোদার পথে হোক এ জীবন পার"- এ গানটি প্রথম শুনি বেলাল ভাইয়ের মুখে। এ গান এতটাই ভালো লেগেছিল যে, ভাগ্নে-ভাগ্নি, ভাইপো আর ভাইঝি' দের ঘুম পাড়াতে এ গানটি গাইতাম। এ গানের সূত্র ধরে তারা বেলাল ভাইয়ের সাথে পরিচিত হয়েছে। নিজের সন্তানদেরও এ গান গেয়ে ঘুম পাড়াই। কিন্তু ওরা কোনদিন বেলাল ভাইকে দেখতে পাবেনা। কেননা, বেলাল ভাই খোদার পথেই তার জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। তবে গানটি রেখে গেছেন চিরদিনের অনুপ্রেরনা হিসেবে।

 # লেখক- সাংবাদিক এ,টি,এন বাংলা ঢাকা।

আমার স্মৃতিতে সাংবাদিক বেলাল

সৈয়দ জাহিদুজ্জামান

স্মৃতি মানুষকে শুধু কাছে টেনে নেয়। আমার ক্ষেত্রে এর ব্যাতিক্রম নয়। যখনই কোন সংবাদ লিখতে বসি, যখন খুলনা প্রেসক্লাবে ঢুকি তখনই শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দীনের কথা মনে পড়ে। ছাত্র জীবন থেকে শুরু করে সাংবাদিক জগতে পা বাড়ানো অবধী তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও পরিচিতি ঘটেছে। সাংবাদিক হিসেবে আমার সর্বদা যোগাযোগ হত ৯০-এর দশকে যখন বি.এন.পি সরকার ক্ষমতায় দৈনিক তথ্য অফিসে বসে সাংবাদিকতার কাজ করতেন। একদিন আমাকে পরিচয় করে দিলেন দৈনিক তথ্যের নির্বাহী সম্পাদক আবু হাসানের সাথে। দৈনিক সংগ্রামের দিঘলিয়া সংবাদদাতা হিসেবে শহীদ বেলাল উদ্দীনের কাছে সংবাদ সংক্রান্ত কাজে প্রায়ই দৈনিক তথ্য অফিসে যেতাম। পরবর্তীতে তিনি যখন কোন এক সমস্যার কারণে তথ্য অফিস থেকে চলে এলেন এবং আবু তৈয়্যেব মুন্সীর দৈনিক লোক সমাজ অফিসে (আবু তৈয়্যেব মুন্সীর নিজ বাড়ী) নিয়মিত বসা শুরু করলেন। আমিও বিভিন্ন সংবাদ সংক্রান্ত কাজে নুর নগর দৈনিক লোক সমাজ অফিসে যেতাম। শেখ বেলাল উদ্দীনও লোকসমাজ অফিস থেকেই সংগ্রামে সংবাদ পাঠাতেন। আর এরই মাঝে ১৯৯৭ সালের দিকে আবু তৈয়্যেব মুন্সীর প্রস্তাবে বেলাল ভাইয়ের অনুরোধে দৈনিক লোকসমাজের দিঘলিয়া প্রতিনিধি হিসেবে কাজ শুরু করি। আর সেখান থেকে দৈনিক লোকসমাজের খুলনা ব্যুরো অফিসে যাতায়াত ও সংবাদ পরিবেশন শুরু হয়। তবে পরে অবশ্য নানা কারণে লোকসমাজে আর কাজ করা হয়নি। কারণগুলো ছিল নৈতিক। অনৈতিকতার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে বেলাল ভাই-ই আমাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। ২০০২ সাল থেকে বেলাল ভাইয়ের শাহাদাৎ বরণের দিন পর্যন্ত দৈনিক সংগ্রামের দিঘলিয়া সংবাদদাতা হিসেবে সংবাদ পরিবেশনের জন্য বেলাল ভাইয়ের কাছে ছুটে যেতাম খুলনা প্রেসক্লাবে। আমাকে দেখা মাত্রই বেলাল ভাই বাইরে আসতেন এবং কুশলাদী জিজ্ঞাসা করতেন। শুধু প্রেসকাব নয়, মাঝে মাঝে বেলাল ভাইয়ের সাথে তাঁর নিজ বাড়িতেও বেড়াতে যেতাম। তাঁর নিজ বাড়িতে আমার সাথে সর্বশেষ সাক্ষাত ঘটে ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে। আমি আমার একজন সঙ্গীকে সাথে নিয়ে একদিন সকাল বেলা বেলাল ভাইয়ের বাড়ী যাই। সকল কথা বার্তা শেষ করে বাসায় ফেরার পালা। কিন্তু বেলাল ভাই নাস্তা না করিয়ে বিদায় দিলেন না। বারান্দায় নাস্তা খেতে বসেছি। বেলাল ভাই মাকে ডেকে বললেন মা আপনার বাপের দেশের মানুষ এসেছে। বেলাল ভাইয়ের মামা বাড়ি আমাদের গ্রাম ফরমাইশখানার পার্শ্ববর্তী গ্রাম সুগন্ধীতে। তাই বেলাল ভাইয়ের বাড়ীতে যখনই নাস্তা খেতে বসতাম তখনই তিনি তাঁর মাকে ডেকে হাসতে হাসতে একথা বলতেন। বেলাল ভাইয়ের একটা গুণই আমাকে মুগ্ধ করেছে সেটা হল যে কোন লোক তাঁর কাছে কোন কাজ নিয়ে গেলে তিনি প্রাণপন চেষ্টা করতেন করে দেয়ার জন্য। তাঁকে কারো ক্ষতি করতে শুনিনি বা দেখিনি। এই ব্যক্তিটি দৈনিক সংগ্রামের খুলনা ব্যুরো প্রধান ও খুলনা মেট্রো পলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দীন আজ আর আমাদের মাঝে বেঁচে নেই। ২০০৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী খুলনা প্রেসক্লাব চত্বরে সন্ত্রাসীদের দ্বারা পেতে রাখা টাইমবোমা বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হন এবং ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১১ ফেব্রুয়ারী ইন্তেকাল করেন। শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দীন মফস্বল সাংবাদিক সহ সকল সাংবাদিকদের খুবই আপনজন। বেলাল ভাই আমাদের মাঝে না থাকলেও তাঁর কথা ও কাজসহ তাঁর স্মৃতি গুলো তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দীন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর কথা, কাজ ও আদর্শের মাঝে।

 # লেখক- সাংবাদিক ।

www.pathagar.com

শহীদ বেলাল আমাদের প্রেরণার উৎস

এম,এ জাফর লিটন

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই। শহীদ শেখ বেলাল উদ্দিন একজন নির্ভীক কলম সৈনিকের নাম। যার ক্ষুরধার লিখনী বাস্তবই বাতিলের হৃদপিন্ড স্পর্শ করেছিল। কেননা বেলাল ভাই ছিলেন আপোষহীন একজন কলমযোদ্ধা যার প্রতিটি লিখনী ও ভাষা সত্যপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সৈনিকদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। আর বাতিল শক্তির ভীত কাপিয়ে দিয়েছে। তাইতো ঘাতকেরা দ্বীনের একজন সাহসী সৈনিককে বেছে নেয় তাদের বোমার শিকার হিসেবে। ওরা চেয়েছিল শহীদ শেখ বেলাল উদ্দিনকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলেই, দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে কলম থেমে যাবে। তাইতো তারা অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে বেলাল ভাইকে বোমার আঘাতে চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দিল। ওরা তো জানে না, বেলালের রক্ত ধুয়ে অসংখ্য বেলাল আত্মপ্রকাশ করবে। বেলাল ভাইয়ের অসমাপ্ত মিশনকে সামনে এগিয়ে নিতে অসংখ্য বেলাল এগিয়ে আসবে। দুঃখ আমার বেলাল ভাইকে স্ব-চোখে দেখিনি, তবে পত্রিকার পাতায় বেলাল ভাই আমার খুব পরিচিত ছিল। দৈনিক সংগ্রামের মফস্বল সংবাদদাতা হিসেবে খুলনা ব্যুরো চীফ বেলাল ভাইয়ের লেখা নিয়মিতই দেখতাম। দেশের প্রথিতযশা ও প্রতিভাবান সাংবাদিক হিসেবে বেলাল ভাইয়ের সুখ্যাতি ছিল। কেননা তিনি ছিলেন দৈনিক সংগ্রামেরও একজন গর্বিত সাংবাদিক। হঠাৎ বেলাল ভাইয়ের শাহাদাতের সংবাদ শুনে আমি থমকে গেলাম। দেশের অন্যতম সৎ ও মেধাবী সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দিন ভাইকে কোন অপরাধে হত্যা করা হয়েছে? মনে নানা রকম প্রশ্ন দেখা দিল। দৈনিক সংগ্রাম সহ বেশ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে বেলাল ভাইয়ের শাহাদাতের বর্ণনা কম বেশী ছাপা হয়েছিল। মর্মান্তিক ঘটনা পড়ে দু'চোখে পানি টপ টপ করে গড়িয়ে পড়ল। বেলাল ভাইয়ের সংগ্রামী বর্ণাঢ্য জীবনী পড়ে সবচেয়ে বেশী শোকাহত হলাম। বেলাল ভাই শুধু মাত্র সাংবাদিকই ছিলেন না, তিনি ছাত্র জীবন থেকেই ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন। তার সততা ও চারিত্রিক গুণাবলীর পুরস্কার হিসেবে ইসলামী আন্দোলনের প্রথম সারি থেকে নেতৃত্ব দিতে পেরেছেন, এছাড়াও খুলনা মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। বেলাল ভাই শহীদ হওয়ার সাথে সাথে দেশব্যাপী সাংবাদিকদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে। আমরাও শাহাজাদপুর প্রেসক্লাব থেকে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানালাম। অবিলম্বে ঘাতকদের গ্রেফতারসহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করলাম। সদা সত্যের পথে অবিচল বেলাল ভাইয়ের শাহাদাৎ আমাকে বেশ নাড়া দেয়। বেলাল ভাইয়ের পরিবারের সবাই খুব আফসোস করলেন। সেই সাথে আমাকেও সতর্ক করে দিলেন। আমিও একই পত্রিকার সাংবাদিক। আমি যেন সতর্কতা অবলম্বন করে লেখা লেখি করি। কিন্তু আমার আরও সাহস সঞ্চার হল। যেন বেলাল ভাই শহীদ হয়ে আমাদের প্রেরণার মিছিলে ডাক দিয়ে যাচেছন। আরও অসীম সাহস নিয়ে দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে কলম যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য দৈনিক সংগ্রামের প্রতিটি সাংবাদিককে হাতছানী দিচ্ছেন। আমি প্রাণ ভরে বেলাল ভাইয়ের জন্য দোয়া করলাম। আল্লাহ যেন বেলাল ভাইকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন। আমীন। এখন বেলাল ভাই আমাদের পাশে নেই। রেখে গেছেন তার অসমাপ্ত কর্ম। আমরা বেলাল ভাইয়ের রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কর্মকে বাস্তবায়ন করব। তারই পথ ধরে আমরা এগিয়ে যাব সামনের দিকে। তার রক্তের বদলা হিসেবে দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে কলম যুদ্ধে জয়ী হব। শপথের সৈনিক হয়ে দৈনিক সংগ্রামের প্রতিটি সাংবাদিককে এগুতে হবে। শহীদ বেলাল আমাদের প্রেরণার উৎস। বেলাল ভাইয়ের শোকাহত পরিবারকে আল্লাহ ধৈর্য্য ধরার তৌফিক দিন। আমীন।

শাহাজাদপুর সংবাদদাতা, দৈনিক সংগ্রাম, সিরাজগঞ্জ।

আমার দেখা শেখ বেলাল ভাই

আবুল কালাম আজাদ
অধ্যক্ষ,রায়েরমহল কলেজ

আমাদের পার্থিব জীবনে অনেকের সাথে বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে পরিচয় হয়। সেই পরিচিত সকলের স্মৃতি ও আর্দশ আমাদের অন্তরে স্থায়ী রেখাপাত করে না। তবে চলার সাথীদের দু'এক জনের কর্মময় স্মৃতি ও আর্দশ আমাদের মনের অজান্তে স্থায়ী জায়গা করে নেয়। কিন্তু আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি তাদের অনুপস্থিতিতে। খুলনার বৈকালীতে ১৯৮৩ সাল থেকে স্থায়ীভাবে বসবাস করায় মাঝেমধ্যে বেলাল ভাই-এর সাথে আলাপ হয়। খুব কাছ থেকে না দেখার কারণে ১৯৯৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমার কাছে একজন সাধারণ রাজনীতিবিদ হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৯৯ সালের ১লা আগস্ট রায়েরমহল কলেজে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করার সুবাদে আমি তাঁর খুব কাছে আসার সুযোগ পাই। তিনি তখন রায়েরমহল কলেজের পরিচালনা পরিষদের একজন সদস্য। কাজী সেকেন্দার আলী ডালিম খুলনা-৩ আসনের তৎকালীন এম.পি এবং রায়েরমহল কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি। রায়েরমহল কলেজ পরিচালনায় এবং প্রতিষ্ঠায় ৭৫ (পঁচাত্তর) জন সদস্যের পরিচালনা পরিষদের মাত্র ৪ (চার) জন সদস্যের উপর এম.পি. মহোদয় নির্ভর করতেন এবং তাদের একজন আমাদের বেলাল ভাই। বিষয়টি অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে এম.পি. মহোদয় আওয়ামীলীগ-এর আর বেলাল ভাই জামায়াতে ইসলামী-এর আদর্শের অনুসারী। কিন্তু তাঁর সততা, কর্মনিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা ও সুনিপুণ কর্মপরিকল্পনায় মুগ্ধ হয়ে

www.pathagar.com

এম.পি. মহোদয়ের এই নির্ভরশীলতার সৃষ্টি হয়।

১৯৯৯ সালের ১লা আগস্ট থেকে রায়েরমহল কলেজের অবকাঠামো এবং শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় আমার হাতে। বেলাল ভাই সাংগঠনিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও প্রতিদিন ছাত্র-ছাত্রী সংগ্রহে রায়েরমহল, বয়রা, দেয়ানা, পাবলা প্রভৃতি জায়গায় আমাদের সাথে পূর্ণ উদ্যোমে অংশ নিতেন। তিনি নিয়মিত অনেক রাতে বাড়িতে ফিরতেন একথা সত্য। তবে সকালে কলেজের কাজে ডাকলে কখনো না বলেননি। কলেজের টিনের ঘর থেকে শুরু করে বর্তমানে যে দু'টি পাকা ইমারত নির্মাণ হয়েছে তার এমন কোন অংশ নেই যেখানে তার হাতের ছোঁয়া লাগেনি।

রায়ের মহল কলেজে প্রতিবছর বার্ষিক শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়। কোন বছরই বেলাল ভাই আমাদের সাথে শিক্ষা সফরে যাননি কিন্তু প্রতিবারেই সফরের পূর্ব রাত থেকে সফরের দিনের সকাল পর্যন্ত আমাদের সাথে থেকে সব কিছু তদারকি ও নির্দেশনা দিতেন। ২০০২ সালের ঈদের পরের দিন রাত্রে আমাকে টেলিফোন করে জরুরী কলেজে আসতে বলেন কারণ মুসলিম এইড-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর এস.এম. রাশেদুজ্জামানকে তিনি কলেজে আনবেন। ঐ রাতেই কান্ট্রি ডিরেক্টরকে সাথে নিয়ে বেলাল ভাই কলেজে আসলেন এবং কলেজের জন্য কয়েকটি কম্পিউটার পাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এই কম্পিউটার মুসলিম এইড-এর ঢাকা অফিস থেকে আমি গ্রহণ করি। বেলাল ভাইকে কি পরিমাণ লোকে ভালবাসে আর শ্রদ্ধা করে তা আমি বুঝতে পারি কম্পিউটার গ্রহণ করার সময়। বেলাল ভাইয়ের কলেজে কম্পিউটার যাবে এ জন্য তিনটি কম্পিউটার টেষ্ট করে আলাদা করে রেখেছে, আর আমাকে যেভাবে সমাদর করেছে তাতে মনে হয়েছে আমি বড় কোন মেহমান। এর কারণ একটাই রায়েরমহল কলেজ বেলাল ভাইয়ের।

বেলাল ভাই রায়েরমহল কলেজের জন্য যে পরিমান অনুদানের ব্যবস্থা করেছেন তা খুলনা-৩ আসনের সাবেক বা বর্তমান যে কোন এম.পির অনুদানের কাছাকাছি। এটা সাধারণের নিকট অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। কলেজের সাধারণ শাখা এম.পি.ও ভুক্তির জন্য বেলাল ভাই সর্ব রকম চেষ্টা করেছেন। খুলনা ও ঢাকার সংশ্লিষ্ট অফিসে সবরকম যোগাযোগ তিনি রক্ষা করেছেন। জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল, হুইপ মোঃ আশরাফ হোসেন, অধ্যাপক গোলাম পরোয়ার এম.পি, হুইপের পি.এস. মোঃ কামরুল ইসলাম, অধ্যক্ষ সৈয়দ আমিনুল ইসলাম মুকুল থেকে শুরু করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার সহযোগিতা ও সাহায্য তিনি কাজে লাগিয়েছেন। তার এই প্রচেষ্টার কথা কোন ভাবেই ভুলবার মত নয়।

অর্থের প্রতি বেলাল ভাইয়ের কোন লোভ ছিল না। বিবেকের বিচার ছিল খুব তীক্ষ্ণ, আল্লাহর প্রতি আস্থা ও ঈমানের শক্তি ছিল মজবুত। এ বিষয়ে দু'টি ঘটনা উল্লেখ না করে আমি পারছিনা। প্রথমতঃ ২০০২ সালে কলেজ এম.পি.ও. ভুক্তি করণের কাজে আমি বেলাল ভাইকে সাথে করে ঢাকায় যাই। কলেজের খরচ কমাবার জন্য আমাকে নিয়ে রাখলেন অধ্যাপক গোলাম পরোয়ার এম.পি. মহোদয়ের এম.পি. হোষ্টেলে। কারণ এখানে থাকলে আমাদের থাকা খাওয়ার খরচ হবে না। বেলাল ভাই ও আমি গোলাম পরোয়ার সাহেবকে সাথে নিয়ে সচিবালয়ে এম.পি.ও. ভুক্তির কাজ তদারকি করতে যাই। সচিবালয় থেকে একটা পত্রিকা অফিস ও বায়তুল মোকাররম মসজিদ হয়ে ফিরে এলাম এম.পি. হোষ্টেলে। আমরা তিনজন এই পথ চলাচল করলাম প্রাইভেট কারে বা সি.এন.জি চালিত অটোতে নয়, বি.আর.টি.সি.-এর বাসে। আশ্চর্যজনক বিষয় হল বেলাল ভাই বাসে উঠার প্রস্তাব করলে এম.পি. মহোদয় কোনরূপ আপত্তি না করে আমাদের সাথে সাধারণ যাত্রীর মত বাসে চড়লেন। আমরা ঢাকার কাজ শেষ করে খুলনার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সময় আমি স্বাভাবিকভাবেই বেলাল ভাইয়ের খুলনায় ফেরার টিকিট কাটতে চাই কিন্তু তিনি টিকিট বা টিকিটের টাকা নিতে সম্মত হলেন না। আমি অনেক অনুরোধ করতে থাকলে বেলাল ভাই বললেন, "আমি ঢাকায় এসে অল্প হলেও নিজের কাজ করেছি, তাই ফিরে যাওয়ার খরচ আমার করা উচিত।" তাঁর এই উক্তি আমাকে আজও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা শতগুন বাড়িয়ে দেয়। দ্বিতীয়তঃ ২০০৪ সালে কলেজের সাধারণ শাখা এম.পি.ও. ভুক্তি হওয়ার পর কলেজ পরিচালনা পরিষদের তিন জন সদস্য সিদ্ধান্ত নিলেন যেভাবেই হোক আমাকে কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে পদচ্যুত করবেন এবং কাজও শুরু করলেন। অন্যদিকে বেলাল ভাই ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ আমাকে অধ্যক্ষ পদে রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা শুরু করেন। আমার সহধর্মিনী হতাশ হয়ে আমার সাথে বেলাল ভাইয়ের বাড়িতে এলে বেলাল ভাই তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখেন আর আল্লাহ আল্লাহ করেন। সব বিপদ আল্লাহ পার করে দেবেন। আমাদের প্রিন্সিপাল সৎ লোক, আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেই।" এ কথা শুনার পর আমার সহধর্মিনী বেলাল ভাইকে বলেন, "ভাই আমি যে শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করতে পারছিনা আপনাদের উপরও কিছু দায়িত্ব দিতে চাই।" বেলাল ভাই এ কথা শুনে অবাক হয়ে বলেন, "ভাবী আপনি কি কথা বলেন; তওবা করেন, সব বিপদ থেকে আল্লাহ রক্ষা করেন।" তাঁর এই কথাগুলো দু'জনেই স্মরণ রেখে বেশী বেশী নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে বিপদ থেকে মুক্তি চাইলাম। সত্যিই আল্লাহ আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। ২০০৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী বেলাল ভাই বোমায় আহত হয়ে গায়ে আগুন ধরা অবস্থায় বার বার কলেমা ও সূরা পড়ছিলেন। এই কথা সংবাদপত্রে পড়ার পর বুঝতে পারলাম বেলাল ভাই অপরকে উপদেশ দেওয়ার জন্য নয় নিজেও বিশ্বাস করতেন এবং বলতেন সব সময় আল্লাহর উপর ভরসা রেখে আল্লাহকেই ডাকতে হবে।

অল্প দিনের সাহচর্যে তাঁর অনেক আদর্শ আমার মনে রেখাপাত করেছে তা লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকলাম। তবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, "হে খোদা মানুষের মঙ্গলের জন্য বেশী বেশী করে শেখ বেলাল উদ্দিন-এর মত আদর্শের লোক পৃথিবীতে পাঠাও।"

www.pathagar.com

প্রেরণার উৎস বেলাল ভাই

——— এ্যাডঃ শেখ জাকিরুল ইসলাম

১৯৭৮ সালে আমি ৮ম শ্রেণীর ছাত্র। রায়েরমহল পুরো পাড়া বল খেলছি, হঠাৎ খেলা নিয়ে গন্ডোগোল শুরু হলো এমন সময় কয়েকজন বড় ভাই এসে থামিয়ে দিল। আরেকজন ভাই আমার হাত ধরে মাঠের পাশে এসে বসিয়ে দিল। বলল মাথা ঠান্ডা কর। আজ আর খেলা লাগবেনা, চল তোমাকে বাড়ী পৌছে দেই। বাড়ী আসার পথে আমার পড়া শোনার খোঁজ খবর নিল। ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মারামারি করতে নেই বলল। তোমাকে এস.এস.সিতে ভাল রেজাল্ট করতে হবে। এই বলে আমার বাড়ীর গেটে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিল। সেই বড় ভাইটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় আমার জীবনের অনুপ্রেরণা, সঠিক পথের দিশারী আমার প্রিয় বেলাল ভাই।

সবই মনে পড়ে একসাথে ফুটবল খেলতাম, ভলিবল খেলতাম, ব্যাডমিন্টন খেলতাম এভাবেই ক্রমান্বয়ে বেলাল ভাইয়ের সাথে আমার সখ্যতা বা ঘনিষ্ঠতার বন্ধন দৃঢ় হয়ে উঠে। বেলাল ভাই আমাকে অত্যন্ত স্নেহ, আদর, ভালবাসা দিয়ে কাছে নিল, আমি তাকে আপন বড় ভাই বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো ভাবতে শুরু করলাম। মাঝে মাঝে বি.এল. কলেজ, কমার্স কলেজ এবং সিটি কলেজ সহ উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেখানোর উদ্দেশ্যে বেড়াতে নিতেন। আর বলতেন, তাড়াতাড়ি ভাল রেজাল্ট নিয়ে এস.এস.সি. পাশ কর। তোমাকে বড় কলেজে ভর্তি হতে হবে। প্রায়ই আমার বাড়িতে বেলাল ভাই এবং বেলাল ভাইয়ের বাড়ীতে থাকা খাওয়া হতো। বিশেষ করে বেলাল ভাইদের বাড়িতে পিঠা তৈরী করা হলে তিনি আমাকে বাদ দিয়ে একা খাওয়ার চিন্তা কখনোই করতে পারতেন না। পড়া শুনার ফাঁকে ফাঁকে আমাকে ইসলামী সাহিত্য, কোরআন হাদীস এবং নামাজ রোজা সহ ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বইপত্র দিতেন এবং ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার জন্য বিভিন্ন সময় তাগিত দিতেন। আমি যখন নবম শ্রেণীতে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ি তখন তিনি সম্ভবত সিটি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। তাই নিজের হাতে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো নোট করে দিতেন। মাঝে মধ্যে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কিছু চটি বই পড়তে দিতেন এবং এর উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাকে ধারণা দিতেন। আমিও খুব আগ্রহ সহকারে শিবির কি ও কেন এই সম্পর্কে মনোযোগ সহকারে জানার চেষ্টা করি। বেলাল ভাই একদিন (সম্ভবত ১৯৭৯/৮০ সাল) আমাকে বি.এল. কলেজের ক্যাম্পাসে নিয়ে গেল। সম্ভবত সে দিন শিবিরের একটি নির্বাচনী মিছিল হয়েছিল মাজেদ-বেলাল পরিষদের। এই পরিষদে বেলাল ভাই জি.এস. পদে নির্বাচন করে। তখনও তার সাথে যেয়ে মিছিলে আমরাও অংশগ্রহন করার সুযোগ হয়েছিল। পরবর্তী বছর বেলাল ভাই ভি.পি পদে নির্বাচন করে। তখনও তার সাথে যেয়ে মিছিল করতাম। তিনি আমাকে মিছিল নিয়ে যেতো। বিরোধী দল বোমাবাজি ও ভোট কারচুপি করে সামান্য কয় ভোটের ব্যবধানে বেলাল ভাইকে হারিয়ে দেয়। সে দিনও বেলাল ভাইয়ের পাশে আমি ছিলাম। বেলাল ভাই প্রায়ই আমাকে বলতেন তোমাকে বি.এল. কলেজে ভর্তি হতে হবে এবং এই কলেজকে শিবিরের মজবুত ঘাটি হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। সে দিনের বেলাল ভাইয়ের আশা বা দোয়া আল্লাহ তায়ালা কবুল করেছিলেন বলেই আমি এস.এস.সি. পাশের আগেই বেলাল ভাইয়ের হাতে কর্মী হই। এস.এস.সি. পাশ করার পরে বি.এল. কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হই। এইচ.এস.সি. পড়াকালীন বেলাল ভাইয়ের হাতে শিবিরের সাথী হই এবং ঐ বছরই আমি জাতীয় কুস্তি প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক পাই। পরবর্তী বছর বক্সিংয়ে ব্রোঞ্জপদক পাই। সেই সুবাদে বেলাল ভাই আমাকে তখন বি.এল. কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সহ-ক্রীড়া পদে নির্বাচন করায় এবং আমি জয়লাভ করি। পরবর্তী ভিপি পদে বি.এল. কলেজ ছাত্র সংসদে দুই বার নির্বাচন করার সুযোগ করে দেয় সংগঠন এবং জয়লাভ করি। অবশেষে এ কলেজ থেকে বাংলায় এম.এ শেষ করি। এসবই বেলাল ভাইয়ের আশা-দোয়া এবং সহযোগিতার ফসল। এর পর অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেল। বেলাল ভাই সাংবাদিকতার পেশায় চলে গেলেন। তখনও আমি বি.এল. কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি। তখন দেখতাম ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মী তথা সংগঠনের সুসময়ে-দুঃসময়ে আমাদের বি.এল. কলেজে এসে খোজ-খবর নিতেন। কলেজ ক্যাম্পাসে অনেক সময় শিবিরের সঙ্গে অন্য ছাত্র সংগঠনের মারামারি বা গন্ডোগোল হতো। বেলাল ভাই শহরের যেখানেই থাকতেনে না কেন কর্মজীবন পেশা ছেড়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতেন। এবং বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের কথা দিয়ে, বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করতেন। সেই রূপ ছাত্র সংসদের কাজেও আমাকে অনেক সহযোগিতা করতেন। তাকে বেশী অস্থির ব্যাকুল দেখেছি। অজস্র যন্ত্রনাসহ কাঁদতে দেখেছি। যখন আমরা সহযোদ্ধা সাথীরা, বি.এল. কলেজের ছাত্র সংসদের নির্বাচিত জি.এস. শহীদ মুন্সী আব্দুল হালিম, এ.জি.এস. শহীদ আবুল কাশেম পাঠান, সাহিত্য সম্পাদক শহীদ রহমত আলী, শহীদ বিমান ও শহীদ আমান সন্ত্রাসীদের হাতে নির্মমভাবে জীবন দিল। তখন বেলাল ভাইকে দেখেছি শহীদি ভাইদের লাশের মিছিল-মিটিং, দাফন-কাফন সহ শোকসন্তপ্ত পরিবারের সান্তনা, সহযোগিতা দিতে তার ভূমিকা সর্বাগ্রে লক্ষ্যনীয় ছিল। ২৫০ শয্যা হাসপাতালে শহীদ মুন্সী হালিম ভাইয়ের জবাই করা লাশ দেখে আমাকে জড়িয়ে ধরে উচচস্বরে ছোট শিশুর মত অঝোরে কাঁদতে থাকলেন আর বললেন জাকির আমাদের সব শেষ হয়ে গেল। আমরা এখন কি করবো? তুমি সাবধানে থেকো। হে আল্লাহ! আমাদের রক্ষা করো। এর থেকে বোঝা যায় বেলাল ভাই ইসলামী আন্দোলন এবং নেতা কর্মীদের প্রতি তার কত দরদ ছিল। বেলাল ভাইয়ের সাথে আমার দুই যুগেরও বেশী সময় সম্পর্ক ছিল। তাই দুই এক ঘন্টায় বা দুই এক দিনে তার সম্পর্কে শেষ করা যাবে না। তাই সংক্ষেপে শেষ করতে হবে। সর্বশেষ আমি ছাত্র জীবন শেষ করে জেলা আইনজীবী

www.pathagar.com

সমিতিতে যোগদান করি। সেখানেও বেলাল ভাই আমার কাছে যেতেন। খোঁজ-খবর নিতেন। আর বলতেন প্রাকটিস ভালভাবে কর। এখানেও সংগঠনের কাজ মজবুত করতে হবে। নির্বাচন করতে হবে। সে বছরই আমি জেলা আইনজীবী সমিতিতে নির্বাচন করি এবং জয়লাভ করি। একদিন সাংবাদিক ইউনিয়নের একটা মামলা নিয়ে উকিলবারে গিয়েছিলেন এডঃ শাহ আলম, এডঃ আব্দুল ওয়াদুদ ভাই, ওকালত নামায় আমার স্বাক্ষর নিলেন এবং হেসে বললেন মামলায় আমাকে জেতাতে হবে কিন্তু। সর্বশেষে এককথায় বলতে পারি আমার জীবনের যা কিছু ভাল পাওয়া উপরের আল্লাহর রহমত বাকী বেলাল ভাইয়ের অবদান। জীবনের শুরুতে তার মত আর্দশিক চারিত্রিক মানুষের সন্ধান বা স্পর্শে না আসতাম বা তার মাধ্যমে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের মত আদর্শ, চরিত্র গঠনের সংগঠনের পতাকা তলে শামিল না হতাম তাহলে আমি ও আমার মত শত শত হাজার হাজার ছাত্র, যুবক আলোকিত সঠিক পথের সন্ধান পেতো না, এমনকি বিপথে যেয়ে অন্ধকার অতল গহ্বরে ডুবে যেতো। তাই আমার মনে পড়ে গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর কথা- (I owe to God my life and I owe to teacher how to life beautiful) সৃষ্টিকর্তার কাছে আমি ঋণী আমার জীবনের জন্য এবং সেই জীবন সুন্দর করার জন্য আমার শিক্ষকের কাছে ঋণী। তাই স্পষ্টভাবে বলতে চাই আমার জীবনের সৌন্দর্যের জন্য বেলাল ভাইয়ের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

এতক্ষণ ধরে যে মহৎ ব্যক্তিত্ব বেলাল ভাইয়ের কথা বললাম আসুন সবাই মিলে খুজি আমাদের প্রিয় বেলাল ভাই এখন কোথায়? খুজতে গেলাম তার প্রিয় জন্মভূমি রায়েরমহল গ্রামের বাড়ীতে। তার শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতা, ভাই-বোন, প্রিয় স্ত্রীর কাছে। তারাও পরিবারের সবাই কাঁদতে কাঁদতে আমাদের কাছে প্রশ্ন করে আমাদের বেলাল কোথায়? আমরা তাকে খুজে পাচ্ছি না। চলে গেলাম তার প্রিয় স্থান মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নে। সেখানেও তার সহযোদ্ধা কলম সৈনিকরা ক্রন্দনরত অবস্থায় বেলাল ভাইকে খুজছে এবং বলছে আমাদের প্রিয় বেলাল ভাইকে পাচ্ছি না। কিন্তু আমাদের সকলের প্রিয় বেলাল ভাই এতক্ষণে আমাদের কষ্টের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে সকলকে কাঁদিয়ে আল্লার প্রিয় পাত্র শহীদ হিসেবে জান্নাতের বাগানে আল্লাহ কবুল করলেন। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী' ২০০৫ প্রেসক্লাবের চত্বরে সন্ত্রাসীদের বোমার আঘাতে আহত হয়ে ঢাকা সি.এম.এইচ-এ চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১১ই ফেব্রুয়ারী জুময়াবার আমাদের ছেড়ে ওপারে চলে যান। ইসলামী আদর্শের আকাশে বেলাল নামক উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলো নিভে যায়। সর্বশেষ আমার আবেদন, আহ্বান আসুন আমরা বেলাল ভাইয়ের অনুসারীরা ঐক্যবদ্ধ হই তার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করি এবং তার মত জীবন গড়ি। তার হত্যাকারীরা যেখানেই থাকুক, যত বড়ই হোক সে যেন শাস্তি পাক, এই হোক মহান রব্বুল আলামিনের কাছে আমাদের একান্ত আর্জি। আমাদের প্রিয় বেলাল ভাইকে আল্লাহ শহীদ হিসাবে কবুল করুক বা জান্নাতবাসী করুক এই দোয়াই করি।

স্মৃতির পটে জীবন্ত কিছু চিত্র

মনিরুল ইসলাম সেলিম

শহীদ বেলাল ভাই-এর সাথে আমার পরিচয় ও সম্পর্ক ছোটবেলা থেকে। বেলাল ভাই-এর কিশোর জীবনের চেহারা আমার ভাল ভাবে মনে আছে। আমার চাচি ছিল বেলাল ভাই-এর খালা। সেই সুবাদে তিনি আমাদের বাড়ীতে আসা-যাওয়া করতেন। একদিন আমার চাচি আমাকে বেলাল ভাইকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন- ওখুবই মেধাবী ও চরিত্রবান ছেলে, ও জিলা স্কুলে পড়ে, ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে। এরপর থেকে যতদিন তাকে দেখেছি সেই ছোট বেলার ঐকথাটি মনে পড়তো। ১৯৮৩ সালে আমি যখন মুহসিন কলেজে ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র তখন আমি ছাত্রদলের সাথে সম্পৃক্ত। কলেজের ছাত্রদের সহিত পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছেলেদের মধ্যে মারামারি সংঘটিত হয়। তখন আমি এবং ছাত্র সংসদের নেতৃবৃন্দ বি.এল. কলেজের ছাত্র সংসদের সহযোগিতার জন্য বি.এল. কলেজে যাই। কলেজের গেটে বেলাল ভাই এর সাথে দেখা। তাকে আমাদের বি.এল. কলেজে আসার উদ্দেশ্য বললাম। তিনি আমাদেরকে ছাত্র সংসদের জিএস রফিকুল ইসলাম (দুলাল) ভাই এর সহিত পরিচয় করে দিলেন। বিস্তারিত কথা হলো। সিদ্ধান্ত হলো পরের দিন রফিক ভাই বি.এল. কলেজের অন্যান্য সকল ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে আমাদের কলেজে যাবে। ঐ দিন বেলাল ভাই এর দৃষ্টি আমার ওপর পড়ে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন আমাকে ছাত্র শিবিরে নেওয়ার চেষ্টা করবেন যা পরবর্তীতে আমার মনে হয়েছে।

তিনি আমাদের এলাকার একজন শিবিরের দায়িত্বশীলকে দায়িত্ব দেন আমাকে ছাত্র শিবিরে জড়ানোর ব্যাপারে। সেই দয়িত্বশীল আমাকে প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে ধারণা ও শিবিরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। আমি শিবিরের সমর্থক না হয়েও তিনি আমাকে তালিমুল মিল্লাত মাদ্রাসায় তিনদিন ব্যাপী কর্মী টিসিতে নিয়ে যান। টিসি থেকে এসে আমি শিবিরের কর্মী হয়ে যাই। কর্মী হওয়ার পর থেকে সাথী হওয়া পর্যন্ত আমি সরাসরি বেলাল ভাই এর গাইডে ছিলাম এবং প্রায় বেলাল ভাই এর সাথে থাকতাম।

বেলাল ভাই অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে হলে যান পরীক্ষা দিতে। বেলাল ভাই এর দ্বিতীয় পরীক্ষার দিন বি.এল. কলেজের সর্বদলীয় ছাত্র সংগঠনের সহিত ছাত্র শিবিরের ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষের মাঝামাঝি সময়ে বেলাল ভাই পরীক্ষা বন্ধ করে সংঘর্ষের ময়দানে চলে আসেন। তিনি সকলকে নিবৃত্ত করে সরিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু ময়দানে আমি বিছিন্ন হয়ে গেটের কাছে গিয়ে

www.pathagar.com

আমার পিঠে একটা থাবা মেরে বলেন কান ভয়রা নাকি? আমি ডাকছি শুনেন না। এই বলে তিনি আমার হাত ধোরে টেনে নিয়ে যান। পরীক্ষার হল থেকে আসতে একটু দেরী হওয়ার কারণে তাকে মহানগরীর সভাপতি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এখানে আর একটা বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই। বেলাল ভাই তখন সোনালী রংয়ের একটা খুবই দামী ঘড়ি পড়তেন। আমি একদিন জিজ্ঞাস করলাম এই ঘড়িটার দাম কত। তিনি বললেন ঘড়িটি সেঝো ভগ্নিপতি ফরিদ ভাই সৌদি আরব থেকে এনে আমাকে উপহার দিয়েছে। মহানগরীর সভাপতি থেকে অব্যহতি হওয়ার পর থেকে বেলাল ভাই এর হাতে আর তা দেখা যায়নি। পরে জানলাম কেন্দ্রীয় সভাপতি বি.এল. কলেজের ঘটনায় তাকে আর্থিক কাফফারাও ধার্য্য করেছিলেন, যা আদায় করার মত সংগতি তার ছিলো না। তাই নিজের হাতের সখের ঘড়িটি বিক্রয় করে সেই কাফ্ফারা আদায় করেন।

আমি তখন বি.এল. কলেজ ছাত্র সংসদের পত্রিকা সম্পাদক। আমার চিন্তা কলেজের ইতিহাসে প্রথম চার রংয়ের পত্রিকা বার করতে হবে। বাজেট মাত্র ৭০ হাজার টাকা। এই জন্য প্রয়োজন দেড় লক্ষ টাকার। এই নিয়ে অনেক বৈঠক হলো, অনেক কথা হলো, অনেকে অনেক মন্তব্য করেন। আমি নাছোড় বান্দা। আমার এক কথা করতে হবে। অবশেষে সংগঠন থেকে বেলাল ভাইকে দায়িত্ব দেওয়া হলো আমাকে সাহায্য করার জন্য। আমি আর বেলাল ভাই কলেজের অধ্যক্ষ এর সহিত দেখা করলাম। তাকে বুঝালাম চার রংয়ের পত্রিকার গুরুত্ব। তাছাড়া পত্রিকায় মাননীয় রাষ্ট্রপতির বাণী আসছে। অবশেষে অধ্যক্ষ সম্মতি হলেন এবং কলেজের নিজ ফান্ড থেকে ৫০ হাজার টাকা মনজুর করেন। আমার নিজ বাণীটিও সেই দিন বেলাল ভাই লিখে দিয়েছিলো। ঢাকায় নিয়ে পত্রিকা ছাপানো থেকে শুরু করে প্রায় সব দায়িত্ব বেলাল ভাই পালন করেন। আর এই পত্রিকা পরবর্তী ছাত্রসংসদ নির্বাচনে জয়ের জন্য প্রধান সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

হাসপাতালের ইন্টেনসিভ কেয়ারে বেলাল ভাই এর অবস্থা দেখে আমার মনে হচ্ছিলো এই বুঝি জীবন্ত বেলাল ভাই এর দেহের শেষ দেখা। তাই জীবন্ত বেলাল ভাই এর দেহটাকে যতক্ষণ সুযোগ পেয়েছি মনভরে দেখেছি। ঠিক এমনভাবে শেষবারের মত দেখেছিলাম আমার খুবই ঘনিষ্টজন শহীদ রহমত ভাই এর জীবন্ত দেহটিকে একই জায়গায়।

সাংগঠনিক জীবনে বেলাল ভাই এর সহিত অনেক ক্ষেত্রে হয়তো আমার মতের অমিল ছিল কিন্তু তাকে আমি সব সময় একজন উচচমানের এবং উচচ স্থানের দায়িত্বশীল হিসাবে দেখতে চেতাম। তিনি যখন রুকন হচ্ছিলেননা তখন জামায়াতের কেন্দ্রীয় এক নেতার উপস্থিতিতে এক বৈঠকে আমি তাকে শক্ত কথা বলি। তিনি এর পর যখন রুকন হন তখন অনেকের উপস্থিতিতে আমাকে বলেছিলো সেদিন তোমার শক্ত কথা শুনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম রুকন হতে হবে। আজ আমার অনুরোধ তুমি একই পথে চলে এসো।

মার্চ মাসের সতের তারিখ ০৫, রাত ৩ টায় স্বপ্ন দেখলাম বেলাল ভাই আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে এসেছে মটর-সাইকেল চালিয়ে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম বেলাল ভাই কেমন আছেন। উত্তর দিলো ভাল আছি। স্বপ্নে আরো অনেক কথা হলো। স্বপ্নের কথা বাড়ীর সকলকে জানালাম। অনেকের নিকট থেকে স্বপ্নের অনেক কথার ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম। তবে সেই স্বপ্নের যে দৃশ্যটি আজও আমার চোখে ভাসে তা হলো, কথার সর্বক্ষণ সময়ে বেলাল ভাই এর মিষ্টি হাসি। আরো অনেক অনুভূতি আছে যা বললে হয়তো শেষ হবে না।

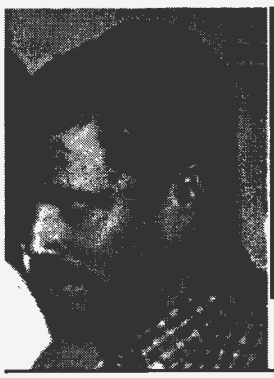

কাছে থেকে দেখা

শেখ মাহফুজুল হক

পৃথিবীর শত কোটি মানুষের মধ্যে সকলকে স্মৃতির পাতায় ধরে রাখা সম্ভব নয়, কিন্তু কিছু কিছু মানুষ পৃথিবীতে জন্ম নেয় যাদেরকে কোন দিনই ভোলা যায় না। যাদের জন্ম হয় শুধু নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার জন্যে, যাদের জন্ম হয় ইতিহাস সৃষ্টি করার জন্য, এরা ক্ষণজন্মা। কত দেশে কত মানুষ যুগ যুগ ধরে জন্মেছে, কত মানুষ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে কে বা তাদের খোঁজ রাখে? কে বা তাদের নাম জানে? এমন মানুষ চলে গেলে সমাজের কিছুই আসে যায় না। কিন্তু এমন মানুষও আছে যাদের চলে যাওয়ায় সমাজ, দেশ তথা পৃথিবী শূন্যতা অনুভব করে, আমজনতা যার প্রস্থানে নিরবে অশ্রু বিসর্জন দেয় এরাই হল ক্ষণজন্মা, শহীদ বেলাল এমনই ক্ষণজন্মা পুরুষ। শহীদ বেলালের জন্মই হয়েছিল পৃথিবীতে স্মৃতির সাগরে দেশের আমজনতাকে মূহ্যমান করতে। তার জীবনের বর্ণাঢ্য কর্মময়তা, অসংখ্য স্মৃতি আমাদের জন্য রেখে গেছে এক বিরাট শূন্যতা এক বুকভরা দীর্ঘশ্বাস। মানুষ মরণশীল। পৃথিবীতে মৃত্যুর চেয়ে বড় সত্য আর নেই। যে মরণ মানুষকে অমরত্ব দান করে সে মরণে কোন দুঃখ নেই। শহীদ সাংবাদিক বেলালের মরণও তাকে অমরত্ব দান করেছে এর শেষে আনন্দের কি আর থাকতে পারে?

১৯৮৭ সালে আমি যখন বি.এল. কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হই তখন থেকে বেলাল ভাইয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ট হয় এবং বেলাল ভাই আমার জীবনে পরশ পাথররূপে উদ্ভুত হয়। বেলাল ভাই আমার এবং আমার পরিবারের একজন অভিভাবকও ছিলেন। কোন কঠিন কাজই তার কাছে কঠিন ছিল না। কেমন এক সহনশীল মন মানসিকতা দিয়ে সমাধান বের করে দিতেন। শহীদ বেলাল ৮০-এর দশকে তুখোড় ছাত্রনেতা রূপে মহানগরী খুলনাকে প্রকম্পিত করেছিলেন মিছিলের অগ্রভাগে বজ্রমুষ্ঠি ধারণ করে রাজপথের অগ্রসৈনিক রূপে

www.pathagar.com

দায়িত্ব পালন করেছেন।
শহীদ বেলাল দক্ষিণবঙ্গের একজন কলম সৈনিক। অবহেলিত, সন্ত্রাসের স্বর্গরাজ্য বলে খ্যাত খুলনাবাসীর জন্য এক আশ্রয়স্থল ছিল বেলাল ভাই। খুলনা মহানগরীর রায়েরমহল ছিল তার জন্মস্থল। রায়েরমহলের সামাজিক পরিস্থিতি ছিল আরও নাজুক। গ্রামবাসীর জন্য তিনি ছিলেন আশ্রয়স্থল নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের পার্শ্বে বেলাল ভাই এসে দাঁড়াতেন। হিন্দু মুসলিম সবাই মিলে পেয়েছে সমান সম্মান, সমান অধিকার। অত্যাচারির বিরুদ্ধে দাঁড়াবে কিন্তু কেউ শত্রুতা করবে না এটাতো হতে পারে না। হয়তো বা অত্যাচারিরাই তাদের স্বার্থে চিরতরে বেলালকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা করেছে তিলে তিলে। আজ বেলাল ভাই নাই আমার জীবনটাও আজ ফাঁকা ফাঁকা লাগে। মনে হয় কি যেন আমি হারিয়েছি।
সেদিন ছিল ৫ই ফেব্রুয়ারী ২০০৫ কি অনুক্ষণে দিনইনা সূচনা হয়েছিল। হয়তো পৃথিবী তার আপন নিয়মে চলছিল যথারীতি। আমি ৫ তারিখের রাত ১০টার দিকে আমার আত্মীয় ছিদ্দিক নানার কাছ থেকে ফোনে বেলাল ভাইয়ের বোমা আক্রান্ত হওয়ার খবর পেয়ে তৎক্ষণাত ছুটে যাই খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। আমি দেখেছিলাম তার রক্তাক্ত শরীর আর হৃদয় বিদারক দৃশ্য। তার সমস্ত শরীর আগুনের লেলিহান শিখায় ঝলসে গিয়েছিল। সত্যই সেই দৃশ্য আমৃত্যু আমার মানসপটে চিরদিন উদ্ভাসিত থাকবে। সমস্ত খুলনাবাসীর ঢল নেমেছিল হাসপাতালে। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের মুখে চোখে শোকের ছায়া, এমন মানুষকে কে আবার মারল? এমন সদা হাস্যোজ্জ্বল আপন ভোলা লোকের কি শত্রু থাকে? তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল ঢাকায় পাঠানো হয়। ঢাকায় তার উন্নত চিকিৎসা দেওয়া হয়। দীর্ঘ পাঁচদিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা অবশেষে ১১ই ফেব্রুয়ারী তার জীবনাবসান হয়। কে এমন সৌভাগ্যবান জন্মেছে যার জন্য রাষ্ট্রীয় ভাবে হেলিকপ্টার করে তার আসা যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে? খুলনার স্মরণকালের এতবড় নামাযে জানাযা কার কপালে জুটেছে? এমন মরণ সে সুখের মরণ। মানুষ মরণশীল, তার পরে এত সুখের মরণ কেবা পেয়েছে কোন কালে? সরকারী মন্ত্রী এম.পিরা পর্যন্ত তার জানাযায় শরীক হয়েছেন দোয়া করেছেন তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাতে। যে মানুষটির জীবনের একমাত্র ল্য ছিল ইসলামী শাসনের পত্তন করা রাষ্ট্রীয়ভাবে সেই অকুতোভয় কলম সৈনিকের শহীদের দরজা পাওয়া মোটেও অসম্ভব নয়। শহীদ বেলাল ভাই-এর স্বপ্ন বাংলার জমিনে ইসলামী শাসন কায়েম করে আমরা তার স্বপ্নের বাস্তবায়ন করতে পারলে তার আত্মা শান্তি পাবে। পরম দয়ালু আল্লাহ রাব্বুলআলামিনের দরবারে এই প্রার্থনাই করি আল্লাহ যেন তার শাহাদাৎ কবুল করেন। আমিন ॥

কাফেলায় নতুন মুখ

বি,এম নুরুল ইসলাম,ঢাকা কলেজ, ঢাকা

এগিয়ে চলছে কাফেলা। অসীম দিগন্ত পানে তার লক্ষ্য। সুদূর অতীত থেকে এ কাফেলার যাত্রা শুরু চলবে অনন্তকাল পর্যন্ত। প্রতি মূহুর্তে, ঘন্টায়, দিনে, বছরে, যুগে, শতাব্দীতে এ কাফেলার জনবল বেড়েই চলেছে। বেড়ে চলছে হু-হু করে। এ কাফেলার যাত্রা চলবে অনন্তকাল ; এর জনবল বেড়ে চলবে হু-হু করে, এ এক শাশ্বত বিধান।
এ কাফেলার নাম শহীদি কাফেলা। এ কাফেলার প্রথম সদস্য হাবিল কিন্তু এ কাফেলার শেষ সদস্য কে হবে তা কেউ জানেনা। এ কাফেলা চলছে অযুত আলোর ঝলকানি নিয়ে, চলছে সত্য পথের পথিকদের পথ দেখিয়ে, চলছে অন্যায়-অত্যাচার পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে, চলছে অন্ধকার পথের পথিকদের চোখ ঝাঝিয়ে দিয়ে। এ কাফেলার এ বিধান এ কাফেলার স্রষ্টাই তৈরী করে দিয়েছেন।
শহীদি এ কাফেলায় এ মাত্র এলো শেখ বেলাল উদ্দিন। তাকে দেখে পথ করে দিল আমিনুল ইসলাম বিমান, মুন্সি আব্দুল হালিম, আমান উল্লাহ, শেখ রহমত আলী, আবুল কাশেম পাঠান সহ অসংখ্য শহীদ। তাকে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠল আব্দুল মালেক, সাব্বির, সায়েম, শফিক, জব্বারসহ অসংখ্য শহীদ। কারণ তারা সকলেই ছিল একই ময়দানের শহীদ। সকলের লক্ষ্য,উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি ছিল একই। তারা সকলে চলছে তাদের রবের নির্ধারিত পন্থায়।
শহীদ বেলালের সাথীরা আজ শোকবিহ্বল। তারা হারিয়েছে তাদের মাঝের সবচেয়ে কাছের বড় ভাইকে, ভ্রাতৃতুল্য সহকর্মীকে। আর বেলালের সমাজ হারিয়েছে একজন দক্ষ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে, একজন যোগ্য সাংবাদিককে, হারিয়েছে একজন মহামনিষীকে। বেলালের সাথীরা এই হারানোর শোক ভুলে গিয়ে আজ শপথ বদ্ধ হয়েছে প্রয়োজনে সকলেই শহীদ হয়ে বেলালের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবে।
বেলালের সাথীদের এই দৃপ্ত শপথ দেখে বেলালের সমাজ আবার আশায় বুক বেঁধেছে। প্রয়োজনে অসংখ্য বেলাল সে জন্ম দেবে, তারপরও বেলালের স্বপ্ন বাস্তব করবে সে। তাইতো নদী তার কূলকূল শব্দে, বাতাস হু-হু করে, গাছ শাখা দুলিয়ে, সূরূজ তার কিরণ ছড়িয়ে, চাঁদ আলো দিয়ে দোয়া করছে যেন বেলালের স্বপ্ন সার্থক হয়, আর অপেক্ষা করছে বেলালের কাঙ্খিত দিনের আগমনে।

স্মৃতিতে চির অম্লান বেলাল ভাই

মোনিরুজ্জামান মুনীর

মানুষ মরনশীল। সবাইকে একদিন এ সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। এটাই ধ্রুব সত্য। কিন্তু কিছু

www.pathagar.com

শেখ বেলাল এক অনন্য প্রতিভা

সেখ মনিরুল ইসলাম

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন এর কিংবদন্তির নাম। এক অমলীন ইতিহাসের নাম। এক অবিস্মরনীয় কর্মমুখর, কর্মবীরের নাম। এ এক অনুসরনীয়, অনুকরনযোগ্য ক্ষনজন্মা অনুপম চরিত্রের নাম। অসাধারন প্রতিভাধর এ মর্দে মুজাহিদের জন্ম খানজাহানের স্মৃতি বিজড়িত খুলনা মহানগরীর রায়েরমহল গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। শাহাদাত ঃ ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০০৫ ঈসায়ী।

কিছু চলে যাওয়া আমাদের হৃদয়কে নাড়া দেয়, অশ্রু সংবরণ করা যায়না, হৃদয়ের গহীনে ক্ষতের সৃষ্টি করে, আহত করে, ব্যথিত করে, মন মেনে নিতে চায়না, মেনে নিতে পারেনা এমনই একটি ঘটনা, দূর্ঘটনা আমাদের বেলাল ভাইয়ের চলে যাওয়া।

তাঁর গায়ের রং ছিল কালো। দেখতে ছিলেন ভালো। কথা ছিল সুন্দর। ব্যবহার ছিল সুন্দর। মানুষের সাথে মিশতেন সুন্দর। গান করতেন সুন্দর। উপস্থাপনা করতে সুন্দর। সুন্দর কর্মী, সুন্দর সংগঠক। ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের খুলনার অন্যতম পুরোধা, অকুতোভয় নির্ভিক সৈনিক এমন একজন নিবেদিত প্রাণ পুরুষ যিনি শুধু মানুষের জন্য, সমাজের জন্য, সংগঠনের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন নিজের জন্য কিছুই রেখে যাননি, তিনি আর কেউ নন আমাদের সবার প্রিয় শেখ বেলাল উদ্দীন বেলাল ভাই।

ছোট বেলায় বেলাল ভাই ছিলেন দুরন্ত প্রকৃতির। কিন্তু তাঁর আচার আচরণে ছোট বড় সবাই ছিল মুগ্ধ। অল্পতেই মানুষের মন জয় করে নিতে পারতেন তিনি। বেলাল ভাই ছিলেন সত্য ও সুন্দরের প্রতীক। ইসলামী ধ্যান ধারণা, ইসলামের প্রচার প্রসার, মহানবী (সাঃ) এর আদর্শে নিজ জীবনকে গড়ার লক্ষ্যে সারাজীবন সাধনা করেছেন ন্যায় ও সত্যের পক্ষে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তিনি ছিলেন প্রতিবাদী কলমযোদ্ধা। স্বীয় বিশ্বাস ও প্রত্যয়কে কলমের ভাষায় রূপ দিয়েছেন অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে। একজন সাহসী ও আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ হিসাবে তাঁর ভিন্ন পরিচয় ছিল। সত্য প্রকাশে কখনো ভীত হতেন না। মানুষের কল্যাণে, মানুষের বিপদে-আপদে, দুঃখে এগিয়ে যেতেন নিঃস্বার্থভাবে।

বহু ঘটনার অন্তরালে একটি ঘটনা মনে পড়ে। জনৈক দিনমজুর বৃদ্ধের ছেলে অহেতুক হয়রানীর শিকার হয়ে জেলহাজতে গেলো। বৃদ্ধ অনেকের কাছে গেলেন ছেলেকে মুক্ত করে আনার জন্য। কিন্তু কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে এলেন না। পরে লোকমুখে শুনলেন, 'খুলনা মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি বেলালের কাছে যাও, দেখবে ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে।' বৃদ্ধ সেদিন রাতে বেলাল ভাইয়ের বাড়ীতে গেলেন তাঁর সাথে দেখা করলেন। সব ঘটনা খুলে বললেন। বেলাল ভাই তাঁর কথা শুনে বললেন 'চাচামিয়া কাল সকাল ১০টায় কোর্টে থাকবেন, ইনশায়াল্লাহ ওর মুক্তি হয়ে যাবে। বৃদ্ধ খুশী মনে বাড়ী ফিরে এলেন। পরদিন সকালে অঝোর ঝরে বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টি পড়ছেতো পড়ছেই। থামার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা। তবুও বৃদ্ধ বৃষ্টির মধ্যে একবুক আশা নিয়ে কোর্টে এসে হাজির হলেন। তখন সকাল ৯ টা। বৃদ্ধ কোর্টের বারান্দায় দাড়িয়ে অপো করছেন বেলাল ভাইয়ের জন্য আর ভাবছেন এই বৃষ্টির মধ্যে সেকি আসবে! ভাবছেন বেলাল ভাইয়ের কথা আর মনে মনে আল্লাহর সাহায্য কামনা করছেন। ঠিক ১০টা বাজার মিনিট ১৫ আগে বৃদ্ধ দেখলেন বেলাল ভাই অবিরাম বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে মটর সাইকেল চালিয়ে কোর্টে হাজির। বেলাল ভাইয়ের উপস্থিতিতে বৃদ্ধের চোখে শান্তির পানি এলো। বেলাল ভাই বৃদ্ধর কাছে গিয়ে চিরায়ত ভঙ্গিতে সহাস্যে বললেন, 'কি খবর চাচামিয়া চিন্তা করবেন না, কাজ হবে ইনশায়াল্লাহ। অতঃপর বেলাল ভাই একজন উকিলের হাতে দিয়ে বললেন, ভাই লোকটি খুব অসহায়, গরীব, সাধারণ দিনমজুর, ছেলেটা অহেতুক হয়রানীর শিকার।' যথাসময়ে কোর্ট বসল এবং ছেলেটার মুক্তি হলো। বৃদ্ধ লোকটির মুখে কৃতজ্ঞতার ভাষা নেই। শুধু বেলাল ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে চাচ্ছেন কিন্তু' বলতে পারছেন না। সে ভাষাতে কি ছিল! ছিল আনন্দের বন্যা, ছিল বেলাল ভাইয়ের প্রতি তার হাজারো কৃতজ্ঞতার পংক্তি। বেলাল ভাই বৃদ্ধের হাত ধরে বললেন, চাচামিয়া ছেলে নিয়ে বাড়ী যান। আর কোন অসুবিধা নেই। বলে মটর সাইকেল যোগে নিজের গন্তব্যে ফিরে গেলেন।

হাজার হাজার মানুষ যখন বেলাল ভাইয়ের কফিন নিয়ে জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য সমবেত তখন আমার পাশে দন্ডায়মান উক্ত বৃদ্ধ ঘটনাটি আমাকে বলছিলেন আর তার চোখ দিয়ে শুধু বেলাল ভাইয়ের প্রতি ভালবাসার অশ্রু পড়ছিল।

পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। এটাই অমোঘ বাণী। প্রত্যেক মানুষকে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। কিন্তু প্রকৃত মানুষ তার কাজের মধ্য দিয়ে অমর হয়ে থাকে। বেলাল ভাইও তার কাজের মাধ্যমে আমাদেরকে ঋনী করে গেছেন। তাই তাকে ভুলবার নয়, ভুলতে পারবনা কোনদিন। অমর হয়ে থাকবে আমাদের হৃদয়ে অনন্তকাল। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ পাক বলেছেন-

" হে প্রশান্ত চিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট
ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।
আমার বান্দাদিগের অন্তর্ভূক্ত হও, এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। (৮৯ঃ ২৭-৩০)

আমরা আজকের এ দিনে মহান আল্লাহর কাছে আমাদের বেলাল ভাইয়ের জন্য সে মোনাজাতই করি। আমীন।

www.pathagar.com

জীবন সূর্য যখন মধ্যাকাশ হতে কেবল একটু একটু করে হেলান দিতে বসেছে তখনই বজ্রাহতের মত বিশ্বভ্রমান্ডের স্বাভাবিক গতিকে লন্ডভন্ড করে নিপতিত হল সত্যে। হ্যাঁ। শহীদ শেখ বেলালের কথাই বলছি। তেজোদ্দীপ্ত, নিরহংকারী ও বহুমুখী প্রতিভার অন্যন্য আধার শেখ বেলাল উদ্দীন ঈর্ষনীয় নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ও নানামুখী প্রতিভার অপূর্ব সমন্বয়ক। তাঁর নাতিদীর্ঘ জীবনের মাত্র কয়েকটা দিক এ নিবন্ধে তুলে ধরার কোশেশ করা হলো।

তুখোড় ছাত্রনেতা

তুখোড় ছাত্রনেতা ছিলেন শেখ বেলাল উদ্দীন। স্কুল জীবন হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বত্র তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের নায্য দাবী আদায়ে সোচ্চার ছিলেন। দাবী আদায়ে তিনি কখনও অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়াননি। ১৯৮০ সালে সরকারি বিএল কলেজ ছাত্র-সংসদ নির্বাচনে মাত্র ৬ ভোটের ব্যবধানে তিনি ভিপি পদে পরাজিত হন। অথচ তার দক্ষ নেতৃত্বে সাধারন সম্পাদক সহ অধিকাংশ পদে শিবিরের প্রার্থীরা বিজয়ী হন। নিজের জন্য কখনও তিনি ভোট প্রার্থনা করেননি। তিনি ছিলেন একজন সুবক্তা। অতি সহজেই তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের মন জয় করতে সম হতেন।

দক্ষ সংগঠক

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন ছিলেন অস্থিমজ্জায় একজন সংগঠক। এক দক্ষ সংগঠকের যাবতীয় গুনাবলীর সমন্বয় ঘটেছিল তার চরিত্রে। ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তিনি পাগলপ্রায় থাকতেন। তাই খুব সহজেই তিনি নিরেট অপরিচিত কাউকে পরিচিতজন হিসেবে আবিস্কার করতে পারতেন। ১৯৭৮ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত অত্যন্ত সফলতার সাথে ছাত্রসমাজের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার সুদক্ষ ও সৎ নেতৃত্বে খুলনা মহানগরীতে ইসলামী ছাত্রশিবির ৮০র দশকে সর্ববৃহৎ সুশৃংখল ও সর্বজনগ্রাহ্য একটা মর্যাদাশীল সংগঠন হিসেবে রূপ লাভ করে। তার সাহসী ও যোগ্য নেতৃত্বে কারনে ৮০র দশকে বিএল কলেজ, আযম খান কমার্স কলেজ, দৌলতপুর দিবা/নৈশ কলেজ, মুহসীন কলেজ, পলিটেকনিক কলেজ সহ সকল কলেজে শিবির এক নাম্বার সংগঠন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। বিভিন্ন সময়ে তিনি শহীদী কাফেলা ইসলমী ছাত্রশিবিরের দায়িত্বপুর্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ২ বার খুলনা মহানগরী সভাপতি, একাধিকবার কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালন এবং সর্বশেষ তিনি কেন্দ্রীয় বায়তুলমালের দায়িত্ব পালন করেন।

সাহসী কলম সৈনিক

ঘুনেধরা এ সমাজের শোষন আর বঞ্চনার কথা সাংবাদিক শেখ বেলালের কলমে স্থান পেত। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার লেখনী ছিল অতীব ক্ষুরধার। ১৯৯১ সালে তিনি দৈনিক সংগ্রামের খুলনা প্রতিনিধি হিসেবে সাংবাদিকতার যাত্রা শুরু করেন। খুলনার দৈনিক তথ্য ও যশোরের লোক সমাজের খুলনা অফিসেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। সবশেষে তিনি দৈনিক সংগ্রাম খুলনার ব্যুরো প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। তার সাহসী লেখনির জন্য তিনি "নির্ভীক সাংবাদিক" হিসেবেই পরিচিতি লাভ করেন। শ্রমিকদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচচার শহীদ বেলাল দৈনিক সংগ্রামের ৫/০২/০৫ তারিখ বোমা হামলার দিনই প্রকাশিত লিড নিউজে "খুলনাঞ্চলে রাষ্ট্রায়ত্ব ৮ পাটকলে ২১ কোটি টাকা জমা সত্বেও শ্রমিক-কর্মচারীদের ঈদ বোনাস দেয় হয়নি " এ সংক্রান্ত নিউজ শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে আরও বেগবান করে।

সাংবাদিক নেতা

নেতৃত্বের অনুপম গুনাবলী নিয়ে যার জন্ম সেই শেখ বেলাল ১৯৯১ সালে সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত হবার পর তিনি প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি সহ গুরুত্বপুর্ন পদে এবং খুলনা মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের দুবার সাধারন সম্পাদক এবং দুবার সভাপতি নির্বাচিত হন। মৃত্যুকালে তিনি বিএফইউজে ঢাকা এর নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। সাংবাদিক নেতা হিসেবে তিনি ভারত, নেপাল, থাইল্যান্ড সফর করেন।

স্কাউটার

খুলনা জেলা স্কুলের মেধাবী ছাত্র শেখ বেলাল স্কুর জীবনে একজন দক্ষ স্কাউট লীডার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ক্রীড়াঙ্গনে

খেলাধুলার প্রতি শেখ বেলালের উৎসাহ ছিল ব্যাপক। বিশেষ করে ফুটবল, ভলিবল সহ খুলনা প্রেসক্লাবের আভ্যন্তরীন ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় বেশ কয়েকবার চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স আপ হওয়ার গৌবর অর্জন করেন। বোমা হামলার দিন তিনি প্রেসক্লাবের ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করেন।

সংস্কৃতি অংগনে

শেখ বেলাল ছিল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। তারই অসাধারন নেতৃত্বে খুলনা সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্মচঞ্চলতা ফিরে পায়। হাদীস পার্কে বইমেলা, সাংস্কৃতিক সপ্তাহ পালন, পলাশী ট্রাজেডী, বঙ্গভঙ্গ, সহ বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও সেমিনার এর মাধ্যেমে মুসলিম ও ইসলামী সংস্কৃতির প্রসারের ব্যাপক চেষ্টা চালান। শাহাদাতের পূর্বে তিনি খুলনা সংস্কৃতিকেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন।

শিল্পী বেলাল

শেখ বেলাল ছিলেন খুলনা টাইফুন শিল্পী গোষ্ঠির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। তার সুললিত মধুর কণ্ঠ সকলকে আকৃষ্ট করতো। তিনি একাধারে হামদ-নাত, দেশাত্ববোধক গান, তেলাওয়ারত আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা সহ বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় ১ম ও ২য় স্থান অধিকার করেন। বাংলাদেশ বেতারের তিনি ছিলেন কথক। তার হাতের লেখাতেও ছিল শৈল্পিক ছোয়া। তার আবেগী কণ্ঠে গাওয়া "ঝড় যদি ওঠে মাঝ দরিয়ায় ....." গানটি যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রেরণা যোগাবে।

খোদাভীরু ও মর্দে মুজাহিদ

খুলনা প্রেসক্লাবে মর্মান্তিক আহত হওয়ার পর তিনি তার প্রিয় মুনীবকে ভোলেননি এক মুহুর্তে জন্যেও। তিনি চিৎকার করে শুধু কালেমা তৈয়্যেবা পড়তে থাকেন। হাসপাতালে পুলিশ কমিশনার জিজ্ঞেস করলে "আহত বেলাল বলেন, আমি ভাল আছি, আপনি কেমন আছেন। ইসলামী আন্দোনের কর্মীদের মাঝেমধ্যে এভাবে পরীক্ষা দিতে হয়। "

www.pathagar.com

কালো মানিক শেখ বেলাল

প্রখ্যাত মুফাস্‌সিরে কুরআন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি যথার্থই বলেছেন খুলনার কালো মানিক হারিয়ে গেছে। অত্যন্ত সত্য বানী। তার দাতগুলো ছিলো মুক্তার মতো। দেহের বর্ণ ছিল মিচমিচে কালো, কিন্তু তার কর্মময় জীবন ছিল মহামূল্যবান মানিকের চেয়েও দামী। যথার্থই শেখ বেলাল ছিল এক অনন্য কালো মানিক।

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন আজ আমাদে মাঝে নেই। এই পৃথিবীতে ধুলির ধরায় আর কোনদিন আমাদের মাঝে তাকে পাব না। সে আজ শুধু আমাদের কাছে স্মৃতি হয়ে রয়েছে। আমরা যদি তার অনুকরনীয় আদর্শ আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি তাহলেই আমরা একটা সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে সক্ষম হবো। মহান আল্লাহ তাবারক তা'লা শেখ বেলাল উদ্দীনকে শাহাদাতের পূর্নমর্যাদা দিয়ে বেহেশতের স্থায়ী মেহমান হিসেবে কবুল করুন এবং আমাদের একটা সুখী সমৃদ্ধশালী শোষনমুক্ত ইসলমী সমাজ নির্মাণে মদদ দিন---- শহীদ শেখ বেলালের ১ম শাহাদাত বার্ষিকীতে এই হোক আমাদের প্রেরনা।

সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দীন স্মরণে দুটি কথা

কাজী মোঃ শহিদুল্লাহ (রাজু)
প্রাক্তন ছাত্র, খুলনা জিলা স্কুল

শেখ বেলাল উদ্দীন ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় হয় খুলনা জিলা স্কুলের ১২০ বছর উদযাপন করতে এসে আগষ্ট'২০০৪ থেকে। বেলাল ভাই ছিলেন খুলনা জিলা স্কুলের ছাত্র জীবনে আমার তিন বৎসরের সিনিয়র । মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বেলাল ভাই আমাকে আপনি ছাড়া তুমি করে কোন দিনই সম্বোধন করেননি। আমি তাকে বহুবার বলেছি যে, বেলাল ভাই আপনি আমার সিনিয়র বড় ভাই, তাই আমাকে "তুমি" করে বলবেন সব কথা , কিন্তু না, উত্তরে উনি আমাকে বলেছেন যে, খুলনার অনেক স্তরের মানুষ আপনাকে চেনে এবং "আপনি" করে সব কিছু কথা বলে তাই আমিও আপনাকে "আপনি" করে সব কথা বলবো। সাংবাদিক জীবনের অনেক কথা তার কাছ থেকে শুনেছি কিন্তু বেশীর ভাগ দেখতে পেলাম যে, মানুষকে সাহায্যের হাতটা বেলাল ভাইয়ের বেশী ছিল। খুলনা জিলা স্কুলের ১২০ বছর পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠান করতে গিয়ে মিটিং এ বসে আমার ও আমাদের প্রাক্তন ছাত্রদের সাথে অনেক হাসি-ঠাট্টা করতেন। স্মরণিকা উপ-কমিটিতে বেলাল ভাই ছিলেন "সদস্য সচিব" আমি ছিলাম "সদস্য"। স্মরণিকা প্রেসে ছাপার সময় একদিন রাত প্রায় বারটা ছুই ছুই। এমন সময় আমি ও বেলাল ভাই দুইজনে কেউই এশার নামাজ পড়িনি, নামাজ পড়াকে কেন্দ্র করে ইমামতি নিয়ে আমাদের মধ্যে ঠেলাঠেলি হয়। এক পর্যায়ে এসে আমি বলি, যার মুখে দাড়ি সেই-ই ইমামতি করবে। অতঃপর আমি একামত দিলাম ও বেলাল ভাই ঐ নামাজে ইমামতি করলেন। আমার ও আমাদের সেই সুন্দর মনের সাংবাদিক বেলাল ভাইটি আজ আর আমাদের মাঝে নেই, আমাকে ও আমাদের সবাইকে ফাকি দিয়ে পরপারে ঘুমিয়ে আছে। চিরনিদ্রায় । আর আমরা খুলনা জিলা স্কুলে সব প্রাক্তন ছাত্র, প্রাক্তন শিক্ষক, বর্তমান ছাত্র ও বর্তমান শিক্ষক মিলে মহান আল্লাহপাকের কাছে ফরিয়াদ করি তিনি যেন মরহুম সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দীন ভাই এর পিতা, মাতা, স্ত্রী ভাই-বোন পরিবার পরিজন এবং সকল শুভাকাংখীসহ আমাদের কে ধৈর্যধারন করার শক্তি দেন এবং আসুন আমরা সবাই মিলে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করি, আল্লাহ যেন আমাদের প্রাণ প্রিয় শেখ বেলাল উদ্দীন ভাইকে জান্নাতুল ফেরদৌসবাসী করেন। আমীন।

বেলাল ভাইয়ের সাথে শেষ কথা

মোঃ মফিজুল ইসলাম

বেলাল ভাই এর সাথে আর কখনো কথা হবে না। বেলাল ভাইয়ের অনেক স্মৃতিময় কথা আজ মনে নাড়া দেয়। বিরল সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বেলাল ভাই। নির্লোভ, নিরহংকারী, সহমর্মী, পরোপকারী ও মহৎ হৃদয়ের মানুষ হিসাবে সবারই যেন কাছের মানুষ ছিলেন বেলাল ভাই। বেলাল ভাইয়ের সংগে যেখানে দেখা হত সেখানে কথা হত। যখন সমস্যায় পড়তাম হাসি মুখে পরামর্শ দিতেন। ঘাতকের বোমার আঘাতে বেলাল ভাই এর পরামর্শ চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেল।

বেলাল ভাই এর সংগে আমার শেষ কথা হয়েছিল রায়েরমহল ঈদের মাঠে। দিনটি ছিল ঈদ-উল-আযহা। ঐবার ঈদের মিটিং নিয়ে একটু সমস্যা হয়েছিল। সেই মিটিং-এ বেলাল ভাই হাজির ছিলনা। ঈদের নামাজ শেষে আমাকে বললেন আমি যখন থাকবো না তখন তোরা কি করবি, জানিস তো এই গ্রামের ভাল-মন্দ, পক্ষ-বিপক্ষ সবাই এক সংগে নামাজ পড়ে। যে কোন কিছুর বিনিময় ঈদের মাঠ ধরে রাখবি। এই বলে হাসি মুখে চলে গেলেন। আজ বেলাল ভাই আর আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তার কথাগুলি মনে পড়লে শুধু বেদনা দেয়।

পরিশেষে বলতে চাই এই নির্মম হত্যাকান্ডের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। আর আল্লাহর নিকট শুধু এতটুকু ফরিয়াদ- হে আল্লাহ তুমি বেলাল ভাইকে শহীদ হিসাবে কবুল কর। আমীন।

www.pathagar.com

একজন বেলাল ও ভয়ার্ত বাদুরের কান্না

কবি আসাদ বিন হাফিজ

যে পায় সে এভাবেই পেয়ে যায়।
অকস্মাৎ পেয়ে যায় জান্নাতের রহস্য-দরোজা খোলার
অলৌকিক চাবি। বর্ণিল জগতের সুরম্য প্রাসাদ।
জোসনার চাদর আর মহান প্রভুর
প্রেমের স্পর্শ মাখা নীল খাম।

যে পায় সে এভাবেই পেয়ে যায়।
সবাইকে অবাক করে দিয়ে অবলীলায়
প্রেসক্লাবের চত্বরে রক্তিম বৃক্ষের বীজ বুনে
পেয়ে যায় সময়ের বোররাক। টকটকে লাল নিশান।
সন্ত্রাসবিদ্ধ লোকালয়ে সাফল্যের স্বর্ণরেনু ছড়িয়ে
মুহূর্তে হয়ে যায় সুবাসিত গোস্পাপের
রক্তাক্ত ইতিহাস। কৃষ্ণচূড়া স্মৃতি। আদিগন্ত শিমুল পলাশ।

বেলাল ! হে আমার চেতনার অভিন্ন দোসর!
এখন থেকে প্রতি রাতে একজন শোকার্ত রমনী
অন্ধকার আকাশের ভাঁজে ভাঁজে খুঁজে ফিরবে
তার হারিয়ে যাওয়া দৃষ্টির নন্দন। নক্ষত্রের বিলাস।
প্রতিটি উদয়-অস্তে প্রত্যক্ষ করবে
তাজা রক্তের অসহ্য সুন্দর।
অলস দুপুর বা মধ্যরাতের নির্জনতায়
হৃদয়ের ক্যানভাসে হাহাকারের তুলি দিয়ে
এঁকে যাবে কষ্টের প্রতিকৃতি।
কিন্তু আমরা?
আমরা যারা তোমার সতীর্থ সুহৃদ
এ জাতির সৌভাগ্যের অর্গল মুক্ত করার জন্য
যুথবদ্ধ আঘাত হানছিলাম রুদ্ধ কপাটে-
অক্ষম আক্রোশে দাঁত দিয়ে কুটি কুটি করে ছিড়ে যাচ্ছিলাম
মানবতার পথরুদ্ধকারী তমিস্রার কৃষ্ণচাদর
কবে খুলবে আমাদের সে সাফল্যের রাজ ফটক?

ঝড়ের পূর্ব মুহূর্তের স্তব্ধ বাতাসের মতই এ প্রশ্নে
থমকে দাঁড়িয়ে থাকে সমগ্র জাতি।
কারা এই খুনী? কেন এই খূনের মিছিল?
যেন এ প্রশ্নের জবাব পেলেই শুরু হবে প্রলয়ের তান্ডব
পৃথিবীর আবর্জনা কুৎসিত সন্ত্রাস আর গোপন খুনীদের
আস্তানা
ভেঙ্গে গুড়িয়ে লন্ডভন্ড করে দেবে তোমার কফিনবাহী
শোকার্ত জনতার ঢল।

তোমাকেই টার্গেট করা হলো- কারণ তুমি
কালের কুটিলচক্রে লুকিয়ে থাকা দুষ্ট কীটগুলোর
গোপনীয়তার ঢাকনাগুলো সরিয়ে দিয়ে
তাদের সর্বনাশ করছিলে। তোমার কলম প্রতারক রাজনীতিজীবীদের
মুখোশ উন্মোচন করে
জনতার সামনে হাজির করছিল সূর্যের উত্তাপহীন
তাদের বিবর্ণ কুৎসিত ফ্যাকাশে চেহারাগুলো।
এটা সইবে কেন অন্ধকারবিলাসী রাজনীতিজীবীরা?
আমাদের বিপ্লবী নেতাদের খদ্দরের পাঞ্জাবীর নিচে
যে ভয়ংকর বদমাইশী ও হিংস্রতা লুকিয়ে থাকে
কেন তোমরা তা মানুষের সামনে নিয়ে আসতে চাও?
এমনিতেই দেশের জনগণ কখোনই তাদের পাত্তা দেয়নি
এভাবে মুখোশ উন্মোচন করে দিলে তাদের যে
বাঁচার অধিকার টুকুও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে!
তাই তোমাকে হত্যা করে ওরা কি
আত্মরক্ষার লড়াইতে নেমেছে?

ওদের অদ্ভুত দর্শন আর যুক্তির হাস্যকর লড়াই দেখে
ফুটপাতের কতিপয় ক্যানভাসার চেঁচিয়ে উঠলো-
চালিয়ে যান উস্তাদ!
দুই পক্ষের গোলাগুলিতে খুনীরা খুন হলে মানবতা তো লজ্জিত
হবেই! কারন ওরাওতো মানুষ! তবে পুলিশ মারা গেলে তাতে
মানবতা লজ্জিত হতে পারে না! কারণ পুলিশ তো পুলিশ।
তাই যখন দেখি গুপ্ত সংগঠনের খুনীদের রক্ষা করার জন্য
একদল রাজনীতিজীবী চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধূয়া তোলে তখন আর অবাক হই না।
কিন্তু ভাবি, জাতিকে বিভ্রান্ত করার এই চক্রান্তে কোন কাজ হবে কি?
অথবা যখন দেখি নতুন বোতলে পুরাতন মদ ভরার মতই
উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার জন্য
সন্ত্রাসীদের গায়ের লেবাস পাল্টে ফেলে তাদের গায়ে
মৌলবাদের পোশাক পরিয়ে দেয়া হয়
তখন খুব হাসি পায়। কারণ আমি তো জানি
শহীদের রক্ত কখনো বৃথা যায় না। যেমন বৃথা যায় না
সূর্যের উত্থান জোসনার প্রেম কুঁড়িমেলা গোলাপের ফুটন্ত উচ্ছ্বাস।

বাংলার নিরক্ষর জনতার প্রজ্ঞাকে আমি হাজারবার কুর্ণিশ করি।
প্রতিটি নির্বাচনে জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়া এই সব বাঘা বাঘা
রাজনীতিজীবীদের রক্তচক্ষু আর কর্কশ হুংকারকে
এ দেশের জনগণ থোড়াই কেয়ার করে। ওদের বিচিত্র
চক্রান্তের বেড়াজালে অতীতেও পা দেয়নি এ দেশের সাহসী
জনতা, ভবিষ্যতেও দেয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

www.pathagar.com

কারন আমাদের চোখে রঙীন চশমা নেই
সাদাকে আমরা সাদা আর কালোকে কালোই দেখি।
আমরা জানি 'জাতীয় সরকারের' দাবী তারাই তোলে
গণতন্ত্রকে যারা ভয় পায়।

তাই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি-
কতিপয় গৃহবন্দী বাদুড় আসন্ন সূর্যের উত্থান ভয়ে ভীত হয়ে
তারস্বরে চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে। সন্ত্রাসী জনপদের
সাহসী জনতার পিঠগুলো যতই দেয়াল স্পর্শ করছে
ততই ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে যুথবদ্ধ জনতা। গণজোয়ার
আর ঝড়ের পূর্বাভাস পেয়ে ভয়ার্ত বাদুরগুলোর কর্কশ চিৎকার
যত তীব্র হ"ছে ততই পিঁপড়েরও অধম একদল প্রাণী
পিঁপড়ের সারির মত রাতের অন্ধকারে গর্ত থেকে বেরিয়ে
রূপসা ব্রিজের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে।
তবে কি ওরা আত্মহত্যা করতে চায়? তাহলে
রাজধানীর নিয়ন আলোর নিচে বসে যেসব মাংশল বাদুর
সূর্যের আলো ঢেকে দেয়ার জন্য মশারীর জাল বুনছিল
ওদের কি হবে? বুর্জোয়া মহাজনদের কাছে থেকে
লুট করে আনা সম্পদের বখরা না পেয়ে 'ওরা বাঁচবে কিভাবে?'

হুমায়রা হোসাইন
(শাম্মা)

নিশ্চুপ নিরালায়ে, অবসন্নতা আর একাকীত্বের যাঁতাকলে,
মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় অবলুপ্ত হয়ে যায় বালুচরে আঁকা স্বপ্ন।
সীমাহীন ভালবাসা আর অশ্রু ঝরে যায় নিভৃতে-
কেউ জানেনা, আমার নিশ্চুপ রাতের নিসঙ্গতার করুন কাহিনী।
তুমি অশ্রু হয়ে কপোল বেয়ে ঝরে পড়ো প্রতিনিয়ত,
সেই তুমি, কখনো মুক্তার মতো হাসি হয়ে দেখাতে রঙিন স্বপ্ন।
আগে কখনো তুমি আসোনি আমার তন্দ্রাচ্ছন্ন আঁখিতে,
এখন প্রতি নিঃস্বাশে মৃত্যুর প্রহরের জন্য অপোর ন্যায় অনুভব করি তোমাকে।
আমার ভালবাসা আর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এর প্রতিটি সুতার ফোঁড়নে-
ছিল তোমার রঙিন স্বপ্ন।
এখন আমি সাদাকালো স্বপ্নের জাল বুনি তোমার চোখের রক্তিম আভায়।
তুমি প্রতিদিন অতীত হয়ে উঁকি দাও আমার স্মৃতির জানালায়,
সেই সুন্দর ফেলে আসা দিনের আনন্দ আজ অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে।
অতীত কি ঝরে পড়ে, শেষ হয়ে যায়?
তুমি প্রতিদিন দেখা দাও আমার ব্যস্ত দিনের কাজের ফাঁকে,
ছুতে চাই তোমাকে;
কিন্তু পারিনা মরীচিকার মত ফাঁকি দিয়ে নিরাশ করো আমাকে
তুমি প্রতিদিন ক্লান্ত দিনের শেষে আমার চোখের শেষ স্বপ্ন হয়ে ফিরে আস,
কিন্তু তোমায় চেয়েছিলাম আমার ভবিষ্যৎ এর স্বপ্নে কান্ডারী হয়ে।
তুমি প্রতিদিন আবেগ ভরা কণ্ঠ নিয়ে আমাকে শেখাও সুর,
কিন্তু আমি কেন বুঝতে পারিনা তোমার রহস্যময় সুরের উৎস কোথায়।
নিজ হাতে অন্তিম কাব্য রচনা করেছি আমার ভালবাসার-
ঠিক যেমন তুমি অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগে চির নিদ্রায়।
তুমি সাথে নিয়ে গেছ আমার হৃদয়ের সাতরঙা অনুভূতি,
কিন্তু উচছল প্রাণবন্ত অনুভূতিগুলো বার বার ফিরে আসতে চায়,
তুমিও কি ফিরে আসতে চাও আমার অনুভূতির মত?
তোমার গোরের মিচমিচে অন্ধকারে চাপা প্রাণের আবেগ,
কিন্তু আমি চেপে রাখতে পারছিনা আমার প্রাণের আবেগকে,
তবে তুমি কি করে পারছ একা একা শুয়ে থাকতে?
একবার ফিরে এস-
আমার ভালবাসার অনুভূতির আর অনাগত স্বপ্নীল ভবিষ্যৎ নিয়ে।
আমি প্রাণ ভরে দেখব তোমায়,
তোমায় শোনাব আমার হৃদয়ের অব্যক্ত সংলাপ, সুর, ছন্দ,
যদি একবার দেখা দাও!
আমি ফিরে পাব রঙিন জীবন, রঙিন স্বপ্ন।
আর একবার তোমার আনন্দে হাসতে চাই,
একবার তোমার কণ্ঠে কণ্ঠ মেলাতে চাই,
একবার তোমার ভালবাসার রঙে নতুন স্বপ্নের জাল বুনতে চাই,
একবার তোমার শুন্যতায় আমার হৃদয়ের সাদাকালো রঙে তোমাকে রাঙাতে চাই,
একবার তোমার জন্য ঝরে পড়া অশ্রুর গভীরতা বোঝাতে চাই,
আসবেনা জানি-
অতৃপ্ত থেকে যাবে আমার হৃদয়ের অব্যক্ত অনুভূতি।
এভাবেই শুন্য ব্যথাভরা সাদাকালো বাস্তব বরণ করে নিতে হবে,
তবুও তোমাকে অনুভব করব জীবনের প্রতিটি নতুন আঙ্গিকে,
তোমার স্বপ্নের মত করে স্বপ্ন দেখতে শিখব।
আর সেই স্বপ্নের বাস্তবতায় তোমাকে বরণ করে নেব, অশ্রুসিক্ত নয়নে-
যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন।

www.pathagar.com

একজন বেলাল

অধ্যাপিকা আয়নুন নাহার আনজু

পৃথিবীর জনারণ্যে হয়ত ছিলেন ক্ষুদ্র সত্ত্বা এক
এখন অস্তিত্বহীন জড় অনুভূতির অচনায়তনে
তিনি কি সত্যিই হারিয়ে গেছেন চিরতরে।
এজগতের কোন চোখই তাকে দেখবে না
শুনবে না দরাজ কণ্ঠে গাওয়া নতুন কলি
সমস্যা মোকাবেলায় সদা প্রস্তুত পাবেনা কেউ
নির্মল হাসিতে ঝিলিক দেবেনা ফকফকা দাঁতের সারি
প্রিয়তমার কোন কলই রিসিভ হবে না ইহজীবনে।
কিন্তু! কি হয়! শরীরী উপস্থিতি বিলুপ্ত হলে?
উনিতো বেঁচে আছেন তুমি, আমি আর স্মরণে
হয়তো সময়ের আগে চলে গেছেন মনে হয়
তবে রেখে গেছেন এমনকি? যা করণীয় ছিল
জীবনের সকল দেনা পাওনা সযত্নে গেছেন মিটিয়ে।
নিঃসন্তান মানুষটি-
পরম মমতায় সবার সন্তানকে বুকে তুলে নিতেন
অসহায় নারী-পরুষের সাহসের উৎস ছিলেন
পক্ষে বিপক্ষের সকল মানুষকে মাতিয়ে রাখতেন
জীবন সঙ্গীনীর হক আদায়ে ছিলেন সদা তৎপর
পিতা-মাতার খেদমতে ঘাটতি ছিল না এতটুকুও
আন্দোলনের ক্ষেত্রে ছিলেন এক অনন্য রাহবার
জান্নাতি সবুজ পাখি হতে চাইতো শহীদি মৃত্যু
দুনিয়ার সব পঙ্কিলতা শেষ করতে চাই দহন
সব যাতনা শেষেই তো অগ্নিকুন্ড হয় গুলবাগ।
আপনি বড় বেশী ভাগ্যবান বেলাল ভাই
অনন্ত সুখে আছেন-
'তানজিলা' তাই আশ্বস্ত, চোখে অশ্রু নেই
আব্বা-আম্মা স্রষ্টার প্রতি অধিক অবনত
ভাই-বোনের নিঃসঙ্গতা হয়তো কাটেনি
তবুও শহীদের স্বজন হতে পেরে ওরা গর্বিত
সহযাত্রীদের হৃদয়ের স্পন্দন 'আমরা বেলাল হব'।

স্মৃতির বিলাপ

[সুপ্রিয় ছাত্র শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দিনের স্মরণে]

মু. লুৎফর রহমান

সহকারী শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত)
খুলনা জিলা স্কুল

তোমাকে কোথায় পাবো
উত্তরে-দণিে, পূর্বে-পশ্চিমে
নাকি আমার বুকের মাঝে?
একদিন এসেছিলে মানুষের প্রয়োজনে
পৃথিবীর বুকে
আবার হারিয়ে গেলে
কোনখানে- কোনখানে?
আকাশের নীলের শোভায়
নদীর স্রোতের গতিতে
অথবা
সংগ্রামী ঘামঝরা মানুষের পাশে
খুঁজবো তোমায়।
শুধু একটি অটল শপথ যার নাম
শহীদ বেলাল।
তোমাকে দিলাম আমার আদর মাখানো
স্মৃতির বিলাপ।

সূর্য সেনা

প্রমথ চন্দ্র বিশ্বাস
নিম্নমান অফিস সহকারী
রায়ের মহল কলেজ।

হাজারো ভিড়ে মাঝে
তোমাকে ভুলি নাই।
তোমারী কথা ভাবি সদা।
হে বেলাল ভাই।
তুমিতো ছিলে স্পষ্ট ভাষী
সহজ সরল প্রাণ,
যাহারই কারণে তোমাকে
দিতে হলো তাজা প্রাণ।
তুমিতো ছিলে সত্যের সৈনিক
বাহুতে ছিলো বল,
তাইতো তুমি ভয় করো নাই
করিতে সব পয়মল।
তুমিতো ছিলে সূর্য সেনা
উদিত পূর্ব আকাশে,
তোমারী আলোর কালো ছায়া
হইত সব ফ্যাকাশে।

www.pathagar.com

কবি এবং কবিতা
যেন রক্ত এবং মাংস।
রক্তের শ্বেত এবং লোহিত কণিকা
রক্তের বহমান ঐতিহ্যের উৎসস্থল।
মাংসের প্রতিটি কণা
রক্তের আদর্শে বলীয়ান।

রক্তের কণিকাগুলো যদি দুর্বল হয়
অথবা আক্রান্ত হয় কোন ব্যামোর কীটে।
তার প্রতিফলন হয় মাংসে, অস্থিতে, মজ্জায়
দেহের প্রতিটি সন্ধিস্থলে।

ঠিক তেমনি-
একজন কবির আদর্শ এবং চিন্তাভাবনা
শ্বেত এবং লোহিত কণিকা একই ব্যাপার।
শ্বেত এবং লোহিত কণিকার সস্থ্যতার উপরই
কবিতার দৈহিক চেহারা নির্ভর করে।
কোন কবি মনের কণিকাগুলো যদি
শিল্পিত হয় 'একত্বের' কারুকাজে।

তবে-
কবিতার প্রতিটি পরতে পরতে
তার জীবন্ত ছোট লাগে।
আর যদি তা হয় কোন রাজগ্রস্থ
অথবা তথাকথিত 'মানব মুক্তির' নকশী তোলা।
তবে তার কবিতা হবে তথাকথিত মুক্তির
'কল্পিত ফানুস'।
আমরা চাই 'একত্বের' কারুকাজ শিল্পিত কবিতা।
যা 'কল্পিত মুক্তির পথ' নয়
বরং 'মানব মুক্তির উপত্যকায়'
নিয়ে যাবে।

বেলালে লেখা কবিতা
প্রকাশ ঃ সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা'
১৬ই ডিসেম্বর' ১৯৮২ সাল

স্নেহাস্পদেষু

সিদ্দিকা বেগম

রক্তের সম্পর্ক নেই তব সাথে
তবু এত ব্যথা কেন হৃদয় মাঝে।
সন্তানসম হৃদয়ে মোর রয়েছ তুমি
ভুলিতে পারিনা তাই দিবস-যামী।
ঈমানী জ্যোতিতে উজ্জ্বল শ্যামল মুখ
সদা প্রফুল্ল থাকিত যেন নেই কোন দুঃখ।
আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী তুমি
আল্লাহ্‌তে নিবেদিত ছিল হৃদয়খানি।
সৃষ্টির সেরা মানুষ যখন ভুলিছে আল-কোরআন
ফিরাতে তাদের আল্লাহ্‌র পথে করেছ আহ্বান।
বাতিলের সাথে আপোষহীন করেছ সংগ্রাম
জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে দিয়ে গেলে প্রমান।
নিষ্ঠুর বাতিলের অস্ত্র কেড়ে নিল তব প্রাণ
শহীদের মহিমায় হলে তুমি মহিয়ান।

www.pathagar.com

এ্যালবাম

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন

শুরু থেকে শেষ

রায়েরমহলের 'আল্লাহর দান মঞ্জিল'। ইসলামী আন্দোলনের অস্থায়ী কার্যালয় হিসেবে রেখে গেছেন শহীদ শেখ বেলাল।

খুলনা জিলা স্কুল। মেধাবী ছাত্র হিসেবে স্কুল জীবনের মাধ্যমিক স্তর এখান থেকেই শুরু শেখ বেলালের।

কলেজ অঙ্গন। দৌলতপুর কলেজ থেকেই ছাত্রনেতা হিসেবে যাত্রা শুরু।

বি,এল কলেজ। যেখান থেকে রক্ত ঝরা শুরু। ছাত্র আন্দোলনের পথচলা।

www.pathagar.com

এ্যালবাম

সাংবাদিক শহীদ শেখ বেলাল। পছন্দের পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন সাংবাদিকতাকে। খুলনা প্রেসক্লাব চত্বর যেখানে শেখ বেলালের মোটর সাইকেলে কাপুরুষের রিমোট কন্ট্রোল বোমা পেতে রেখে আহত করে বর্বর ঘাতকেরা।

সাংবাদিক প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে আলোচনা করছেন শহীদ শেখ বেলাল

এমইউজে'র নির্বাচিত কমিটির নামের তালিকায় দুইবার সাধারন সম্পাদক ও দুইবার সভাপতির নাম।

মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের রুম। যেখানে প্রতিনিয়ত সহপাঠিদের আড্ডায় জমে উঠত প্রতিটি মুহুর্ত।

শেখ বেলালের উদ্যোগে প্রেসক্লাবের ২য় তলায় প্রতিষ্ঠিত মসজিদ। প্রায়ই ওয়াক্তিয় নামাজ এবং তারাবীহ নামাজে ইমামতি করতেন তিনি।

www.pathagar.com

এ্যালবাম

আন্দোলন সংগ্রামে শেখ বেলাল

গুনিজন সংবর্ধনায় বক্তব্য রাখছেন
শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন

কেসিসি মেয়রের পক্ষ থেকে নিহত
সাংবাদিক রশীদ খোকন তহবিলে আর্থিক
সহায়তা দান। ডানে শহীদ বেলাল

নজরুল জন্মবার্ষিকীতে
আলোচনারত শহীদ বেলাল

এমইউজে রুমে মতবিনিময় সভায়
প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি
আলহাজ্ব শামসুর রহমান।
সর্ববামে শেখ বেলাল

নগরীর বৈকালীতে রেজা স্মৃতি
ইসলামী পাঠাগার আয়োজিত সাংস্কৃতিক
সন্ধ্যায় আলোচনা রাখছেন শহীদ বেলাল

দৈনিক পূর্বাঞ্চলে বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের
প্রতিবাদে রাজপথে শহীদ বেলাল

www.pathagar.com

এ্যালবাম

দেশ-বিদেশে শেখ বেলাল

সাংবাদিক নির্যাতন, হত্যার প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন শহীদ বেলাল

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন শহীদ বেলাল

কুমিল্লার পাহাড়পুড়ে সাংবাদিকদের মাঝে শহীদ শেখ বেলাল

নেপালের ক্লাব অব হিমালয়ের পাদদেশে শেখ বেলাল

ব্যাংককের একটি হোটেলে সাংবাদিক বেলাল

থাইল্যান্ডের ব্যাংককে সাংবাদিকদের মাঝে শহীদ বেলাল

www.pathagar.com

এ্যালবাম

শেখ বেলালের রেখে যাওয়া স্মৃতি

জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিলে বক্তব্য রাখছেন এমইউজে সভাপতি শহীদ শেখ বেলাল

নিজহাতে গড়া রায়েরমহল কলেজ

নেছারিয়া মাদ্রাসাহ। যার পরিচালনা পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন শহীদ বেলাল

রায়েরমহল স্কুল। শুরু থেক শেষ পর্যন্ত শেখ বেলালের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল

রায়েরমহল প্রাইমারী স্কুল। গোলের ঘর থেকে ৪তলা যেখানে শেখ বেলালের অবদান ভুলবার নয়।

www.pathagar.com

দলমত নির্বিশেষে সবার প্রিয় শেখ বেলাল

এ্যালবাম

এমইউজে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় সাবেক স্পীকার এ্যাডভোকেট শেখ রাজ্জাক আলী। ডানে শেখ বেলাল।

এমইউজের পক্ষ থেকে সাবেক তথ্যমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়্যিদের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করছেন শেখ বেলাল

মহান মে দিবসের আলোচনা সভায় হুইপ মোঃ আশরাফ হোসেন। বায়ে ২য় শেখ বেলাল।

গুনীজন সংবর্ধনায় কেসিসি মেয়রের কাছ থেকে পদক নিচ্ছেন সাংবাদিক বেলাল

প্রেসক্লাব আয়োজিত পুরস্কার বিতরণীতে সাবেক হুইপ মোস্তফা রশীদী সুজার কাছ থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন শেখ বেলাল

রায়েরমহল কলেজ পরিচালনা পরিচালনা পরিষদের সদস্য হিসেবে শেখ বেলালকে ফুল দিচ্ছেন প্রাক্তন এমপি কাজী সেকেন্দার আলী ডালিম

www.pathagar.com

শেখ বেলালে রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজের যাত্রা শুরু

এ্যালবাম

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন ফাউন্ডেশনের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন শেষে মোনাজাত করছেন মীর কাশেম আলী মিন্টু। অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার এমপি।

শেখ বেলালে পিতার সাথে
সৌজন্য সাক্ষাত করছেন মাওলানা আবু তাহের

শেখ বেলালের বাড়ীতে গিয়াস কামাল চৌধুরী
এবং রুহুল আমীন গাজী।

ফাউন্ডেশনে মতবিনিময় করছেন
সফররত প্যাকিস্তানী সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ।

ফাউন্ডেশনে পরিদর্শনে
সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ।

www.pathagar.com

এ্যালবাম

শহীদ শেখ বেলাল ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

শেখ বেলালউদ্দীন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গরীব ও দুঃস্থদের মাঝে আর্থিক সাহায্য প্রদান ।

ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ইফতার পূর্ব মাহফিলে দোয়া করছেন অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার এমপি

গরীব ও দুঃস্থদের মাঝে কুরবাণীর গোশত বিতরণ

কুরবানী প্রোগ্রাম'০৫ গোশত বিতরণ কর্মসূচী

ঈদ-পূনর্মিলনী অনুষ্ঠানে আলোচনা রাখছেন অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার এমপি

উপস্থিত সুধীমন্ডলীর একাংশ

www.pathagar.com

এ্যালবাম

চির অম্লান শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন

শেখ বেলালে উদ্দীন ফাউন্ডেশনের অস্থায়ী কার্যালয়

www.pathagar.com

এ্যালবাম

গুডহেলথ ক্লিনিকের সৌজন্যে খুলনা প্রেসক্লাবে শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলালের পোট্রেট

www.pathagar.com

শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল সড়ক

এ্যালবাম

খুলনা সার্কিট হাউজ ময়দানে শেখ বেলালের জানাযাপূর্ব সমাবেশে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ্যাডভোকেট শেখ তৈয়েবুর রহমান ঘোষনার বাস্তব প্রতিফলন বৈকালী বাজার থেকে রায়েরমহল কলেজ পর্যন্ত শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দীনের নামকরনে সড়কের ফলক।

www.pathagar.com

নিউজিয়াম

যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে তোলা হচ্চে বিশ্বের প্রথম যাদুঘর, নাম দেয়া হয়েছে 'নিউজিয়াম'। ওয়াশিংটন ডিসির পেনসিলভ্যানিয়া এভিনিউ আর মেরিল্যান্ড এভিনিউয়ের দু'পাশের সবুজ মলে এর অবস্থান। এখানে থাকবে নানারমকম গ্যালারি। সংবাদ এবং সংবাদ বিষয়ক সবকিছু ঠাঁই পাবে এ জাদুঘরে। ভবনটি হবে ছয় তলা। উদ্যোক্তরা জানান, ২০০৭ সালেই এটি উদ্বোধন করা হবে। এর গ্যালারি তৈরী হবে ২১ লাখ ৫ হাজার বর্গফুট আয়তন নিয়ে। নিউজিয়ামের গ্যালারিগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে দর্শনীয় হবে গ্রেট হল অব নিউজ, নিজউ হিস্ট্রি গ্যালারি, ইন্টারঅ্যাকটিভ নিউজ রুম, গ্লোবাল নিউজ থিয়েটার, রাইজ অব ইলেক্ট্রনিক নিউজ গ্যালারি, জার্নালিস্টস মেমোরিয়াল ইত্যাদি। বিশ্বের যেসব সাংবাদিক ঘাতকের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন তাদের নাম সংরক্ষণ করা হচ্ছে জার্নালিস্ট মেমোরিয়ালে। এ কাজ শুরু হয়ে গেছে আগেই। এখানে ২০০৫ সালে প্রথম চার মাসের তালিকায় রয়েছে আজারবাইজান, কলাম্বিয়া, হাইতি, ইরাক ও পাকিস্তানের সাংবাদিকদের নাম। বাংলাদেশের **শেখ বেলাল উদ্দীন,** পাকিস্তানের মীর নবাব ও আল্লাহ নূর ওয়াজিদের নাম এখানে উৎকীর্ণ করা হয়েছে শ্রদ্ধালিপিস্তম্ভে।

তাদের নাম লেখা থাকবে চিরদিন

যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া স্টেটের আর্লিংটনে সাংবাদিকদের একটা আন্তর্জাতিক স্মৃতিঘর গড়ে তোলা হয়েছে। বিভিন্ন দেশে নিহত সাংবাদিকদের নাম লিপিবদ্ধ আছে সেখানে। নিহত বাংলাদেশী সাংবাদিকদের নামও লেখা আছে। ফ্রিডম পার্কে অবস্থিত স্মৃতিফলকটিতে আছে বিশ্বের নানা প্রান্তের ১৬০৬ জন সাংবাদিকের নাম। ৪ জন বাংলাদেশীর নামও আছে তার মধ্যে- দীপঙ্কর চক্রবর্তী, কামাল হোসেন, হুমায়ুন কবীর বাল্লু, মানিক সাহা। পার্কের দীর্ঘে একটি কাচের প্যানেলে পৃথিবীর অন্যান্য নিহত সাংবাদিকদের সঙ্গে তাদের নামও উচ্চারিত হয় প্রতিবছর ৩ মে 'প্রেস ফ্রিডম' দিবসে। প্রতি বছর নিহত সাংবাদিকদের নাম এখানে যোগ করা হয়। এ বছর খুলনায় নিহত সাংবাদিক শেখ বেলাউদ্দীনের নামও লেখানে লেখা হবে আগামী বছর।

আরও বিস্তারিত জানতে হলে www.rsf.org এবং www.cpj.org সার্চ করুন।

দৈনিক নয়াদিগন্ত
সাপ্তাহিক অবকাশ
শনিবার ২ জুলাই ২০০৫।

www.pathagar.com

এ্যালবাম

১ম শাহাদাত বার্ষিকীতে শহীদের সাথীরা

১ম শাহাদাত বার্ষিকীতে কবর জিয়ারত

খুনীদের বিচারের দাবীতে কেএমপি কমিশনার বরাবর স্মারকলিপি পেশ

খুনীদের বিচারের দাবীতে ইসলামী ছাত্রশিবিরের মিছিল

www.pathagar.com

এ্যালবাম

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীন ফাউন্ডেশন

কার্যকরী কমিটি

অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার এমপি
প্রধান পৃষ্ঠপোষক

জি,এম হায়দার আলী
সভাপতি

জি,এম ইলিয়াস হোসাইন
সহ-সভাপতি

মোল্লা মোতাহার হোসেন
সহ-সভাপতি

শেখ নাসিরুদ্দীন
সহ-সভাপতি

এ্যাডঃ শেখ জাকিরুল ইসলাম
সহ-সভাপতি

মনিরুল ইসলাম সেলিম
সহ-সভাপতি

শেখ শামসুদ্দীন দোহা
সাধারন সম্পাদক

শেখ মাহফুজুল হক
যুগ্ম সম্পাদক

শেখ ইকবাল হোসেন
সাংগঠনিক সম্পাদক

সরদার হাবিবুর রহমান
যুগ্ম সম্পাদক

সালমান ফারসী

শেখ বোরহান উদ্দীন

শেখ কুতুবুদ্দীন রব্বানী

শহিদুল ইসলাম

মফিজুল ইসলাম

কাজী ইকরাম হোসেন

www.pathagar.com

স্মারক'০৬ প্রকাশ সফল হোক

খুলনা আমাদের প্রিয় নগরী
এই নগরীকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব

- আপনাদের পরিবেশ সুন্দর ও নির্মল রাখার লক্ষ্যে বেশী করে গাছ লাগান।
- আপনার শিশুকে সুস্থ ও সবলভাবে গড়ে তুলতে নিয়মিত টিকা দিন এবং শিশু পরিচর্যায় যত্নবান হোন।
- খুলনা নগরীর উন্নয়নমুলক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য নিয়মিত পৌরকর পরিশোধ করুন।
- নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলবেন না।

শেখ তৈয়েবুর রহমান
মেয়র
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা, বাংলাদেশ

খুলনা সিটি কর্পোরেশন
নগর ভবন, খুলনা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দীনের ১ম শাহাদাত "বার্ষিকী স্মারক" প্রকাশ সফল হোক----

KWALITY SHRIMPS EXPORT (PVT.) LIMITED

ICE PLAN & COLD STORAGES

Md. Akram Hossain

Managing Director

"Fish (Shrimps) Exporter"

WorldWide Exporters oF Bangladesh Origin Processed Fresh Quality Shell-on Shrimps, Tail-on Shrimps, PUD and P& D Shrimps, Fresh Fish & Frozen Fish.

Khulna Office : 187/1 Khan Jahan Ali Road, Rupsha, Khulna. Phone : 041-731639

Dhaka Office : Eastern Trade Centre
Suit # 7,8 (4th Floor), 56, Purana Palton Line, Dhaka-1000, Phone : 835-8568, Fax : 835-9470

Factory : East Rupsha, Baghmara, Rupsha, Khulna. Phone : 800005, 800055 Ext. 108
Mobile : 0174-023288

www.pathagar.com

কৃষক ভাইদের জন্য সু-খবর

চার গুনের এক সার এস বি NPKS (মিশ্র) সার

পান পাতা মার্কা

এস বি NPKS (মিশ্র) সার

খরিপ-১ এপ্রিল-মে-জুন	রোপা আমন/তিল/বেগুন/শাক-সব্জি-ঢাড়স, পান, পুইশাক লাল শাক, কমুড়া, উচ্ছে, ডাটা শাক
খরিপ-২ জুলাই-সেপ্টেম্বর	আউশ বুনা/রোপা আউশ/মিশ্র আমন/সব্জি-ঢাড়স, চিচিঙ্গা বরবটি/গেমি কুমড়া
খরিপ-৩ অক্টোবর-মার্চ	রবি মৌসুমে রবি শষ্য, আলু, গম, সরিষা,মুগুড়ি, ইরি, বোরো, তরমুজ, বাঙ্গি, আখ।

সারা বছর আখ, ধান সহ সকল ফসলের উন্নত ফলন পেতে পান পাতা মিশ্র সার ব্যবহার করুন।

প্রস্তুতকারকঃ

এস বি এ্যাগ্রো ফার্টিলাইজার ইন্ডাঃ লিঃ

স্বয়ংক্রীয় কারখানায় প্রস্তুতকৃত বিশ্বমানের সেরা

এস বি NPKS (মিশ্র) সার ব্যবহার করুন।

ডিলার ও সার ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন।

পরিবেশকঃ

মেসার্স শেখ ব্রাদার্স

ষ্টেশন বাজার, নওয়াপাড়া, যশোর। ফোনঃ ০৪২২২-২৭৯,৪৭৯
মোবাইলঃ ০১৭১-২৯৭২৯৩,০১৭১১-৪০৪৮৫৭

www.pathagar.com

সাংবাদিক
শহীদ বেলালের
প্রথম শাহাদাত বার্ষিকী
উপলক্ষ্যে স্মারক'০৬
প্রকাশ সফল হোক

মেসার্স শেখ মুনীর হোসাইন

প্রোপ্রাইটর ঃ মেসার্স শেখ মুনীর হোসাইন

খালিশপুর অফিস ঃ
শেখ বাড়ী, ১১, কবরখানা রোড, নয়াবাটি, খালিশপুর, খুলনা।
ফোন ঃ ০৪১-৮৬১৩৭০
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৩০৯২৯৫
ই-মেইল ঃ skmhgp@bttb.net.bd

www.pathagar.com

শহীদ বেলালের রক্ত বৃথা যাবে না।১ম শাহাদাত বার্ষিকী স্মারক প্রকাশ সফল হোক

CHP

Spondon Audio Visual Centre
স্পন্দন অডিও ভিজ্যুয়াল সেন্টার

আমেরিকার টুইন টাওয়ারে সে দিন কি ঘটেছিল
আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র কত গভীরে তা দেখুন জানুন

আমাদের নতুন ডকুমেন্টারী

"টুইন টাওয়ারে বিমান হামলা
একটি বেদনাদায়ক প্রতারণা"

স্পন্দন অডিও ভিজ্যুয়াল সেন্টার
৪৩৫ এ/২ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪২২১৫, ০১৭১-৮২৭৯৫৩
মোবাইল ঃ ০১৭১-১১৮৫৪৩

dpm

Architechture
Engineering
Roads & Bridges
Agriculture
Water Resources
Socio-Economics

DESIGN
PLANNING &
MANAGEMENT
CONSULTANTS
LIMITED

www.pathagar.com

BARIDHARA OVERSEAS LIMITED.

TRAVELS & HAJJ AGENT

Biman
Approved Agent

এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ
ATAB
ASSOCIATION OF TRAVEL AGENTS OF BANGLADESH

IATA
Approved

বারিধারা ওভারসীজ লিমিটেড

S.H. TRADE INTERNATIONAL (R.L NO.223)
BARIDHARA FOREIGN EXCHANGE CO. LTD. (MONEY CHANGER)

Baliadi Mansion (Ground Floor) 16, Dilkusha Commercial Area, Dhaka-1000 Bangladesh
Phone : 9568251, 956591, 9568552, Fax : 88-02-9568552, E-mail : baridara_overseas@hotmail.com

শহীদ সাংবাদিক শেখ বেলাল উদ্দীনের ১ম শাহাদাত "বার্ষিকী স্মারক" প্রকাশ সফলতা কামনায়.....

YC **Yakub Corporation**

Boulders Chips, Shingles, Pea-gravels, Sylhet Sand & Betumin Supplier

Office

Akhter Chamber (2nd Floor)
81, Sir, Iqbal Road
Khulna, Bangladesh.
phone : 88-041-721317

Stone Crashing Plant

Wapda Bhari Badh Road,Rupsha,
Khulna. Bangladesh.
Phone : 88-041-722999(Off)

www.pathagar.com

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীনের ১ম শাহাদাত "বার্ষিকী স্মারক" প্রকাশে আমরা আনন্দিত

M/S.

GAZI BHANDER

EXPORTER & IMPORTER

Head Office :

Daulatpur Bazar (Gur Patty)
Daulatpur, Khulna, Bangladesh.
Fax : 0088-041-810821
Phone : Off : 860743 Res : 774425
Mobile : 0171-457508, 0172-242746

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীনের রক্ত বৃথা যাবে না।
১ম শাহাদাত "বার্ষিকী স্মারক" প্রকাশে সমৃদ্ধ হোক এই কামনা করি।

মিল্লাত কর্পোরেশন

MILLAT CORPORATION

সকল প্রকার দেশী-বিদেশী সাটিং, সুটিং ও ছিট কাপড়
পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা

১০, খুলনা বিপণী কেন্দ্র ক্লে রোড, খুলনা।
ফোন ঃ ০৪১-৭২২৫৫০

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ

বাংলাদেশে শরীয়াহ্ ভিত্তিক প্রথম ইসলামী জীবন বীমা (তাকাফুল)

আমাদের ক্ষুদ্র বীমা প্রকল্প
সার্বজনীন বীমা প্রকল্প

আমাদের কয়েকটি পরিকল্পনা

প্রধান কার্যালয় ঃ
বি,এস,ই,সি ভবন (১১ তলা)
১০২কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা
ফোন ঃ ০২-৮১৫০১২৭-৩১১
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৮১৩০৬১১

জোনাল অফিস ও সার্ভিস সেন্টার ঃ
আলী ভবন (২য় তলা)
এ/৭ মজিদ স্মরণী, সোনাডাঙ্গা, খুলনা।
ফোন ঃ ৮১২১৭৮
মোবাইল ঃ ০১৭১২-৮০৯-২৪০

ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ

পারস্পারিক সহযোগিতার অঙ্গীকার

ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে

প্রতীতি বিদ্যালয়

পরিচালনায় ঃ মুসলিম এইড (ইউ কে) বাংলাদেশ

আমাদের বৈশিষ্ট্য ঃ

- নৈতিক ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়
- বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক/শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদান
- সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহন
- ইংরেজি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান
- বাধ্যতামূলক কম্পিউটার শিক্ষা
- কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়া প্রযুক্তির ব্যবহার
- নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা।
- মনোরম পরিবেশে আবাসিক সুবিধা
- মেধাবীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা
- শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের অনুপাত ২০ ঃ ১
- সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা
- অভিজ্ঞ শিশু বিশেষজ্ঞ দ্বারা নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা

প্লে-গ্রুপ-৫ম
২০০৭ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করা হবে

প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে ৪টা পর্যন্ত ভর্তি ফরম পাওয়া যাচ্ছে

ঢাকা ক্যাম্পাস
বাড়ি নং ৭০৪, রোড-১১, বায়তুল আমান হাউজিং, আদাবর, ঢাকা
ফোন ঃ ৮১১৫৫৭৭

কুষ্টিয়া ক্যাম্পাস
৩২/২২, চৌড়হাস, কুষ্টিয়া
ফোন ঃ ০৭১-৭১২২৭

www.pathagar.com

শহীদ শেখ বেলাল উদ্দীনের ১ম শাহাদাত "বার্ষিকী স্মারক" প্রকাশে আমরা আনন্দিত

তামিম ট্রেডিং

এস, এম, আইয়ুব উদ্দীন

প্রোপ্রাইটর

ফোন ঃ ০৪১-৭৩০৯১০, মোবা ঃ ০১৮৮-৩৮৬২০৮, ০১৭৬-৫৬১৮০৩

ইট, পাথর, চিপস্, সিলেট ও কুষ্টিয়ার বালু বিক্রেতা

ভেড়ীবাঁধ সড়ক, ১নং কাষ্টম ঘাট, খুলনা।

দীর্ঘ ৩০ বছরের খ্যাতনামা ভেষজ চিকিৎসা কেন্দ্র

খুলনার স্বদেশী ইউনানী আয়ুর্বেদ ঔষধালয়

আমাদের সেবা সমূহ

সকল প্রকার যৌন ব্যধী * ধাতু দুর্বলতা * পুরুষত্বহীনতা * সামান্য উত্তেজনায় বীর্যপাত * স্ত্রী সহবাসে অক্ষমতা * লিঙ্গের দুর্বলতা * সিফিলিস * গনরিয়া * স্বপ্নদোষ * ঘন ঘন প্রস্রাব * প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া * পায়খানায় বসে কোঁথ দিলে প্রস্রাবের রাস্তাদিয়ে বীর্য ক্ষয়। এছাড়া নতুন-পুরাতন আমাশয় * গ্যাস্ট্রিক * লিভারের দোষ * বদ হজম * কোষ্ঠ কাঠিন্যতা * যাবতীয় বাত ব্যাধী * হাঁপানী * ডায়াবেটিক * হার্টের দুর্বলতা * আহারে অরুচী * শারীরিক দূর্বলতা এবং মহিলাদের সাদা স্রাব * বাধক বেদনা * হাত-পা জ্বালা * সন্তান না হওয়া * স্বাস্থ্যহীনতা সহ যাবতীয় জটিল রোগের চিকিৎসায় আমরা ১০০% আন্তরিক।

খুলনার স্বদেশী ইউনানী আয়ুর্বেদ ঔষধালয়

মিস্ত্রীপাড়ার মোড়, আরাফাত মসজিদ (নীচতলা), খুলনা। মোবাইল ঃ ০১৭২-২০২৩০৫

www.pathagar.com

BFL

BODY FASHION (PVT.) LTD.

(100% Export Oriented Sweater Factory)

Most Modern Garment Factory
Produces Best Quality Sweater
of Various Style Size

FACTORY & OFFICE

NAOJUR, KODDA, GAZIPUR

PHONE : 9257062, 0171-628962

স্যুমিজ স্যুয়েটার্স

SUMIJ SWEATERS

সারাবো, গাজীপুর, ঢাকা।

www.pathagar.com

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

মানুষ যখন মৃত্যবরণ করে তখন তিনটি কাজ ব্যতীত তার আমলের সুযোগ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। তা হচ্ছে ছাদাক্বাহ জারিয়াহ্, এমন জ্ঞান যা মানুষের উপকারে আসে এবং সৎ সন্তান যে তার জন্য দোয়া করবে।

-মুসলিম, তিরমিজী

আপনি কি চান ?

- মৃত্যুর পরেও আপনার কৃত ছাদাক্বাহ্ জারিয়াহ্ অব্যাহত থাকুক ?
- সামাজিক ও মানবিক কল্যাণে অংশগ্রহন করে আল্লাহর সন্তুষ্ঠি অর্জন করবেন ?

এর জন্য সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে এককালীন বা কিস্তির ভিত্তিতে একটি ক্যাশ ওয়াক্বফ্ তহবিল গঠন।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড আপনার এ সদিচ্ছা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চালু করেছে

মুদারাবা ওয়াক্বফ ক্যাশ ডিপোজিট একাউন্ট

আপনি ক্যাশ ওয়াক্বফ একাউন্টে ওয়াক্বফকৃত সমুদয় অর্থ এককালীন জমা করতে পারেন অথবা ক্যাশ ওয়াক্বফ- এর মোট পরিমাণ ঘোষনাপূর্বক প্রারম্ভিক অবস্থায় ন্যুনতম ৳ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা) মাত্র জমা করে পরবর্তী সময়ে হাজার টাকা বা তার গুণিতক অংকে বাকী অর্থ কিস্তিতে জমা করতে পারেন। এ হিসাব থেকে অর্জিত মুনাফা ওয়াক্বিফের ইচ্ছা ও শরী'আহ্র বিধান অনুযায়ী দ্বীনি উদ্দেশ্যে এবং সামাজিক ও মানবিক কল্যাণে ব্যয় করা হয়।

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইসলামী শরী'য়াহ মোতাবেক পরিচালিত

গ্রাফিক্স ঃ শামসুদ্দীন দোহা, মোবাইল-০১৭১১৩৮৯০৮০